Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৮

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক
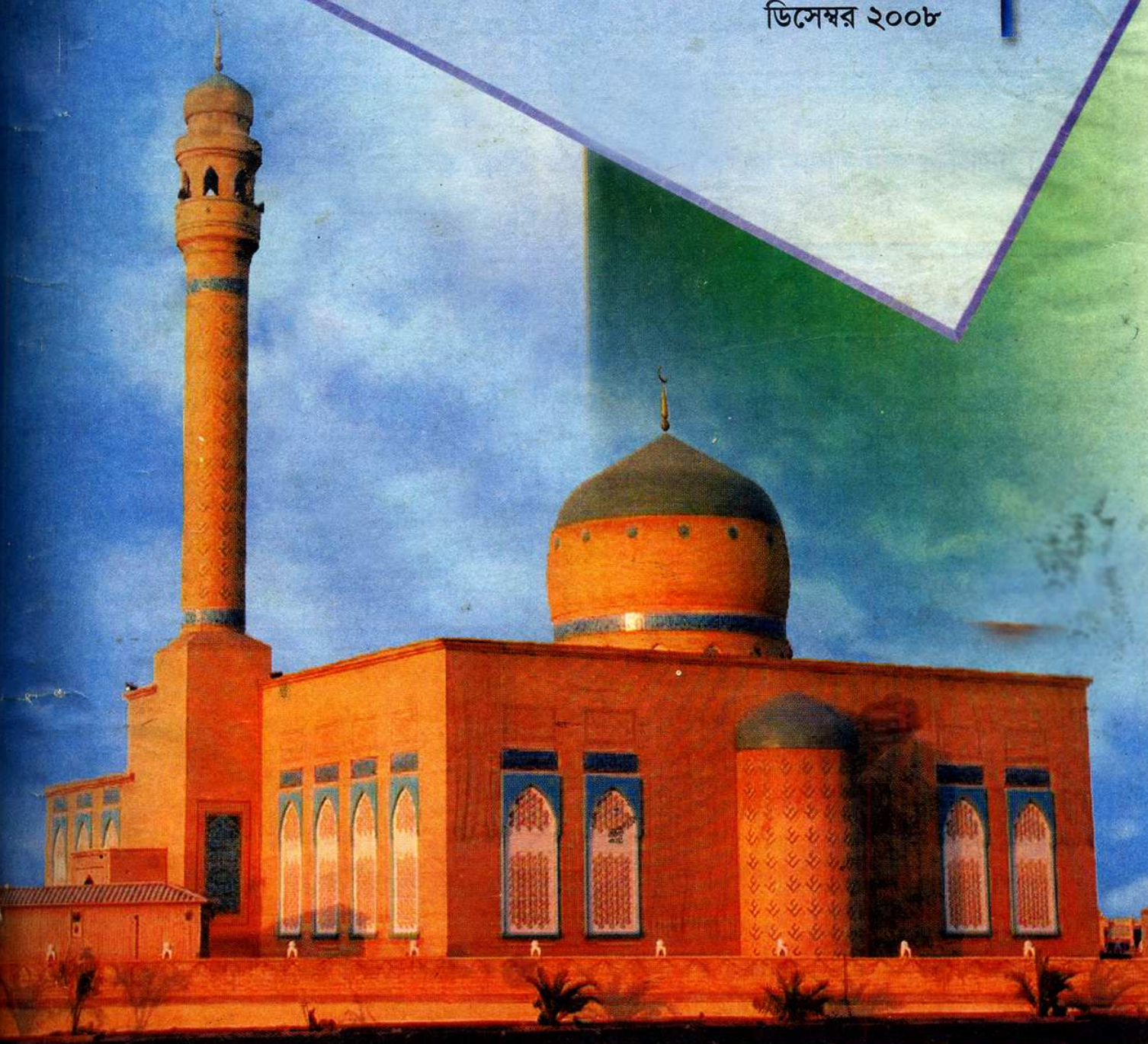
১২তম বর্ষ ডিসেম্বর ২০০৮ ইং ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মুমিনের সংগ্রাম আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম

বীজ যেমন বৃক্ষ তেমন হয়। বিশ্বাস যেমন কর্ম তেমন হয়। বিশ্বাসের পরিবর্তনে কর্মের পরিবর্তন হয়। তেঁতুল বীজে যেমন সাগর কলার গাছ হয় না, কলার বীচিতে তেমনি তেঁতুলের গাছ হয় না। আবার বীজ ত্রুটিপূর্ণ হ'লে ফসল ত্রটিপূর্ণ হয়। পৃথিবীতে মূলতঃ দু'ধরনের মানুষ বসবাস করে। একদল বিশ্বাস করে যে, এ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যিনি সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর ধারক ও ব্যবস্থাপক। তাঁর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। তাঁর প্রেরিত বিধানই চূড়ান্ত সত্যের উৎস। আর শেষনবীর আগমনের পরে সেই উৎস হ'ল ক্বিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে তা মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির চিরন্তন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ হ'ল তারাই, যারা অদৃশ্য সত্তা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। বরং সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা-আপনি চলছে বলে ধারণা করে এবং নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। উভয় প্রকার মানুষের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস ও কর্মের স্তরভেদ। বিশ্বাসীদের মধ্যে যেমন রয়েছে কপট বিশ্বাসী ও অসচেতন ব্যক্তিদের বিরাট ভিড়। অবিশ্বাসীদের সংখ্যা নগন্য হ'লেও তাদের মধ্যেও রয়েছে বিশ্বাস ও কর্মের তারতম্য।

যুগে যুগে নানাবিধ চটকদার মতবাদের মোড়কে স্বার্থবাদী মানুষ তার মন্দ প্রবৃত্তির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। গত শতাব্দীতেই তারা দু দু'টি মহাযুদ্ধ বাধিয়ে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। বহু প্রাচীন সভ্যতাকে তারা নিশ্চিহ্ন করেছে। অথচ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীকে আবাদ করতে এবং একে সমৃদ্ধ করতে। এখানে শান্তির সঙ্গে বসবাস করার জন্য যুগে যুগে হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছিলেন তাঁর নবীগণের মাধ্যমে। যারা তাতে ঈমান এনেছিল ও সে অনুযায়ী দুনিয়াকে আবাদ করেছিল বা আজও করতে চাইছে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা তাতে অবিশ্বাস করেছে ও নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী দুনিয়া পরিচালনা করেছে ও তাতে সমর্থন দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকালীন দুর্ভোগ ও পরকালীন দুঃসংবাদ। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের দুর্বল করার জন্য বা অবিশ্বাসী বানাবার জন্য যুগে যুগে নানাবিধ প্রতারণার জাল ফেলেছে। যার লোভনীয় ফাঁদে বিশ্বাসীরা

অনেক ক্ষেত্রে আটকে গেছে। আধুনিক যুগে রাজনীতি ও অর্থনীতির নামে নানাবিধ মনগড়া মতবাদ পৃথিবীতে চালু হয়েছে। যার পরিণতিতে বিশ্ব পারস্পরিক হানাহানিতে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। দলতন্ত্রের অভিশাপে ও নেতৃত্বের কোন্দলে মানুষ পরস্পরে শত্রু হয়েছে। ধনতন্ত্রের অভিশাপে ধনী-গরীবের বৈষম্য আজ চরমে উঠেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি হিংস্র অক্টোপাসের মত সারা বিশ্বের রক্ত শুষে নিচ্ছে। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব অপ্রতিরোধ্যভাবে জেঁকে বসেছে। এমতাবস্থায় ঈমানদারগণ কোন্ পথের পথিক হবেন? তারা কি অস্তিত্ব রক্ষার অজুহাতে কুফরীর সঙ্গে আপোষ করবেন? নাকি জীবন বাজি রেখে তার ঈমানকে আঁকড়ে ধরবেন? আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এক্ষণে যারা তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা ধারণ করে এমন এক সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আল্লাহ সবই দেখেন, সবই শুনেন' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

পৃথিবীতে ব্যাপক অশান্তি ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও দলাদলি। আল্লাহ বলেন, 'আখেরাতের শান্তিনীড় আমরা কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত করেছি যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আর আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত... *(আন'আম ৬/১৫৯)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা চেয়ে নিলে তুমি তাতেই পতিত হবে (আল্লাহ্র সাহায্য বঞ্চিত হবে)। আর না চেয়ে পেলে তুমি তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে' *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, 'তোমরা সত্ত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে... *(বুখারী)*। তিনি বলেন, আমরা নেতৃত্ব সমর্পণ করিনা ঐ ব্যক্তির হাতে, যে তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাংখা পোষণ করে' *(বুঃ মুঃ)*। অথচ নেতৃত্বের লড়াই হ'ল ভোটের রাজনীতির মূল কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতি হ'ল এর বিপরীত। যেখানে নেতৃত্ব সোপর্দ করতে হয়। চেয়ে নিতে হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদির মাধ্যমে দু'হাতে মানুষের রক্ত শোষণ করার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। আর সূদ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের টাকা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল দরিদ্রতা' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*। অথচ কথিত ঈমানদারগণের হাতেই দলতন্ত্র ও পুঁজিবাদ আইনী বৈধতা পাচ্ছে এবং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সূদের টাকা শোধ করতে না পারলে একদিকে সরকার পিটাচ্ছে ও জেল খাটাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সূদী মহাজন ও এনজিও-র লোকেরা ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গাছে বেঁধে রেখে অন্যদের ভয় দেখাচ্ছে। এসব যুলুমের কোন প্রতিকার নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি হ'ল এর বিপরীত। যেখানে সূদের ও পুঁজিবাদের কোন অবকাশ নেই। রয়েছে ধনী-গরীব সকলের প্রতি অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল সর্বত্র জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামিতা। সকলেই জানেন যে, নবীগণ কারো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে ভাগ বসাতে আসেননি। তাহ'লে কেন তাদের উপরে সমাজনেতারা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কারণ ছিল একটাই যে, তাঁরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্র দাসত্বের পথ দেখিয়েছিলেন। কুফরকে সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাগ করে নিষ্কলুষ ঈমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কেননা ঈমান ও কুফর কখনো একত্রে চলতে পারে না। এভাবে যুগ যুগ ধরে ঈমানদারগণ ও তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে, তা নিছক কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংগ্রাম নয়; বরং তা হ'ল আক্বীদা-বিশ্বাস ও দর্শন-চিন্তার সংগ্রাম। এটা ব্যতীত এই সংগ্রামের অন্য কোন মূল্যায়নই হ'তে পারে না। এখানে তাই মুমিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, বরং তাদের ঈমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম *(বুরূজ ৮৫/৮)*। যদিও বিরোধীগণ সর্বদা একে অন্যভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকে। জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

আদম (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষনীয় বিষয় সমূহঃ

১. তিনি আল্লাহ্র হাতে গড়া এবং মাটি হ'তে সৃষ্ট। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে জীবন লাভ করেছিলেন।

২. তিনি ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী।

৩. তিনি জিন জাতির পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে এবং দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্বশীল খলীফা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪. দুনিয়ার সকল সৃষ্ট বস্তুর নাম অর্থাৎ সেসবের জ্ঞান ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দান করা হয়েছিল।

৫. জিন ও ফিরিশতা সহ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃষ্টির উপরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। সকলে তাদের অনুগত ও তাদের সেবায় নিয়োজিত।

৬. আদমকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়। যা পৃথিবীর বাইরে আসমানে সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল, এখনও আছে।

৭. জান্নাতে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তার জোড়া হিসাবে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। সেকারণ স্ত্রী জাতি সর্বদা পুরুষ জাতির অনুগামী এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।

৮. আদম ও হাওয়াকে আসমানী জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয় এবং পৃথিবীর নাভিস্থল মক্কার সন্নিকটে না'মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের ক্ষুদ্রদেহী অবয়ব সৃষ্টি করে তাদের নিকট থেকে 'আহদে আলাস্তু' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি দাসত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়।

৯. মানুষ হ'ল পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। তাকে ভাল ও মন্দ দু'টিই করার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

১০. আদমের মধ্যে মানবত্ব ও নবুওয়াতের নিষ্পাপত্ব উভয় গুণ ছিল। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতপ্ত হন ও তওবা করেন। তওবা কবুল হবার পরে তিনি নবুঅত প্রাপ্ত হন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। আদমের আওলাদগণ পাপ করে তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে থাকেন।

১১. আদমকে সিজদা না করার পিছনে ইবলীসের অহংকার ও তার পরিণতিতে তার অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনার মধ্যে মানুষকে অহংকারী না হওয়ার শিক্ষা রয়েছে।

১২. জৈবিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়ে মানুষ একটি অসাধারণ সত্তা, যা অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

১৩. ঈমানদার বান্দাগণ ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে।

১৪. দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার সকল জ্ঞান আদমকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ভূমি আবাদ ও চাকা চালিত পরিবহনের সূচনা হয়।

১৫. সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য।

২. নূহ (আঃ)

ভূমিকাঃ

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংস্কারের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহ্র গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে আরও কয়েকটি কওম আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে পরপর ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত্ব, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাউন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে *(তওবাহ ৯/৭০)*। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত্ব-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আমরা এখানে প্রথমে নূহ (আঃ) ও তাঁর কওম সম্পর্কে আলোচনা করব।

নূহ (আঃ)-এর পরিচয়ঃ

'আবুল বাশার ছানী' (ابوالبشرالثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ আলাইহিস সালাম ছিলেন পিতা আদম আলাইহিস সালামের দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ।

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন'আন *(কুরতুবী, সূরা আনকাবূত)*। প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মরে। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের মাত্র হাতে গনা কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। নূহের কিশতীতে কয়জন ঈমানদার ব্যক্তি আরোহণ করে নাজাত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কুরআনে বা হাদীছে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অমনিভাবে কিশতীটি কত বড় ছিল,

কিভাবে ও কত দিনে তৈরী হয়েছিল, এসব বিষয়েও কিছু বর্ণিত হয়নি। এসব বিষয়ে যা কিছু বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর ভিত্তি হ'ল ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ। যার সঠিক কোন ভিত্তি নেই।[২৭] ইমাম তিরমিযী হযরত সামুরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, নূহের প্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।[২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন যে,.سام أبو العرب وحام أبو الحبش و يافث أبو الروم, 'সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা'।[২৯] ইবনু আব্বাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর'।[৩০]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ. 'আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি' *(ছাফফাত ৩৭/৭৭)*। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরাই নূহ (আঃ)-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেন أبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু'আয়েব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অধিকাংশ ছাহাবীর মতে নূহ (আঃ) ছিলেন ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী।[৩১] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[৩২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[৩৩] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা বা 'ছোট আদম' বলা হয়।

আদম (আঃ) ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[৩৪] এবং নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন *(আনকাবূত ২৯/৪০)*। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ (আঃ)-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহ্র বিশেষ দান ও তাঁদের মু'জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ (আঃ)-এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। পবিত্র কুরআনে নূহ (আঃ)-এর আলোচনা ৪৩ বার এসেছে। নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ'লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

আদম (আঃ)-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুআ', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়। অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[৩৫] আর এভাবেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এই লোকগুলি হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদের এই মর্মে ধোঁকা দিল যে, এঁদের বসার স্থানগুলিতে এক একটি মূর্তি বানাও ও তাদের নামে নামকরণ কর। লোকেরা তাই করল। ...

২৭. *দ্রঃ কুরতুবী টীকা সূরা হূদ ৩৮-৪০ আয়াত।*
২৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।*
২৯. *তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১; আলবানী সনদ যঈফ বলেছেন, আহমাদ হা/১৯৯৮২ তাহকীকঃ হামযাহ আহমাদ; হাকেম ২/৫৪৬ পৃঃ; তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।*
৩০. ঐ।
৩১. *বাহরে মুহীত-এর বরাতে মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২ সূরা আ'রাফ।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ 'শাফা'আতের হাদীছ' মিশকাত হা/৫৫৭২।*
৩৩. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সূরা আনকাবূত।*

৩৪. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী অত্র হাদীছকে 'হাসান ছহীহ' বলেছেন। অতঃপর 'সালাম' অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪৬৬২ নং হাদীছটিকে তিনি 'হাসান গরীব' বলেছেন। যেখানে আদম (আঃ) বয়স ৯৪০ বলা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তুহফা প্রথমোক্ত হাদীছকে 'অগ্রগন্য' (أرجح) বলেছেন।*
৩৫. *ইবনু কাছীর, সূরা নূহ। বুখারী মওকুফ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে এটি বর্ণনা করেন 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০।*

Contents

এই মূর্তিগুলি পরবর্তীকালে আরবদের মধ্যেও চালু ছিল। 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'ঊক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাসর ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।[৩৬]

ইবনু আবী হাতেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ওয়াদ ছিল এদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক নেককার ব্যক্তি। তিনি মারা গেলে লোকেরা তার প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শয়তান এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে তার মূর্তি বানাতে প্ররোচনা দেয়। ফলে ওয়াদ-এর মূর্তিই হ'ল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা শুরু হয়'।[৩৭]

অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাস্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে। উক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য ও তাদের প্রতি ভক্তি লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকালে তাদের নাম উল্লেখ করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ সামাজিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। সম্প্রদায়ের এইরূপ পতন দশায় তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন *(আ'রাফ ৭/৬১)*।

স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত

আল্লাহ বলেন, ِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ،َن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. 'আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য'। 'নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'। এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'। 'তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে' *(নূহ ৭১/১-৪)*।

অতঃপর তিনি তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দার উপরে আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নে'মতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً. 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে। আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্‌গত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন ও আবার পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ। যেখানে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথসমূহে' *(নূহ ৭১/১৫-২০)*।

নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও যিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত' *(নূহ ৭১/৬-৯)*। কওমের সর্দাররা লোকদের ডেকে বলল, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً. খবরদার! 'তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নসর-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না'। 'তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে' *(নূহ ৭১/২১-২৩)*।

নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি ও তার জবাব

কওমের অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। যথাঃ (১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হ'লে তো ফেরেশতা হতেন। (২) আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা (৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না *(হূদ ১১/২৭)*। (৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী (৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। অতএব আপনাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি *(হূদ ১১/২৭)*।

৩৬. *বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।*
৩৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।*

জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য নূহ-এর দাওয়াতকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে কাফের নেতারা বলল, فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. 'এ লোক তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আসলে সে তোমাদের উপরে নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো একজন ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। তাছাড়া এ লোক যেসব কথা বলছে, তাতো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে কখনো শুনিনি'। 'আসলে সে একটা উন্মাদ বৈ কিছুই নয়। অতএব তোমরা এ ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ কর না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা কর' *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। 'তারা তাঁকে পাগল বলে এবং (প্রাণে মারার) হুমকি প্রদর্শন করে' *(ক্বামার ৫৪/৯)*।

আপত্তি সমূহের জবাবঃ

(১) গোত্রের নেতাদের উপরোক্ত আপত্তি ও অপবাদ সমূহের জবাবে নূহ (আঃ) বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ–

'হে আমার কওম! আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হ'তে স্পষ্ট দলীলের উপরে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হ'তে আমাকে রহমত দান করেন, আর সেসব থেকে যদি তোমাদের চক্ষু অন্ধ থাকে, তাহ'লে কি আমি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে পারি? *(হূদ ১১/২৮)*। একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবুওয়াত ও রিসালাত চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের জন্য তাঁর মনোনীত কোন মানুষকেই নবী করে পাঠিয়ে থাকেন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে। নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে বলেন,

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ–

'তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে ও তার ফলে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(আ'রাফ ৭/৬৩)*। আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তারা নূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। তখন আমরা তাকে ও তার নৌকারোহী সাথীদেরকে মুক্ত করি এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপকারীদের ডুবিয়ে মারি। বস্তুতঃ তারা ছিল জ্ঞানান্ধ' *(আ'রাফ ৭/৬৪)*।

মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে একদল লোক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'নূরের নবী' বলে পরোক্ষভাবে তাঁকে 'ফেরেশতা নবী' বানাতে চায়। এভাবে তারা বিগত যুগের কাফিরদের সন্দেহবাদের অনুসরণ করে মাত্র। অথচ আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ–

'যদি আমরা কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হ'ত। কিন্তু এতেও তারা ঐ সন্দেহই প্রকাশ করত, যা এখন করছে' *(আন'আম ৬/৯)*।

(২) তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে নূহ (আঃ) বলেন, وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ. 'আমি কোন (গরীব) ঈমানদার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার দীদার লাভে ধন্য হবে। বরং আমি তোমাদেরই মূর্খ দেখছি'। 'হে আমার কওম! আমি যদি ঐসব লোকদের তাড়িয়ে দেই, তাহ'লে কে আমাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে? আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন ভাণ্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়েবের খবর রাখি। একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা' *(হূদ ১১/২৯-৩০; শো'আরা ২৬/১১১-১১৫)*।

(৩) তৃতীয় আপত্তির জবাবে তিনি বলেন,

وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

'তোমাদের দৃষ্টিতে যারা দীনহীন-অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ কোনরূপ কল্যাণ দান করবেন না, এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ১১/৩১)*।

অতএব দুনিয়াবী প্রাধান্য মূলতঃ কোন প্রাধান্য নয়। পরকালীন উচ্চ মর্যাদাই হ'ল প্রকৃত মর্যাদা।

(৪) চতুর্থ আপত্তির জবাবে তিনি পয়গম্বরসুলভ উত্তর দিয়ে বলেন, قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ. 'হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। বরং আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আমি তোমাদের নিকটে আমার প্রভুর রিসালাত পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না' *(আ'রাফ ৭/৬১-৬২)*।

Contents

অতএব আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত তথা অহী-র বিধান পালন করা ও তা জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়াই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য- পিতৃধর্ম পালন করা নয়। বস্ত্ততঃ বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। আর সেকারণে প্রায় সকল নবীকেই স্ব স্ব জাতির নিকট থেকে চরম দুর্ভোগ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

(৫) অতঃপর নেতৃত্ব লাভের আশায় নূহ (আঃ) লোকদের নিকটে দাওয়াত দিচ্ছেন মর্মে তাদের পঞ্চম আপত্তির জবাবে তিনি স্পষ্টভাষায় বলে দেন যে,

وَيَا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ

'এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন মাল-দৌলত বা কোন বিনিময় কামনা করি না। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯; শো'আরা ২৬/১০৯; ইউনুস ১০/৭২)*।

বস্ত্ততঃপক্ষে সকল নবীই একথা বলেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর কওমের নেতারা যখন নেতৃত্ব গ্রহণের অথবা মাল-দৌলত গ্রহণের বিনিময়ে তাওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্য নিয়ে আগমন করেছি, তা পরিত্যাগ করব না' *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৭)*। তিনি গোত্র নেতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা এমন একটি কলেমা গ্রহণ করুন, যার বদৌলতে আপনারা আরব-আজমের নেতৃত্বের মালিক হবেন। আবু জাহল লাফিয়ে উঠে বলল, এমন হ'লে আমরা একটা কেন দশটা কলেমা বলতে রাযী আছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আপনারা বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' তাহ'লেই আপনারা সফলকাম হবেন'। নেতারা তখন তাচ্ছিল্যের সাথে হাত তালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা কি সমস্ত উপাস্য ত্যাগ করে মাত্র একজন উপাস্য গ্রহণ করব? এতো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার' *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ১১৩-১১৪; ছোয়াদ ৩৮/৫)*।

বস্ত্ততঃ শিরকের মধ্যে ছিল কুরায়েশ নেতাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি। ভক্তদের দেওয়া যাবতীয় নযর-নেয়ায যেমন তারা ভোগ করত, তেমনি বায়তুল্লাহ্র খাদেম ও সেখানে রক্ষিত দেব-প্রতিমা সমূহের সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সারা আরবের উপরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূলতঃ কা'বা গৃহই ছিল তাদের উচ্চ সম্মান ও দুনিয়াবী উন্নতির উৎস কেন্দ্র। সেকারণ মক্কা হ'তে সিরিয়া পর্যন্ত হাযার মাইল ব্যাপী ব্যবসায়িক সফরেও তাদের কাফেলা কখনো লুট হ'ত না। উল্লেখ্য যে, শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় দু'টি ব্যবসায়িক সফরের উপরেই কুরায়েশদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। এক্ষণে তারা যদি শিরক পরিত্যাগ করে এক আল্লাহ্র ইবাদতে রত হয় এবং সার্বিক জীবনে তাওহীদের বিধান অনুসরণ করতে শুরু করে, তাহ'লে তাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব সবই শেষ হয়ে যাবে। আর প্রধানতঃ একারণেই দূরদর্শী গোত্র নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করেনি।

শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন সহজলভ্য হয় বিধায় যুগ যুগ ধরে দুনিয়াপূজারী এক শ্রেণীর বকধার্মিক লোক মূর্তি, কবর ও মাযার নিয়ে পড়ে আছে। লোকেরা তাদেরকে আল্লাহ্র অলী ভাবে। অথচ ওরা মূলতঃ শয়তানের অলী। ইবরাহীম (আঃ) এদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন,

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ–

'হে প্রভু! এরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। এক্ষণে যারা আমার অনুগামী হয়েছে, কেবল তারাই আমার দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে (তাদের ব্যাপারে আপনিই সবকিছু), নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*। নিঃসন্দেহে যারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারী হবে, কেবল তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। যেহেতু 'শিরকপন্থীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*, সেহেতু শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারী লোকেরা এবং মুশরিক ব্যক্তিরা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করলেও ওরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতএব হে মানুষ! শিরক হ'তে সাবধান হও!!

নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে সাড়ে নয়শত বছরের সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। মূলতঃ এই সময় নূহ (আঃ)-এর কওম জনবল ও অর্থবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড ও পাহাড়েও তাদের আবাস সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্র চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিকে সাময়িকভাবে ঢিল দেন *(বাক্বারাহ ২/১৫)*। নূহের কওম সংখ্যাশক্তি ও ধনাঢ্যতার শিখরে উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নূহ (আঃ) তাদেরকে দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন *(নূহ*

Contents

৭১/৫-৯)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। কওমের নেতারা বলল,

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ–

'হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে' *(শো'আরা ২৬/১১৬)*। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো'আ করে বলতে থাকেন, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ– 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না' *(কুরতুবী সূরা নূহ)*।

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, ولم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح الا نبى قتل 'নিহত কোন নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী তার কওমের নিকট থেকে নূহের মত নির্যাতন ভোগ করেননি *(ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ)* বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন,

يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ–

'হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্র আয়াত সমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং এ ব্যাপারে আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না'। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'। 'কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...' *(ইউনুস ১০/৭১-৭৩)*। বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল কওমের দুরাচার নেতাদের প্রতি নূহ (আঃ)-এর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ সময় আল্লাহ পাক অহী নাযিল করে বলেন,

أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ–

'তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না' *(হূদ ১১/৩৬)*। এভাবে আল্লাহ্র অহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই ওরা যিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন,

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে' *(মুমিনূন ২৩/২৬)*। فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়ছালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদেরকে তুমি (ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/১১৭-১১৮)*। তিনি স্বীয় প্রভুকে আহ্বান করে বললেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ 'আমি অপারগ হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি এদের বদলা নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*। তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদ দো'আ করে বললেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا–

'হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি ওদের রেহাই দাও, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত' *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*।

বলা বাহুল্য, নূহ (আঃ)-এর এই দো'আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হ'ল এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারী মুক্তি পেলেন। বর্তমান পৃথিবীর সবাই তাদের বংশধর। আল্লাহ বলেন, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً– 'তোমরা তাদের সন্তান,

যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্তুতঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা' *(ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)*।

নূহের প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ

এ বিষয়ে সূরা হূদে পরপর ১২টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন, চূড়ান্ত গযব আসার পূর্বে আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বললেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ–

'তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর এবং (স্বজাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে) যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলো না। অবশ্যই ওরা ডুবে মরবে' *(হূদ ১১/৩৭)*। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার কওমের নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করত। নূহ তাদের বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি' *(৩৮)*। 'অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী গযব' *(৩৯)*। আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা হ'তে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল' *(৪০)*। 'নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রভু নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(৪১)*। 'অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে সরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না' *(৪২)*। 'সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হ'তে রক্ষা করবে'। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল' *(৪৩)*। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার আকাশ বন্যা বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হ্রাস পেল ও গযব শেষ হ'ল। ওদিকে জূদী পর্বতে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, যালেমরা নিপাত যাও' *(৪৪)*। 'এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী *(৪৫)*। 'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(৪৬)*। 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হ'তে আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও অনুগ্রহ না কর, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(৪৭)*। 'বলা হ'ল, হে নূহ! এখন (নৌকা থেকে) অবতরণ কর আমাদের পক্ষ হ'তে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সহকারে তোমার উপর ও তোমার সঙ্গী সম্প্রদায়গুলির উপর এবং সেই (ভবিষ্যৎ) সম্প্রদায়গুলির উপর- যাদেরকে আমরা সত্বর সম্পদরাজি দান করব। অতঃপর তাদের উপরে আমাদের পক্ষ হ'তে মর্মান্তিক আযাব স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১/৩৭-৪৮)*।

মাক্কী জীবনের চরম আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সূরা হূদ নাযিল করে আল্লাহ সেখানে যথাক্রমে নূহ, হূদ, ছালেহ, ইব্রাহীম, লূত্ব, শু'আয়েব ও মূসা প্রমুখ বিগত নবী ও রাসূলগণের ও তাদের সম্প্রদায়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন প্রথমে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা শেষে আল্লাহ বলেন, تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُـتَّقِينَ 'এটি গায়েবের খবর যা আমরা আপনার নিকটে অহী করেছি। যা ইতিপূর্বে আপনি বা আপনার সম্প্রদায় জানতো না। অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই' *(হূদ ১১/৪৯)*। বস্তুতঃ কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীবাসী সর্বপ্রথম বিগত যুগের এই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির খবর জানতে পেরেছে।

অন্যান্য বিবরণ

সূরা হূদে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াত সমূহে নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের নাতিদীর্ঘ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কুরআন তার বাকরীতি অনুযায়ী কেবল প্রয়োজনীয় কথাগুলিই বলে দিয়েছে। বাদবাকী ব্যাখ্যা সমূহ মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১) কিশতীঃ নূহ (আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। আর সেকারণেই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তুমি নৌকা তৈরী কর আমাদের চোখের সম্মুখে ও

Contents

আমাদের অহী অনুসারে' *(হূদ ১১/৩৭; মুমিনূন ২৩/২৭)*। এর দ্বারা বুঝা যায়. যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আঃ) নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে সরাসরি অহীর মাধ্যমে নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহায শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

একথা ধারণা করা মোটেই অমূলক হবে না যে, উক্ত নৌকা তৈরী করতে নূহ (আঃ)-এর বহুদিন সময় লেগেছিল। নৌকাটি অবশ্যই বিরাটায়তনের ছিল। যাতে মানুষ, পশু ও পাখি পৃথকভাবে থাকতে পারে। কিন্তু এজন্য নৌকাটি কয় তলা বিশিষ্ট ছিল, কি কাঠের ছিল, কত গজ লম্বা ও চওড়া ছিল, এসব কাহিনীর কোন সঠিক ভিত্তি নেই। নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরী করাকে পশুশ্রম ও নিছক পাগলামি বলে 'কওমের নেতারা নূহ (আঃ)-কে ঠাট্টা করত' *(হূদ ৩৮)*। এ ব্যাপরে নূহ (আঃ) বলতেন, তোমাদের ঠাট্টার জবাব সত্বর তোমরা জানতে পারবে *(হূদ ৩৯)*। দীর্ঘ দিন ধরে নৌকা তৈরী শেষ হবার পরেই আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়ছালা নেমে আসে এবং গযবের প্রাথমিক আলামত হিসাবে চুলা থেকে পানি বের হ'তে থাকে।

(২) তান্নুর ও তূফানঃ 'তান্নুর' বলা হয় মূলতঃ উনুন বা চুলাকে। এটি আজমী শব্দ, যাকে আরবী করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। সহজ-সরল অর্থে ইরাকের মূছেল নগরীতে অবস্থিত নূহ (আঃ)-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহের তুফানের সূচনা হয়। অর্থাৎ এটি ছিল প্লাবনের প্রাথমিক আলামত মাত্র *(কুরতুবী)*। 'তূফান' অর্থ যেকোন বস্তুর অত্যাধিক্য। প্লাবনকে 'তূফান' বলা হয় পানির আধিক্যের কারণে, যা সব কিছুকে ডুবিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাযার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে 'তূফান' (অর্থাৎ মহাপ্লাবন) গ্রাস করেছিল। আর তারা ছিল অত্যাচারী *(আনকাবূত ২৯/১৪)*। যদিও অনেকে এর নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার সবকিছুই ইস্রাঈলিয়াত এবং ভিত্তিহীন *(দ্রঃ কুরতুবী, হূদ ৪০ আয়াতের টীকা)*।

ভূতলের উত্থিত পানি ছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অবিরাম ধারে আকাশবন্যা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং চুলা উচ্ছ্বসিত হ'ল (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ পানিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল)- *(হূদ ৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ– وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ– تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ– وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ–

'তখন আমরা খুলে দিলাম আকাশের দুয়ার সমূহ প্রবল বারিপাতের মাধ্যমে' 'এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম নদী সমূহকে। অতঃপর উভয় পানি মিলিত হ'ল একটি পূর্ব নির্ধারিত কাজে (অর্থাৎ ডুবিয়ে মারার কাজে)'। 'আমি নূহকে আরোহন করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে'। 'যা চলত আমার দৃষ্টির সম্মুখে। এটা তার (অর্থাৎ আল্লাহ্র) পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল'। 'আমরা একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? *(ক্বামার ৫৪/১১-১৫)*। যে কারণে নূহ পুত্র 'ইয়াম' পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি *(হূদ ৪৩)*। ঐ সময় কোন কোন ঢেউ পাহাড়ের চূড়া হ'তেও উঁচু ছিল। অতঃপর প্লাবন বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলতে থাকে' *(হূদ ৪২)*।

২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সাগরতলে সংঘটিত ভূমিকম্পের সুনামিতে উত্থিত ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ নূহের তূফানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তূফানের আলামত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নূহ (আঃ)-কে হুকুম দেওয়া হ'ল, قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ 'জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও' *(হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)*। এর দ্বারা কেবল ঐসব প্রাণী বুঝানো হয়েছে, যা নর ও মাদীর মিলনে জন্মলাভ করে এবং যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পশু-পক্ষী।

এরপর নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তাঁর পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য ছিল বলে কুরআন উল্লেখ করেছে *(হূদ ৪০)*। কিন্তু সঠিক সংখ্যা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৩৮] প্লাবনে মুক্তিপ্রাপ্তদের 'সূমর' (سومر) জাতি বলা হ'ত। 'জূদী' পাহাড়ে গিয়ে নৌকা নোঙর করে *(হূদ ১১/৪৪)*। এ পাহাড়টি আজও ঐ নামেই পরিচিত। এটি নূহ (আঃ)-এর মূল আবাস ভূমি ইরাকের মূছেল নগরীর উত্তরে 'ইবনে ওমর' দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। বস্তুতঃ এটি একটি পবর্তমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক

৩৮. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ১১/৪০*।

Contents

অংশের নাম 'আরারাত' পর্বত। প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতীর ভগ্ন টুকরা সমূহ অনেকের কাছে সংরক্ষিত আছে। যা বরকত মনে করা হয় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যধিতে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, নূহের পুত্র কাফিরদের দলভুক্ত হওয়ায় মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু নূহের স্ত্রী সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি আগেই মারা গিয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর, হূদ ১১/৪০)*। তিনি গোপনে কুফরী পোষণ করতেন ও কাফিরদের সমর্থন করতেন। নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রী স্ব স্ব স্বামীর নবুওয়াতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে খেয়ানত করেছিল বলে স্বয়ং আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামবাসী হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১০)*। সম্ভবতঃ মহাপ্লাবনের সময় নূহের স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। সেকারণ গযবের ঘটনা বর্ণনায় কেবল পুত্র ইয়ামের কথা এসেছে। কিন্তু তার মায়ের কথা আসেনি।

নূহ (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষনীয় বিষয় সমূহঃ

১. প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সত্যতার বিরুদ্ধে যে পাঁচটি আপত্তি তোলা হয়েছিল, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যতার বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগগুলি তোলা হয়েছিল। শেষনবীর প্রকৃত দ্বীনী উত্তরাধিকারী হিসাবে সমাজ সংস্কারক মুত্তাক্বী আলেমগণের উপরে নবুওয়াতের বিষয়টি বাদে বাকী চারটি অভিযোগ যুগে যুগে উত্থাপিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

২. নূহ (আঃ) যেমন দীর্ঘকাল যাবত নিজ জাতির পক্ষ হ'তে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও তাদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হ'তেন না, প্রকৃত সমাজ হিতৈষী আলেম ও নেতাগণেরও তেমনি নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

৩. নবী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না থাকার কারণে নূহের স্ত্রী ও পুত্র যেমন নাজাত লাভে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি এ যুগেও হওয়া সম্ভব। কাফির ও মুশরিক সন্তান বা কোন নিকটাত্মীয়ের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা জায়েয নয়।

৪. ঈমানী সম্পদই বড় সম্পদ। আল্লাহ্র নিকটে ঈমানদারের মর্যাদা সর্বপেক্ষা বেশী। যদিও সে দুনিয়াবী জীবনে দীনহীন গরীব হয়।

৫. ঈমানহীন সমাজ নেতা ও ধনী লোকদের খুশী করার জন্য ঈমানদার গরীবদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে না।

৬. মৃত নেককার মানুষের অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট মূর্তিপূজার শিরক বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম শিরক। এই শিরকের কারণেই নূহের কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। তাই যাবতীয় প্রকারের শিরক থেকে তওবা করা কর্তব্য। সাথে সাথে এই মহাপাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য আলেমদের এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের এগিয়ে আসা যরূরী।

৭. সমাজ নেতাদের পথভ্রষ্টতার কারণেই দেশে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে। অতএব তাদেরকেই সবার আগে হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

৮. বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার সাথে সাথে সাধ্যমত বাস্তব প্রচেষ্টা চালাতে হয়। যেমন নূহ (আঃ) প্রথমে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। অতঃপর গযব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে নৌকা তৈরী করেন।

৯. আল্লাহ পাক স্বীয় অহী দ্বারা বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পকর্মের সূচনা করেছেন, যেমন আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে কৃষিকর্ম ও চাকার প্রচলন করেছেন এবং নূহ (আঃ)-এর মাধ্যমে জাহায শিল্পের সূচনা করেছেন।

১০. দুনিয়াবী জৌলুস সত্ত্বেও যালেমরা সর্বযুগেই নিন্দিত ও ধিকৃত হয়। পক্ষান্তরে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সর্বযুগে নন্দিত ও প্রশংসিত হন।

১১. কিসে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত রয়েছে, মানুষ নিজে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাকে সর্বদা আল্লাহ্র রহমতের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাই 'আল্লাহ্র অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত এবং চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

১২. পূর্বতন সকল নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত। মানুষের সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইক্বামতে দ্বীন।

১৩. আল্লাহ স্বীয় নেককার বান্দাগণের পক্ষে তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন এবং নেক বান্দাদের মুক্ত করেন। যেমন নূহের শত্রুদের থেকে আল্লাহ বদলা নিয়েছিলেন এবং নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের মুক্ত করেছিলেন।

১৪. ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম তোহমত ছিল এই যে, তারা হ'ল সমাজের দীনহীন ও স্বল্পবুদ্ধির লোক (هم أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأى)। এ যুগেও তার ব্যতিক্রম নয়।

১৫. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের গালমন্দ খেয়েও সমাজ ত্যাগ করেন না। কিন্তু তাঁরা বদ দো'আ করলে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে।

[চলবে]

আত-তাহরীক-এর E-mail ঠিকানা পরিবর্তন

ডিসেম্বর '০৮ থেকে মাসিক **আত-তাহরীক**-এর E-mail ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত নতুন ঠিকানা হচ্ছে- editor@at-tahreek.com

-সহকারী সম্পাদক।

Contents

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বৈষম্য : ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নির্দেশিকায় কতিপয় নতুন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রধানতম ব্যবস্থা মাদরাসা শিক্ষাবিরোধী মহল বরাবরই সমমানের বিরোধিতা করে আসছিল। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সুকৌশলে মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংসের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বিস্তার করছে। এরই অংশ হিসাবে দেশের শিক্ষানীতি, সংবিধান, বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী নতুন শর্তারোপ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ কোন কমিটির মাধ্যমে এ শর্তের বিষয়টি অনুমোদিত হওয়া তো দূরের কথা কোন বৈধ কমিটিতে উত্থাপিতও হয়নি। সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও ডীনস কমিটিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে নিরেট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এসব অবৈধ শর্তারোপ করা হয়েছে। মেধার মূল্যায়ন না করে কেবল ধর্ম বিদ্বেষের কারণেই এ জাতীয় বৈষম্যমূলক নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছে একটি চিহ্নিত মহল। প্রগতির দাবীদার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সব সময় আধুনিক শিক্ষার কথা বললেও আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ বিষয়ে আলোচ্য নিবন্ধে আমরা আলোচনার প্রয়াস পাব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নতুন শর্তঃ

বাংলা, ইংরেজী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে ২০০ নম্বর থাকা আবশ্যক করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলা বিভাগে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির জন্য ২০০ নম্বরের ইংরেজী থাকা আবশ্যক ছিল। মাদরাসার দাখিল ও আলিম পর্যায়ে যেহেতু বাংলা ও ইংরেজী ১০০ নম্বরের পড়ানো হয়, সেহেতু ঐ তিনটি বিভাগে মাদরাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মাদরাসা ছাত্রদের অনেকে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য দাখিল পাশের পর কলেজে ভর্তি হ'ত। কেউবা মাদরাসায় আলিম পর্যায়ে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক ইংরেজী পড়ার পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী নির্বাচন করত। ফলে দাখিল পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ইংরেজী পড়ার সুযোগ না পেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত মোতাবেক আলিম ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ইংরেজী পড়ে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ঢাবির ঐসব বিষয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। মাদরাসা ছাত্রদের এ সুযোগটুকুও বন্ধ করার হীন মানসে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নির্দেশিকায় অযৌক্তিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিকের সাথে মাধ্যমিক পর্যায়েও বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বরের শর্তারোপ করা হয়েছে। এবার বাংলা, ইংরেজী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাথে আরো ৪টি বিভাগে ভর্তি হ'তে উক্ত শর্তারোপ করা হয়েছে। নতুন এ শর্তের ফলে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা কোন মতেই এসব বিষয়ে ভর্তি হ'তে পারবে না। কারণ মাদরাসায় দাখিল পর্যায়ে বাংলা-ইংরেজীতে ১০০ নম্বরের বেশী পড়ার সুযোগ নেই। অপরদিকে আলিম পর্যায়ে ঐচ্ছিক ইংরেজী সহ ২০০ নম্বর ইংরেজী পড়ার সুযোগ থাকলেও ২০০ নম্বরের বাংলা পড়ার সুযোগ নেই। বিধায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে ভর্তি হ'তে চাইলে আগামীতে মাদরাসা ছাত্রদের নবম শ্রেণী থেকেই মাদরাসা ছেড়ে স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

নয়া শর্তে মানবাধিকার লংঘন :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ২৬ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'উচ্চশিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে'। এ মূলনীতি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে মেধা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সমান সুযোগ সকলের জন্য অবারিত থাকতে হবে। আর দেশের সকল মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখাই দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ বা অনৈতিক ও অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দিয়ে কারো উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দুয়ার বন্ধ করে দেয়া মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। ঢাবি আরোপিত নয়া ভর্তি শর্তাবলীতে মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে মানবাধিকারের লংঘন করা হয়েছে।

নতুন শর্ত সংবিধান পরিপন্থী :

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন'। ১৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'। অন্যদিকে সকল নাগরিকের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। ২৮ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরোপিত নতুন শর্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংবিধানের উপরোক্ত ধারাগুলির সুস্পষ্ট লংঘন করেছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলীলের প্রতি বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে অনৈতিক ও অযৌক্তিক শর্তারোপ করে জাতির এক বৃহদংশকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে একটি কুচক্রী মহল। দেশের সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে কোন আইন প্রণয়ন ও শর্তারোপের মাধ্যমে কারো অধিকার হরণ বা কারো প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস সংবিধানের লংঘন ও পরিপন্থী কি-না তা সরকারকেই নির্ণয় করতে হবে। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধান, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা ও সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত সংবিধান দেশের সকল নাগরিকের জন্য মেনে চলা আবশ্যক। কিন্তু সে সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করার ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন দেশদ্রোহীতার শামিল কি-না সেটাও জাতির সামনে স্পষ্ট করতে হবে। এসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের যথাযথ বিচার না হ'লে ভবিষ্যতে আরো নগ্নভাবে সংবিধান লংঘন ও দেশদ্রোহীতার ঘটনা ঘটবে। তাই সরকারকে সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের মধ্যে আলিম ও উচ্চ মাধ্যমিককে সমমান দেয়া হয়েছে। সুতরাং মাদরাসা ছাত্রদের জন্য ঢাবির কোন বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকতে পারে না, যদি তাদের ভর্তির যোগ্যতা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ বলে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় চলে, সেহেতু তার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লে তাও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। মাদরাসা ছাত্রদের ভর্তি বন্ধে গৃহীত শর্ত এ অর্ডারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ চলে আর 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' সংসদে পাস হওয়া একটি বিধি। সেহেতু সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন নিয়ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বডিই করতে পারে না। এ যুক্তিতে মাদরাসা ছাত্রদের ভর্তি রোধে নতুন কোন শর্তারোপ করাও অসাংবিধানিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, দেশের উচ্চশিক্ষিত নাগরিক তৈরির আকর। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে আসবে এমন কিছু নাগরিক যারা হবে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার, যারা হবে দেশ, জাতি ও সংবিধানের সংরক্ষক, যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযতকারী। কিন্তু এ শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের দ্বারাই যদি দেশের সংবিধান লংঘিত হয়, তাহ'লে তাদের কাছ থেকে ছাত্ররা কি শিক্ষা পাবে? শিক্ষার্থীরা তাদের নিকট কি আদর্শ শিখবে?

নতুন শর্তারোপ আইনী এখতিয়ার বহির্ভূত :

এদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামান্য অবদান রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে জাতির সামনে সর্বদা দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উক্ত সুনাম-সুখ্যাতি নস্যাতের সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে একটি মহল। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩' প্রণীত হয়। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ত্বশাসন ও উচ্চ শিক্ষায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় এ অধ্যাদেশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ দেশের সচেতন নাগরিক মহল কর্তৃক সমাদৃত হয়। এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী বা কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাধী

নতার কবল থেকে মুক্ত করা এবং যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ হাছিলের পথ রোধ করা। বলা বাহুল্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ (পিও নং ১১) অনুসারে। আর এ অধ্যাদেশের পার্ট-১ এর অনুচ্ছেদ ৪৬ অনুসারে 'একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভর্তি কমিটি গঠন করবে। এ ভর্তি কমিটি মূলতঃ ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয় করে শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ

প্রণয়ন করবে'। অথচ এবার বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির যোগ্যতার শর্তারোপ করা হয়েছে। যা শর্তারোপের বৈধতাকেই নাকচ করে দেয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুসারে প্রতিটি বিভাগে গঠিত একাডেমিক কমিটি ঐ বিভাগ সংক্রান্ত বিধিবিধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করে ফ্যাকাল্টি তথা ডীন বরাবর পাঠাবে। আদেশের অধ্যায় ৮(৪)-এ সুস্পষ্টরূপে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, The functions of the commitees shall be to make recommendations to the Faculty on the following matters: (i) Course of study, (ii) Syllabuses including list of recommanded books, (iii) Correlation between related courses of studies, (iv) The panel of examination of various Examination. অর্থাৎ 'কমিটির কাজ হবে ১. কোর্স প্রণয়ন ২. পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ৩. কোর্সগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ৪. পরীক্ষা কমিটি গঠন'। এ ধারায় দেখা যায়, বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ভর্তি সংক্রান্ত কোন নিয়ম বা শর্তারোপ করার কোন এখতিয়ার নেই। এমনকি এ বিষয়ে কোন সুপারিশ করার ক্ষমতাও একাডেমিক কমিটিকে দেয়া হয়নি। ফলে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়ে ভর্তি নির্দেশিকায় শর্তারোপ করা এখতিয়ার বহির্ভূত জঘন্য স্বেচ্ছাচার।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মনীতি একাডেমিক কাউন্সিল তৈরি করলেও তারা কখনোই ইউনিভার্সিটি অর্ডারের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পাশ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের অনুচ্ছেদ ৬-এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, The University shall be open to all persons of either sex and of whatever religion race, creed, class or colour. অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয় সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সুতরাং মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২০০ নম্বরের ইংরেজী ও বাংলা পড়ে আসার ব্যাপারে ৭টি বিভাগে নতুন শর্তারোপের সিদ্ধান্তটি অর্ডারের ৬নং ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ। অর্ডিন্যান্সের ৬ নং অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে, একাডেমিক কাউন্সিলে ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতি ব্যতীত কোরাম হয় না। আর নতুন আরোপিত শর্তের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তার কোন রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি কোন ফোরামে বা বৈঠকে পাস হয়েছে তারও কোন রেকর্ড নেই।

জানা যায়, এসএসসি ও এইচএসসিতে ২০০ নম্বর করে বাংলা ও ইংরেজী পড়ার নতুন শর্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটিতে অনুমোদিত হয়নি। বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী উক্ত শর্ত আরোপ করা হয়। কেননা কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভা হয় ২০ সেপ্টেম্বর। অপরদিকে চেয়ারম্যানদের নিয়ে সভা হয় ২৩ সেপ্টেম্বর। আর ২৩ সেপ্টেম্বরের সভায় নতুন আরোপিত শর্তগুলো প্রস্তাব আকারে চেয়ারম্যানরা উপস্থাপন করেছিলেন। ঐ প্রস্তাবই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অফিস থেকে ভর্তি নির্দেশিকায় সংযোজন করা হয়েছে। সুতরাং আইনী এখতিয়ার বহির্ভূত এসব শর্ত জুড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক স্বৈরাচারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এভাবে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার বা অপব্যবহার সভ্য জগতের কোন মানুষের কাজ হ'তে পারে না। মানুষ জন্মগতভাবে Moral being বা নৈতিক প্রাণী। তার মধ্যে নৈতিকতা আছে বলেই সে সৃষ্টির সেরা। আর শিক্ষা মানুষের নৈতিকতাকে আরো উন্নত করে, শানিত করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ভর্তি নির্দেশিকায় ভর্তির নতুন শর্তারোপ করে কতটুকু নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই আমাদের প্রশ্ন? যারা এরূপ কাজ করতে পারেন তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিখবে?

যৌক্তিকতার বিচারে আরোপিত নতুন শর্তাবলী :

বাংলাদেশ সরকার মাদরাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ও ইংরেজীর সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন ১০০ নম্বর করে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বর থাকতে হবে। সুতরাং সরকার প্রণীত মাদরাসা সিলেবাসের বিরোধী এই শর্তে অযৌক্তিক ও একগুঁয়েমি মনোভাব এবং মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলা-অবজ্ঞার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

মাদরাসা বোর্ডের সিলেবাসে বাংলা ও ইংরেজীতে ১০০ নম্বর করে থাকলেও এর বিষয়বস্তু ও পরিধি ২০০ নম্বরের চেয়ে কম নয়। নম্বরের দিক দিয়ে কম হ'লেও স্কুল-কলেজের ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজীর সিলেবাসে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত, মাদরাসার বাংলা ও ইংরেজীতে

ঐসব বিষয়ই রয়েছে। তাছাড়া ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী পড়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করছে, ১০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী পড়ে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যদি সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে তাহ'লে তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। অথচ অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দিয়ে মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে একটি মহল।

নতুন শর্তারোপের নেপথ্য কারণ :

উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারা প্রচলিত। একটি মাদরাসা শিক্ষা বা দ্বীনি শিক্ষা ও অন্যটি সাধারণ শিক্ষা বা ইংরেজী শিক্ষা। বাংলাদেশেও এই দুই ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের একটি বৃহদংশ মাদরাসা শিক্ষিত। জাতিকে উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হ'লে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজকে মূল্যায়ন করতে হবে। এদের কোন অংশকে অবজ্ঞা, অবহেলা করা হ'লে, কোন অংশ বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে পিছনের সারিতে থেকে গেলে প্রকারান্তরে তা হবে জাতিকেই পশ্চাদপদ করা। কিন্তু সে কাজটিই হচ্ছে এদেশের তথাকথিত কতিপয় বুদ্ধিজীবীর স্থুল বুদ্ধির কল্যাণে! দেশের দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়নি; বরং এ দু'ধারার মধ্যে পার্থক্য জিইয়ে রাখা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা দেশের প্রচলিত সকল আইন-কানূন মেনেই পরিচালিত হচ্ছে। যুগোপযুগী করতে সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ফাযিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্স-এর সমমান দেয়া হয়েছে এবং মানের তারতম্য ঘোচানের লক্ষ্যে ফাযিল ও কামিল মাদরাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের মাদরাসা শিক্ষিত লাখো তাওহীদী জনতার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। মাদরাসা শিক্ষিতের হার বেড়ে চলেছে। দেশের বড় বড় পদে তারা আসীন হচ্ছে। ফলে মাদরাসা শিক্ষিতদের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা রোধ করতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির তল্পি বাহকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা মাদরাসা শিক্ষিতদের জন্য বন্ধ করার পাঁয়তারা করছে।

মাদরাসা ছাত্রদের ভর্তি বন্ধে গৃহীত ষড়যন্ত্রের পিছনে কুচক্রীমহলের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে মাদরাসা ছাত্রদের আসীন হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা। কেননা মাদরাসা শিক্ষিত অনেকেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে, বিসিএস সহ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী বিভিন্ন উচ্চপদে চাকুরী করছে, বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছে অনেকে, অনেকে নিজের মেধা ও যোগ্যতা বলে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অংশ নিচ্ছে। এটাই ইসলামবৈরী শক্তির গাত্রদাহের মূল কারণ। ব্যক্তিগতভাবে কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শত বাধা উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাই মাদরাসা ছাত্রদের অপরাধ। বিভিন্ন বিভাগে মাদরাসা ছাত্রদের ব্যাপকভাবে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা, শিক্ষা ও কর্মজীবনে ধারাবাহিক সাফল্যই আজ তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বিরোধীদের মুখে চুনকালি দিয়ে নিজেদের যোগ্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপনই হয়েছে তাদের বড় নির্গুণতা।

২. এদেশের মানুষকে মাদরাসা শিক্ষা বিমুখ করা। কেননা মাদরাসা শিক্ষিতরা উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত হ'লে তারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মসংস্থান লাভের সুযোগ হারাবে। অর্থনীতিতে তারা পিছিয়ে পড়বে। তখন তারা হবে দেশ ও জাতির জন্য বোঝা। ফলে এসব মাদরাসা শিক্ষিতদের মৌলভী, হুজুর, মোল্লা, মুন্সী বলে গালি দিয়ে তাদের মন যেমন মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে সক্ষম হবে, তেমনি অভিভাবকদেরকেও বুঝাতে পারবে যে, মাদরাসায় পাঠিয়ে ছেলে-মেয়েকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর শিক্ষা না দিয়ে স্কুল-কলেজে পাঠাও, তাহ'লে তারা সচ্ছল জীবন-যাপনের পথ খুঁজে পাবে। ৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করা। মাদরাসার ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত হ'লে জাতির নেতৃত্ব দানের সুযোগ পাবে না। এতে দেশ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত থাকবে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে তথাকথিত প্রগতিশীলরা। সুতরাং মাদরাসা শিক্ষিতরা যাতে তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তাই সুপরিকল্পিতভাবে তাদেরকে পিছিয়ে রাখার জন্য এ অপচেষ্টা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য: ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণ, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণ ও পশ্চাদপদ মুসলমানদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অবহেলিত মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব

Contents

আলী চৌধুরী, নওয়াব আব্দুল লতীফ চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। চরম অর্থ সংকটে থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় শুধু এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে ঢাকার নবাব পরিবার তাদের নবাবী বন্ধক রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল গঠনে উদ্যোগী হয়। মুসলিম নবাব, জমিদারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর জমিদারী বিক্রির পয়সায় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মুসলিমদের অগ্রসর করার জন্য ও মুসলিম জাতির স্বার্থ রক্ষাই ছিল যার উদ্দেশ্য, আজ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা দেশের মাদরাসা শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। সে সময়ে যারা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ঠাট্টা করে মনের ঝাল ঝেড়েছিল, তাদের উত্তরসূরীরা এখন একে শান্তি নিকেতন বানাতে তৎপরতা চালাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় একটি মহল চরম বিরোধিতা করেছিল। মুসলমানরা যাতে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হ'তে না পারে তজ্জন্য ১৯১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর পরই ঐ মহল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে প্রতিবাদ সভা করেছিল। সে সময়ে এমন কথাও উঠেছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে আভ্যন্তরীণ বঙ্গবিভাগের ন্যায়। ভারতের রাশবিহারী ঘোষ সে সময় বলেছিল, পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক মুসলমান কৃষক, তাই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাদের কোন উপকারে আসবে না।[১] ঢাকার উকিল লাইব্রেরীতে প্রতিবাদসভা করে ত্রৈলোকনাথ বসু বলেছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে শিক্ষায় অবনতি হবে। সুতরাং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার নেই। সিলেটের বিপেন চন্দ্রপাল পূর্ববঙ্গে বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচীর বিরোধিতা করেন। ঐ সময়কার বিরোধীরা শ্রেণী বৈষম্যের অজুহাতে সোচ্চার হয়েছিল। আর বর্তমান বিরোধীরা প্রগতির সাইনবোর্ড লাগিয়ে ময়দানে নেমেছে। সুতরাং বর্তমান এ প্রগতিবাদীরা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধীদের উত্তরসূরী তা বলাই বাহুল্য।[২]

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন যৌক্তিক দাবী ও গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের সাথে আলোচনা করে তার শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাউকে উচ্চশিক্ষা হ'তে বঞ্চিত করার মানসিকতা দেশ ও জাতির জন্য শুভফল বয়ে আনবে না। মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ত্রুটি থাকলে তাকে যুগোপযুগী ও আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে দেয়া যেতে পারে, যেরূপ ইতিপূর্বে কারিগরি বোর্ডকে দেয়া হয়েছিল। সেই সাথে প্রয়োজনে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। সুতরাং এসব বিষয়ে সরকারকে সুপরামর্শ না দিয়ে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন শর্ত আরোপ করে জাতির এক বৃহদংশকে উচ্চ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টা দেশ ও জাতি ধ্বংসের নামান্তর। এটা কারো কাম্য নয়।

এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম, এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গৃহীত যেকোন ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এদেশের আপামর মুসলিম জনতা সদা সোচ্চার একথা ইসলামবৈরী শক্তির মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুরআন নির্ধারিত উত্তরাধিকারী আইন পরিবর্তন করে সম্পত্তি বণ্টনে নারীকে পুরুষের সমান অংশ প্রদান, এনজিওদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাতিলের অপচেষ্টা, বিমানবন্দরে লালন ভাস্কর্য নির্মাণ, মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বন্ধে নতুন শর্তারোপ, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দ স্থগিতকরণ সব একই সূত্রে গাঁথা। এসব বিদেশী প্রভুদের নীলনকশা বাস্তবায়নে তাদের এদেশীয় এজেন্টদের প্রচেষ্টা। এদেশের মানুষ ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে, তা সমৃদ্ধ করতে ও লালন করতে সবসময় সোচ্চার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় সদা তৎপর। সুতরাং ইসলামবৈরী শক্তির এদেশীয় দোসরদের সাবধান হ'তে হবে, বন্ধ করতে হবে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত; নইলে দেশের যেকোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তদেরকেই দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

সেই সাথে এদেশের সচেতন তাওহীদী জনতাকে বলব, ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্য শক্তির দোসররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। তাদেরকে মুকাবিলা করতে নিজেদের মেধা, মনন, বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সহিংসতার পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদেরকে অধিকার আদায় ও বাতিল প্রতিহত করতে তৎপর হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

---

১. *মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ইফাবা, ১৯৮৭), পৃঃ ১৩৬।*

২. *ইনকিলাব, ২২ অক্টোবর, '০৮, পৃঃ ১৪।*

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৮ ১২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

[শেষ কিস্তি]

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক তিন প্রকার :

(১) আশ-শিরক ফিররুবূবিইয়াহ (الشرك في الربوبية):

আশ-শিরক ফিররুবূবিইয়াহ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গায়েবের খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও গায়েবের খবর জানতেন না *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

'বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*।

তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা, ভবিষ্যতের প্রবক্তা হিসাবে বিশ্বাস করা, বিপদ-আপদে কোন মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা, স্মরণ করা, অন্যের নামে যিকর ও ধ্যান করা ইত্যাদি সরাসরি শিরক।

আল্লাহ আমাদের সহ পৃথিবীর সকলকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিচ্ছেন এবং লালন-পালন করছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা পরহেযগারিতা অর্জন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করেছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থাপন কর না' *(বাক্বারাহ ২/২১-২২)*। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইনদাতা, সন্তানদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা শিরক।

বস্তুতঃ পরকালে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'কার ক্ষমতা রয়েছে যে, সে সুপারিশ করে আল্লাহ্‌র নিকটে তার অনুমতি ব্যতীত? *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। কাজেই পীর-আউলিয়ার নিকট সুপারিশের জন্য যাওয়া, তারা সুপারিশ করতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা এবং তাদের সুপারিশে মুক্তি পাওয়ার ধারণা পোষণ করা শিরক। অনুরূপ মাযারে এই ধারণা নিয়ে যাওয়া যে, যিনি কবরে শুয়ে আছেন তিনি মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন, কাউকে সন্তান দিতে পারেন, চাকরির উন্নতি, বিপদ থেকে রক্ষা ও রোগ মুক্তি করতে পারেন। তিনিই পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করবেন। এ সমস্ত বিশ্বাস ও কর্ম আশ-শিরক ফিররুবূবিয়াহ এর অন্তর্ভুক্ত।

নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে বিয়ে-শাদী না করানো, কোথাও যাত্রা না করা, হোঁচট খেলে পিছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা শুভ নয় বলে মন্তব্য করা ও সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা শিরক।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও বিধানদাতা মনে করা শিরক। কারণ সৃষ্টির যাবতীয় আইন ও বিধান প্রদানের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র। আল্লাহ বলেন, 'সাবধান সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুমও তাঁর' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। কাজেই কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিধানদাতা মনে করা, আইনের উৎস বলে বিশ্বাস করা শিরক।

(২) আশ-শিরক ফিল উলূহিইয়াহ (الشرك فى الألوهية):

ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম আশ-শিরক ফিল উলূহিইয়াহ বা ইবাদতে শিরক। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদত হ'তে হবে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত। শিরকমুক্ত ইবাদত করা বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না' *(নিসা ৪/৩৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমার রব চূড়ান্তভাবে ফায়ছালা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত কর না' *(বনী ইসরাঈল ২৩)*।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র কী হক্ব রয়েছে, আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দাদের কী হক্ব রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র হক্ব এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দাদের হক্ব এই যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না'।[১]

তাই ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপনীয় যে কোন ইবাদতই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে বা অন্যের জন্য সম্পন্ন করলে আশ-শিরক ফিল উলূহিইয়াহ বা ইবাদতের মধ্যে শিরক হবে। ইবাদতে শিরক দু'প্রকার:

---

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৪।*

(ক) বড় শিরক :

বড় শিরক হ'ল :

وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله.

'ইবাদতের প্রকারগুলোর কোন একটি প্রকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা'। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দো'আ করা, সিজদা করা, মানত করা, মৃত ব্যক্তি, জিন কিংবা শয়তানের প্ররোচনাকে ভয় করা যে, এগুলি ক্ষতি করবে বা অসুস্থ করে দিবে। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা ও কিছু প্রত্যাশা করা ইত্যাদি।

বড় শিরকের হুকুম :

বড় শিরক মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর সে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে সর্বদা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।[২]

উল্লেখ্য, বড় শিরক কয়েক প্রকার হ'তে পারে। যেমন-

দাওয়াত বা আহ্বানে শিরক :

বিপদ-আপদে আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে ডাকা এ ধরনের শিরক। মক্কাবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ.

'যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদের মুক্তি দিয়ে স্থলে নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে' *(আনকাবূত ২৯/৬৫)*।

আনুগত্যে শিরক :

আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কারো জন্য আনুগত্য প্রকাশ করা। ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আলেমদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল মাত্র একজন উপাস্যের (আল্লাহর) ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন (হক্ব) মা'বূদ নেই। তারা যার সাথে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

ভালবাসায় শিরক :

মুমিনদের ভালবাসা হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আল্লাহ্র ন্যায় ভালবাসা শিরক। আর ভালবাসার প্রকৃত নিদর্শন হ'ল আদেশ-নিষেধকে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُوْنِ اللّهِ أَنداداً يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

'মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সমকক্ষ ধারণ করে তাদেরকে আল্লাহ্র মতই ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

(খ) ছোট শিরক :

যেসব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয় সেসব কথা ও কাজকে ছোট শিরক বলে। যেমন- সৃষ্টির ব্যাপারে এমনভাবে সীমালংঘন করা, যা ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ছোট শিরক মানুষকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে না। কিন্তু তাওহীদের ঘাটতি করে। আর উহা বড় শিরকের একটি মাধ্যম।

ছোট শিরক দুই প্রকার :

(এক) প্রকাশ্য শিরক : উহা কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কথার শিরক হ'ল: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী অথবা শিরক করল'।[৩] অথবা বলা যে, আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন, আল্লাহ এবং উমুক ব্যক্তি যদি না থাকত তাহ'লে বিপদ হ'ত বলে আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করা। কুতায়লা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা একজন ইহুদী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আপনারাও আল্লাহ্র সাথে শিরক করে থাকেন, কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله وشئت 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন'। আপনারা আরো বলে থাকেন, والكعبة বা কা'বার কসম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মুসলিমদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করবে তারা যেন বলে, ورب الكعبة বা কা'বার রবের কসম। তারা যেন বলে, ماشاء الله ثم شئت 'আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন, একথা বলে'।[৪]

কাজের শিরক হ'ল- বিপদ দূর করার জন্য সূতা ও কড়া ব্যবহার করা, বদনযর থেকে বাঁচার জন্য তা'বীয-কবজ ঝুলানো। যখন কোন ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে, এই সকল বস্তু বালা-মুছীবত দূর করার মাধ্যম, তখন এটি হবে শিরকে আছগার বা ছোট শিরক।[৫]

(দুই) গুপ্ত শিরক :

গুপ্ত শিরকের উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء فى ظلمة الليل.

২. *ডঃ সালেহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, কিতাবুত তাওহীদ (ঢাকা: মসজিদ কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, ২০০১), পৃঃ ১০।*

৩. *তিরমিযী, হা/১৫৩৫, রিয়াযুস ছালেহীন হা/১৭১৯।*

৪. *নাসাঈ, হা/৩৭৭৩, হাদীছ ছহীহ।*

৫. *কিতাবুত তাওহীদ, পৃঃ ১১।*

Contents

'এ উম্মতের শিরক রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিপড়ের পদচারণার চেয়েও গুপ্ত বা সূক্ষ্ম'।[৬]

আর এ ধরনের শিরক হ'ল- ইচ্ছা ও নিয়তের দ্বারা। যেমন লোক দেখানো ও সুখ্যাতি বা সুনামের জন্য কোন কাজ করা। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এমন আমল করে যার দ্বারা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আশা করে। যেমন, সে সুন্দর করে ছালাত আদায় করে অথবা ছাদাক্বা করে যেন মানুষ তার প্রশংসা ও সুনাম করে। অথবা জোরে জোরে যিকির-আযকার করে আর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করে যেন মানুষ তার প্রশংসা করে।[৭] এ ধরনের আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হ'ল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বাতিল বলে গণ্য' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ اَلرِّيَاءُ.

'আমি তোমাদের প্রতি সবচেয়ে ভীতিপ্রদ যে বস্তুর ভয় করছি, তা হ'ল শিরকে আছগর বা ছোট শিরক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি উত্তরে বললেন, লোক দেখানো আমল।[৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ فَقُلْنَا بَلَى: قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلشِّرْكُ الْخفِىُّ، يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ، فَيَزِيْدُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

'আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের খবর দিব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ দাজ্জাল থেকেও। অধিক আশংকাজনক (রাবী বলেন) আমরা বললাম অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি বললেন, সেটি হ'ল 'শিরকে খফী' বা গুপ্ত শিরক। একজন লোক এ কারণে ছালাতকে দীর্ঘ করে যে, তার ছালাত আদায় করা কেউ লক্ষ্য করছে'।[৯]

৬. *ছহীহুল জামে ৩/২৩৩।*
৭. *কিতাবুত তাওহীদ, পৃঃ ১২।*
৮. *আহমাদ, তাবরানী, বাগাভী, শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'লোক দেখানো ও নাম কুড়ানো' অনুচ্ছেদ।*
৯. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩৩৩ 'লোক দেখানো ও নাম কুড়ানো' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

أما الشرك فى الإرادات والنيات فذلك البحر الذى لاساحل له وقل من ينجوا منه فمن أراد بعمله غير وجه الله نوى شيئًا من غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد شرك فى نيته وإرادته.

'ইচ্ছা এবং নিয়তের শিরক কুল কিনারাহীন সাগর। আর খুব কম সংখ্যক লোক এ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু পেতে চায় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিয়ত করে ও তা থেকে বিনিময় চায়, সে তার নিয়ত ও ইচ্ছায় শিরক করল'।[১১]

লোক দেখানো আমল দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন কোন উপকার হবে না এবং আল্লাহকেও পরকালে সিজদা করতে পারবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

'আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী সেখানে সিজদা করবে। বাকী থাকবে ঐসব লোক যারা দুনিয়ায় সেজদা করত লোক দেখানো ও নাম কুড়ানোর জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একক তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[১২]

(৩) আশ-শিরক ফিল আসমা ওয়াছ ছিফাত (الشرك فى الأسماء والصفات) :

এই শিরক হ'ল আল্লাহ্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সৃষ্টির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা। যেমন এ ধরনের কথা বলা যে, আল্লাহ্র পা আমাদের পায়ের মত, আল্লাহ্র চেহারা অমুকের চেহারার মত ইত্যাদি। আল্লাহ্র কোন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তাঁর কোন সৃষ্টির আছে বলে মনে করা। আল্লাহ্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ব্যবহার করা। যেমন আমরা আল্লাহকে একমাত্র গাওছ বা ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করি। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গাওছ বলা এ জাতীয় শিরক। আল্লাহ্র যেসব গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলো মানুষের রাখা ঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

১০. *আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়া আশ-শাফী, পৃঃ ১৫।*
১১. *ছহীহ বুখারী, হা/৪৯১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫৪২ 'হাশর' অনুচ্ছেদ।*

Contents

اَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ.

'আল্লাহর নিকট ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হবে যে ব্যক্তি তার নাম রেখেছে মালিকুল আমলাক বা রাজ্যসমূহের মালিক'।[১২]

তাই আল্লাহ্র গুণবাচক নাম রাখার ক্ষেত্রে আবদ বা বান্দা উল্লেখ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র নাম الرحمن। বা দয়াময়। কারো নাম রহমান রাখা যাবে না; বরং عبد الرحمن। বা দয়াময়ের বান্দা রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও এজাতীয় কিছু নামের পরিবর্তন করেছিলেন। আবু শুরাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাকে আবুল হাকাম নামে ডাকা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'আল্লাহই তো হাকাম (চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী)। তাঁর দিকেই সকল হুকুম ফিরে যায়। সুতরাং তোমরা আবুল হাকাম নামে কুনিয়াতী নাম রেখো না। তখন তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তারা আমার কাছে আসত, আমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিতাম। এতে উভয় পক্ষই খুশি হ'ত। তিনি বললেন, কতইনা উত্তম! তোমার কোন সন্তান আছে কি? আমি বললাম, শুরাইহ, মুসলিম ও আব্দুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আবু শুরাইহ।[১৩]

সমাজে প্রচলিত কতিপয় শিরক :

শিরকের প্রকারভেদের মধ্যে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু কিছু শিরক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরও এখানে এ জাতীয় কিছু শিরক নিয়ে আলোচনা করব।

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা :

আল্লাহ ব্যতীত কোন মূর্তি, গাছপালা, মাছ, পাহাড়, বৃক্ষ সহ কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে অথবা তাদের কবরকে সিজদা করা শিরক। আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(হজ্জ ২২/৭৭)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

১২. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
১৩. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৭৬৬, সনদ জাইয়িদ বা উত্তম।*

কায়েস বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা অঞ্চলে এলাম, সেখানে দেখলাম পারস্যের অধিবাসীরা তাদের বীর সেনানীদের সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে। আমি ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই সিজদার মাধ্যমে সম্মানিত হওয়ার সবচেয়ে বেশী যোগ্য। অতএব আমি মহানবীর (ছাঃ) কাছে এসে বললাম, 'পারস্যের লোকজন তাদের বীর সেনানীদের মস্তকাবনত হয়ে শ্রদ্ধা করে। সে হিসাবে আপনি আমাদের সিজদা পাওয়ার বেশী উপযুক্ত। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কি আমার কবরকে সিজদা করবে? আমি উত্তরে বললাম, না। তিনি বললেন, তা কর না। আমি যদি কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের বলতাম, তোমরা তোমাদের স্বামীদের সিজদা কর'।[১৪]

নবী করীম (ছাঃ)-কে জীবিত-মৃত অবস্থায় বা তাঁর কবরে সিজদা করার অনুমতি ইসলামে নেই। কাজেই অন্য কোন অলী-বুযর্গ ও তাদের মাযারে কি করে সিজদা করা যাবে!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন,

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد.

'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি বানিও না। যে জাতি তাদের নবী-রাসূলদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্র গযব তীব্র হয়ে উঠেছে'।[১৬]

ইহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানানোর কারণে আল্লাহ্র লা'নত ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

'ইহুদী-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[১৭]

অন্য হাদীছে তিনি বলেছেন, قاتل الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 'ইহুদী জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[১৮]

উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর শিরক মুক্ত হ'লেও মুসলমানদের একদল বিভিন্ন পীর, বুযর্গ এবং নেককার বান্দাদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এসব স্থানে আগমন করা মাত্র তাওহীদের একাগ্রতা ও আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ যারা

১৫. *তিরমিযী; মিশকাত হা/৩২৫৫, 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১৬. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০।*
১৭. *ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের উপরে মসজিদ বানান ঘৃণিত কাজ' অনুচ্ছেদ।*
১৮. *ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৭ 'ছালাতর' অধ্যায়, 'গির্জায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ।*

কবর মাযারের উদ্দেশ্যে আসে তারাতো মৃত ব্যক্তিকে ডাকার উদ্দেশ্যেই আসে। অতঃপর কবর সংলগ্ন মসজিদে ঢুকে ছালাত পড়লেও এদের মন থাকে মসজিদের পার্শ্ববর্তী কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট। ফলে ছালাতের মধ্যে ক্বিয়াম, রুকূ ও সিজদার প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ডাকার সাথে সাথে তারা ঐ মৃত ব্যক্তিকেও ডাকতে থাকে, তার কাছে সাহায্য চায়, কিংবা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য পাওয়ার জন্য কবরস্থ ব্যক্তিকে অসীলা বানায়। এটা সুস্পষ্টরূপে শিরক।

(২) বালা-মুছীবত দূর করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা, সুতা ও তা'বীয ব্যবহার করা :

একথা সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষের ভাল-মন্দ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহ্রই রয়েছে। আর তার ভাগ্য অনুযায়ী তার জীবন পরিচালিত হবে। বান্দাকে একথা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, উপকরণ যত বড় আর শক্তিশালী হোক না কেন তা সম্পৃক্ত হচ্ছে আল্লাহ্র এমন ফায়ছালা ও তাক্বদীরের সাথে যেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেমন চান তেমনই করবেন।

এসব জানার পর যে ব্যক্তি রিং, বালা, পাথর, সুতা, তাগা ইত্যাদি পরিধান করল এবং এর দ্বারা বালা-মুছীবত দূর করা কিংবা তা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করল সে আল্লাহ্র সাথে শিরক করল। বান্দা যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, রিং, বালা, পাথর, সুতা মুছীবত দূর করতে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম তাহ'লে সেটা হবে শিরকে আকবর। আল্লাহ বলেন,

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই, পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আন'আম ৬/১৭)*।

ঈসা বিন হামযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উকাইম (রাঃ) অসুস্থ থাকায় আমরা তাকে দেখতে গিয়ে বললাম, আপনি কোন তা'বীয-কবজ নিলে তো ভাল হ'তেন। তিনি বললেন, আমি তা'বীয ব্যবহার থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাচ্ছি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, من تعلق شيئًا وكل إليه. 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তাকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে'।[১৯]

তা'বীয ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা উপকার লাভ বা ক্ষতি থেকে নিস্কৃতির লক্ষ্যে গলা বা অন্য কোন স্থানে ঝুলানো হয়। চাই সে বস্তু কুরআনের কোন আয়াত হোক বা সুতা, কংকর বা কড়ি জাতীয় কিছু হোক। তা'বীয ঝুলানো শিরক। তা'বীয হারাম বা শিরক হওয়ার কারণ হ'ল-

(ক) যেহেতু তা'বীয ব্যবহার করার দ্বারা অন্তর গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু) সাথে সম্পৃক্ত হয়।

১৯. *আহমাদ হা/১৬৭৭১; হাকেম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ।*

(খ) এসব তা'বীয-কবজ কোন প্রকৃত মাধ্যম বা সূত্র নয়; না বিধান সম্মত, না তাক্বদীর পরিবর্তনকারী। আর এই তা'বীযকে সূত্র ও উপায় মনে করে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস করা আল্লাহ্র সাথে নতুন একটি বিধান প্রবর্তন এবং আল্লাহ্র সৃষ্টি ও তাঁর কাজের বিরোধিতা করার শামিল।

(গ) তা'বীয বান্দার সামনে বিভিন্ন কুসংস্কারের দ্বার খুলে দেয়। পর্যায়ক্রমে তাকে শিরক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

(ঘ) তা'বীয অপদস্ত ও ব্যর্থতার কারণ। এজন্য যে, যে লোক তা'বীয লটকায় সে উক্ত জিনিষের দিকেই সমর্পিত হয়। অর্থাৎ তার কুফল তার উপরই বর্তায়। আল্লাহ তার কোন মঙ্গল করেন না।[২০]

(৩) কবর পূজা :

আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক হিসাবে সিজদা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। যদি কেউ কবরকে তাওয়াফ করে, কবরগাত্র চুম্বন করে, কবরে হাত বুলায়, লাল শালুতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে, কবরের মাটি গায়ে মাখে, কবরকে সিজদা করে, উহার সামনে মিনতিভরে দাঁড়ায়, নিজের উদ্দেশ্য ও অভাবের কথা তুলে ধরে, সুস্থতা কামনা করে ও সন্তান চায় তাহ'লে এগুলো শিরক। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ.

'তাদের থেকে অধিকতর দিকভ্রান্ত আর কে আছে, যারা আলাহ ব্যতীত এমন সব উপাস্যকে ডাকে যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। অধিকন্তু তারা ওদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না' *(আহক্বাফ ৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে তার নিকট দো'আ প্রার্থনা করে, আর ঐ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[২১]

মৃত ব্যক্তিকে যে স্থানে দাফন করা হয় তাকে কবর বলে। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য কোন প্রকার ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। দুনিয়ায় যা ঘটে সে তা জানতে পারে না। তাই যদি কেউ কোন নবী, ওলী, জিন-পীরকে, কবরকে, পশু-প্রাণীকে, নিশানাকে, কোন পবিত্র বস্তুকে বা সরদারকে সিজদা করে, রুকূ করে, তার জন্য ছওম রাখে, হাত বেধে দাঁড়িয়ে নৈবেদ্য প্রদান করে, তার নামে ছড়ি দাঁড় করায়, ফেরার সময় উল্টোভাবে ফিরে, কবরকে চুম্বন দেয়, কবর যিয়ারত করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসে, কবরে বাতি জ্বালায়, আলোর ব্যবস্থা করে, কবরে গিলাফ দ্বারা আবৃত করে, কবরের উপর চাদর টাঙ্গিয়ে দেয়, সামিয়ানা

২০. *মানসূর আব্দুর রহমান আল-আক্বল, আক্বীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনুঃ যাকারিয়া বিন খাজা আহমাদ ও ইকবাল হোসাইন মাসুম (গাজীপুরঃ আশ-মুনতাদা আল-ইসলামী, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০১), পৃঃ ৫৬।*

টাঙ্গায়, কবরের চৌকাঠে চুমু দেয়, কবরে সমাধিস্থ বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট হাত তুলে কিছু প্রার্থনা করে, কবরের অদূর থেকে কবরের খেদমত করে, কবরের পার্শ্ববর্তী গাছপালাকে সম্মান করে, মোটকথা এ ধরনের কোন কাজ করলে নিঃসন্দেহে সে শিরক করল।[২২]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدا. 'তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানাবে না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত কর না'।[২৩]

(৫) আলাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা :

মহান আল্লাহই একমাত্র গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা- 'আল্লাহ্র নিকটই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তিনি তার সব কিছু জানেন। কোন পাতা তার অজ্ঞাতসারে ঝরে পড়ে না। কোন শস্যকণা মাটির অন্ধকারে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র বা শুষ্কদ্রব্য পতিত হয় না। তবে তা সব সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(আন'আম ৫৯)*।

তাই কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তি কাউকে দেখেন, গায়েব জানেন, তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন এই বিশ্বাস করে বিপদকালে পীর-মুরশিদ, ওলী-আওলিয়া, নবী-রাসূল ইত্যাকার মহাজনদের নাম নেওয়া, মৃত ওলী-আওলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন, তাদের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা যাবে ইত্যাকার কথা বিশ্বাস করা শিরক।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ কোন নবী, ওলী, জিন, ফেরেশতা, ইমাম, পীর, শহীদ, জ্যোতিষ্ক, ভবিষ্যৎ প্রবক্তা, পণ্ডিত, ভূত, পীর বা অন্য কারো সম্পর্কে এমন ধারণা রাখে যে, সে গায়েবের ইলম জানে, তাহ'লে সে মুশরিক। হ্যাঁ, যদি ঘটনাক্রমে কোথাও কোন জ্যোতিষীর বা অন্য কারো কথা বাস্তবের সাথে মিলেও যায় তাহলে একথা বলা যাবে না যে, সে গায়েবের জ্ঞান জানে। কারণ অধিকাংশ সময়তো তাদের কথা মিথ্যা ও অবাস্তবও হয়ে থাকে।[২৪]

(৬) অভ্যাসগত কিছু শিরক :

কোন কাজ বন্ধ হয়ে আছে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে তা চালু করার অথবা সংস্কারের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা, সন্তানের নাম আবদুন নবী (নবীর গোলাম), ইমাম বখশ (ইমামের দান) রাখা, জমি বা বাগানের উৎপন্ন ফসল বা ফল থেকে কিয়দংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে রেখে দেওয়া, ফল পেকে খাওয়ার উপযোগী হ'লে প্রথমে গায়রুল্লাহর অংশকে পৃথক করে রাখা তারপর বাকী অংশ থেকে ব্যবহার করা, পশুদের মধ্য থেকে কোন পশুকে গায়রুল্লাহর নামে নির্ধারণ করা, তারপর তাকে সম্মান করা, আদর করা, কোথাও পানি পান করতে থাকলে তাকে না তাড়ানো, লাঠি বা পাথর দ্বারা না মারা, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, রসম-রেওয়াজের খেয়াল রাখা। যেমন অমুকে অমুক খাবার খাবে না, অমুকে অমুক কাপড় পরবে না, স্ত্রীর পাত্রে স্বামী খাবে না। দুনিয়ায় সংঘটিত কল্যাণ অকল্যাণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে হয় তা বিশ্বাস করা। এমন বলা যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের কারণে অভিশপ্ত হয়ে গেছে, অমুকের অভিশাপের কারণে অমুক দরিদ্র হয়ে গেছে, আর অমুকের প্রতি তার নেক দৃষ্টির কারণে সে আজ কত ভাগ্যবান, অমুক তারকার কল্যাণে দুর্ভিক্ষ এসেছে, অমুক কাজ অমুক দিনে বা মাসে শুরু হয়েছিল তাই তা সম্পন্ন হয়নি। এ ধরনের কথা বলা যে, যদি আলাহ ও তাঁর রাসূলের মর্জি হয় তাহ'লে আমি আসব ও পীর ছাহেবের মর্জি হলে হবে, কথায় কথায় কারো প্রসঙ্গে দাতা, মালিকুল মুলক, শাহানশাহ এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা ইত্যাদি শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

(৭) আলাহ ছাড়া অন্য করো নামে কসম খাওয়া :

কোন ধরনের কসম খাওয়ার প্রয়োজন হ'লে একমাত্র আল্লাহ্র নামেই কসম খেতে হবে। আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর কসম খাওয়া শিরক। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, من حلف بغير الله فقد أشرك 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খেল সে শিরক করল'।[২৬] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন,

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

'সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে, তোমাদের পূর্বপুরুষদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কেউ কসম খেতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে'।[২৭]

(৮) গায়রুলাহর নামে যবহে করা :

আমাদের দেশে একশ্রেনীর মানুষ সন্তান লাভ, রোগমুক্তি, মুশকিল আসান, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ কিংবা নানাবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরগা-মাযারে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, চাউল, মিষ্টি, টাকা-পয়সা প্রভৃতি দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, এসব জায়গায় এগুলো দেওয়ার ফলে দরগাহ ও মাযারের সাথে সংশিষ্ট মৃত ব্যক্তি তাদের সব সমস্যা দূর করে দিবেন। এটা শিরক। কারণ মুসলমানের

---

২১. *ছহীহ বুখারী হা/৪৪৯৭ 'তাফসীরুল কুরআন'* অধ্যায়।
২২. *শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), তাকভিয়াতুল ঈমান অনুবাদঃ মাওঃ নাসীম আরাফাত (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ: ১৯।*
২৩. *আবু দাউদ, মিশকাত হা/৯২৬, সনদ হাসান।*
২৪. *তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃঃ ৩০।*

২৫. ঐ, পৃঃ ২০।
২৬. আহমাদ ২/১২৫; ছহীহুল জামে হা/৬২০৪।
২৭. ছহীহ বুখারী; ফাতহুল বারী ১১/৫৩০ পৃঃ।

যবেহ হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. 'আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং যবেহ করুন' *(কাউছার ১০৮/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لعن الله من ذبح لغير الله. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবহ করে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত'।[২৮]

(৯) আল্লাহ ও মুহাম্মাদ নাম একসঙ্গে লিখা :

অনেকে টুপিতে, মসজিদে, গাড়ীতে, রিক্সায় আল্লাহ নামের পাশাপাশি মুহাম্মাদ নাম লিখে রাখে, যা অভ্যাসগত শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আলাহ ও তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাশাপাশি রেখে সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যা নিঃসন্দেহে শিরক। অনেকে গাড়ীর মাথায় আল্লাহ ও খাজা গরীব নেওয়াজ লিখে রাখে। যেটা আরও কঠিন শিরক।

(১০) ছবি ও মূর্তি :

বিনা কারণে ছবি তোলা, জীব চিত্রকে সম্মান করা, ফুল দেওয়া, ছবির সামনে শ্রদ্ধায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, দু'হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করা, ছবির উদ্দেশ্যে মনের কামনা-বাসনা নিবেদন করা মূর্তিপূজার শামিল। আজকাল বিভিন্ন দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, রাস্তার ধারে বা মোড়ে স্তম্ভ নির্মাণ ও তার উপরে পূর্ণদেহ মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। ঘরের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ ছবি ও তৈলচিত্র রাখা হচ্ছে। বছরের বিশেষ দিনে সেখানে ফুল দেওয়া হচ্ছে। খেলনার নামে পুতুল দিয়ে শোকেস সাজানো হচ্ছে। এভাবে হিন্দুদের অনুকরণে দেশে মূর্তি সংস্কৃতির আমদানী হচ্ছে। এগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে মূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 'কোন মূর্তি পেলে তা ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না'।[২৯]

এছাড়াও ভক্তিভাজন পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তিস্থাপন করা ও তাকে সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা মূর্তি পূজার শামিল। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে'।[৩০]

২৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।
২৯. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।

(১১) আল্লাহকে ডাকার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ অসীলা তালাশ করা:

আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে এমন অসীলা গ্রহণ করা যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। যেমন, আল্লাহ্‌র নিকট কোন মৃত ব্যক্তির মর্যাদার অসীলায় কিছু চাওয়া, নবী করীম (ছাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানকে অসীলা করা অথবা ওলী-বুযর্গদের মাধ্যমে অসীলা খোঁজা। যেমন বলা, হে আল্লাহ্‌র ওলী! আমাকে উদ্ধার করুন। এরূপ করা শিরক। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ .

'যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে তার কাছে যার কোন সনদ নেই। তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। কখনো কাফেররা সফলকাম হবে না' *(মুমিনুন ১১৭)*।

(১২) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ দুনিয়া পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা :

এই বিশ্বাস করা যে, কোন কোন আওলিয়া আছেন যারা এই সৃষ্টি জগতকে পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দা বা অলীদেরকে নিজ ক্ষমতার চাবি দিয়েছেন। তাই তারা ভাগ্যের ভাল-মন্দের পরিবর্তন করতে পারেন ইত্যাদি। তাদেরকে কুতুব বলা হয়। এ ধারণা পোষণ করা শিরক।

পরিশেষে বলা যায়, শিরক একটি মারাত্মক অপরাধ। এথেকে বিরত না থাকলে আমাদের পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে বিরত থেকে পরকালে জান্নাত লাভের পথকে সুগম করুন এবং নিজেদের চাওয়া-পাওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করার মানসিকতা দান করুন! আমীন!!

৩০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৪০৬, সনদ ছহীহ।

গুঁড়োদুধে মেলামাইন : আমাদের করণীয়

ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

দুধ একটি পুষ্টিকর খাদ্য। দুধে খাদ্যের প্রতিটি উপাদান সুষম আকারে বিদ্যমান। সে কারণে জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মানব শিশু শুধু দুধ খেয়েই জীবনধারণ করতে পারে। এককভাবে আর কোন খাদ্য দ্বারা এটি সম্ভব নয়। শিশুর শারীরিক বর্ধন, শক্তি যোগানো, হাড় ও দাঁতের গঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের বিকাশসহ প্রতিটি কাজেই দুধ অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। দুধের মধ্যে অবস্থিত ল্যাকটোজ ভেঙে গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ নামক দু'টি সরল শর্করা তৈরি হয়। গ্লুকোজ শক্তি যোগায় এবং গ্যালাক্টোজ মস্তিষ্কের কোষের গঠন, স্নায়ুতন্ত্রের কোষের গঠন এবং বর্ধনসহ সার্বিকভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে যে শিশু জন্মের পর থেকে শুরু করে ছয়-সাত বছর পর্যন্ত পরিমাণ মত দুধ খেতে পায় তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ভালভাবে হয় এবং তারা মেধাবী হয়। উল্লেখ্য যে, মস্তিষ্ক বিকাশে অন্যতম সহায়ক ল্যাক্টোজ দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে নেই।

সম্প্রতি গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্বময় ব্যাপক হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে চীনে। ইতিমধ্যে চীনে অতিমাত্রায় মেলামাইন মিশ্রিত দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করে বেশ কিছু শিশুর প্রাণহানী ঘটেছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছে প্রায় ৫৪ হাজার শিশু। অসুস্থ শিশুর বেশিরভাগই কিডনিতে পাথর, কিডনি ফেইলিওর, মুত্রনালির জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছে।

মেলামাইন কী : মেলামাইন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ। যার রাসায়নিক সংকেত $C_3H_6N_6$। এর রঙ সাদা। এটি বাজারে সাধারণতঃ পাউডার হিসাবে পাওয়া যায়। এটি পানিতে সহজে দ্রবণীয়। মেলামাইন যেকোন অবস্থায় এমনকি আগুনেও ধ্বংস হয় না। মেলামাইনে অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন বিদ্যমান। পরীক্ষাগারে উপাদান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এতে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি ৬৬ শতাংশ। মেলামাইন সাধারণত কেমিক্যাল বোর্ড, কাপড়, ফার্নিচার, থালাবাসন ও বিভিন্ন প্রকার প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরীতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দুধে মেলামাইন মেশানোর কারণ : মূলতঃ দু'টি কারণে দুধে মেলামাইন মেশানো হয়। দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং দুধ ঘন দেখাতে। বাজারে কোন দুধ ছাড়ার আগে তার খাদ্যমান পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, তাতে কি পরিমাণ প্রোটিন, চর্বিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্য উপাদান রয়েছে। যেহেতু প্রোটিনের প্রধান উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন, সেহেতু পরীক্ষাগারে কোন খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ দেখেই প্রোটিনের মাত্রা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আর মেলামাইনে যেহেতু ৬৬ শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে, তাই কোন প্রকার ফরমুলা অনুসরণ না করে কৃত্রিম উপায়ে দুধে প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা দেদারছে সহজ ও সস্তায় প্রাপ্ত অথচ মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই মেলামাইন মিশিয় থাকে। তবে কৃত্রিম উপায়ে দুধে মেলামাইন মেশানোর ফলে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে পরীক্ষাগারে প্রোটিন পরীক্ষায় ফাঁকি দেওয়া গেলেও তাতে দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। অপরদিকে যেহেতু পাউডার অবস্থায় মেলামাইনের রং দুধের মতই সাদা, সেহেতু সাধারণ অবস্থায় তা সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া তরল দুধ গুঁড়ো করার জন্য তাপ দিয়ে এর জলীয় অংশকে বাষ্পায়িত করার আগে তরল অবস্থায় দুধের ননী সম্পূর্ণ বা বেশী অংশ তুলে অন্য কাজে লাগানো হয়। ফলে ননী শূন্য গুঁড়োদুধ পানিতে মিশিয়ে তরল করা হ'লে বেশ পাতলা দেখায়। সেক্ষেত্রে উক্ত দুধে মেলামাইন মেশানো থাকলে দুধ ঘন দেখায়। এতে ক্রেতার বা ভোক্তার আস্থা অর্জিত হয়।

মানবদেহে মেলামাইনের ক্ষতিকর প্রভাব : মানুষ জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন যেসব খাদ্য গ্রহণ করে তা প্রথমে পাকস্থলিতে গিয়ে হজম হয়। অতঃপর খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ শরীর গ্রহণ করে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করে। এই গ্রহণ-বর্জনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে কিডনি নামক একটি অঙ্গ। প্রত্যেকের শরীরে দু'টি করে কিডনি থাকে। কিডনিকে সাধারণ অর্থে ফিল্টার বা ছাঁকনিও বলা চলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কিডনি প্রতিদিন ১৭০ থেকে ২০০ লিটার রক্ত শোধন করে থাকে। কিডনির ভেতরের অংশে এক ধরনের ছাঁকনি এবং ছোট ছোট নালিকা আছে। নালিকাগুলোর রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রপথ। এই ছিদ্রপথ দিয়ে তরল পদার্থ নালিকা বেয়ে কিডনিতে আসে। কিডনি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো ছাঁকনির মাধ্যমে রেখে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো মুত্র

হিসাবে শরীর থেকে বের করে দেয়। মেলামাইনের সঙ্গে উপজাত হিসাবে সায়ানিউরিক নামক এক ধরনের এসিড বিদ্যমান থাকে। মেলামিন এবং সায়ানিউরিক এসিড রক্তে শোষিত হয়ে যখন কিডনিতে প্রবেশ করে, তখন এই দু'টির বিক্রিয়ায় মেলামিন সামানুরেট নাকম এক ধরনের পদার্থ তৈরি হয়, যার রঙ হলুদ ও দানাদার। এটা ধীরে ধীরে কিডনির ভেতরে অবস্থিত নালিকার ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করে দেয়। ফলে সেখানে পাথর তৈরী হয়। এভাবে আস্তে আস্তে কিডনি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে কিডনিতে পাথরসহ মানবদেহে নানা জটিল রোগ হ'তে পারে। বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও কিডনি ফাউণ্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারূনুর রশীদের মতে, কিডনিতে মেলামাইন ক্রিস্টাল ফরমেশন তৈরি করে বলেই আস্তে আস্তে পাথর হয়। উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম.আর. খান বলেন, মেলামাইন শুধু শরীরে পাথরই তৈরি করে না। এর জন্য খোশ-পাঁচড়াসহ বিভিন্ন চর্মরোগ হ'তে পারে। চর্মরোগ স্থায়ী হ'লে সেখান থেকে স্কিন ক্যান্সার হ'তে পারে। তাছাড়া প্রস্রাবের সাথে রক্ত পড়া, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, প্রজনন ক্ষমতা ব্যাহত হওয়াসহ নানা রোগ হ'তে পারে। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মেলামাইন ছাড়াও অন্যান্য কারণে শরীরে পাথর হয়। যেমন শরীরে ক্যালশিয়াম ফসফেটের আধিক্য এবং প্যারাথাইরয়েড গ্লান্ডের আধিক্যের কারণেও কিডনিতে পাথর হ'তে পারে।

মেলামাইনের সহনীয় মাত্রা : 'যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (এফডিএ)-এর মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক প্রতিকেজি দৈহিক ওযনের জন্য ০.৬৩ মিলিগ্রাম মেলামাইন স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে খেতে পারেন। কিন্তু ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি নিশ্চিতভাবে বলেছে, একজন লোক প্রতিদিন প্রতিকেজি দৈহিক ওযনের জন্য ০.৫ মিলিগ্রাম মেলামাইন খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হবে না। সেই হিসাবে ৭০ কেজি ওযনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ২.৫ মিলিগ্রাম মেলামাইন গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হবে না। অপরদিকে শিশুদের বেলায় প্রতিকেজি শিশুখাদ্যে ১ মিলিগ্রাম মেলামাইন থাকলে তাতে শিশুর কোন ক্ষতি হবে না বলে উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিশুদের দেহে মেলামাইনের কোন সহনীয় মাত্রা নেই। অর্থাৎ শিশুদের জন্য মেলামাইনের সহনীয় মাত্রা 'শূন্য' (০)।

গুঁড়োদুধের দুষণ সমূহ : গুঁড়োদুধ যে শুধু মেলামাইন দ্বারা দুষিত হচ্ছে তা নয়। মেলামাইন ছাড়াও বিভিন্ন সময় গুঁড়োদুধে ভাঙ্গা কাচের টুকরা, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যাডমিয়াম, লেড, পারদ, আরসেনিকের মত বিষাক্ত ধাতু পাওয়া গেছে। তাছাড়া নাইট্রেটস, এমএসজিসহ নানা রকম কেমিক্যাল তো আছেই। মূলতঃ এসব কারণেই বিশেষজ্ঞ ১৮৬৭ সালে চিকিৎসকরা আবিষ্কারের কয়েক বছর পর থেকেই গুঁড়োদুধের বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে আসছেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুর রোটারী ক্লাবের এক সমাবেশে ব্রিটিশ মহিলা শিশু চিকিৎসক সেসলি উইলিয়ামস অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছিলেন, 'বহু নিরপরাধ শিশুকে দিনের পর দিন অনুপযোগী খাবার খাইয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, যারা ভুল পথে অন্যায় চালিত শক্তির দ্বারা শিশু খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রচার করে, তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মত অপরাধে শাস্তি দেওয়া উচিত। আর এরূপ খাদ্যাভ্যাসের মৃত্যু হত্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত'। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যের নিউ ইন্টারনালিষ্ট ম্যাগাজিনে একটি প্রচ্ছদ কাহিনীতে শিশুদের জন্য গুঁড়োদুধকে বেবি কিলার (শিশু ঘাতক) বলে অবিহিত করা হয়।

মায়ের দুধের বিকল্প নেই : শিশুদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত খাদ্য হ'ল মায়ের দুধ। মায়ের দুধ একটি আদর্শ পুষ্টিকর খাবার। এ অতুলনীয় জৈবিক তরল খাদ্যে ২০০টিরও বেশী উপাদান রয়েছে। বৈজ্ঞানীরা এখনও মায়ের দুধের অনেক উপাদানের রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হননি। মায়ের দুধ শিশুর বৃদ্ধি, পুষ্টি, মানসিক বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মায়ের দুধ পানে শিশুদের স্মরণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, চোখের জ্যোতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিকতা ও মানুষের প্রতি ভালবাসাসহ মা ও সন্তানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। দুধ দেওয়ার সময় মা ও শিশুর পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে একই সময় ১৯টি হরমন নিঃসরিত হয়, যা শিশু ও মায়ের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। শিশুকে মায়ের দুধ টেনে টেনে খেতে হয়। এতে শিশুর চোয়াল, মুখমণ্ডল, গলা ও বুকের মাংসপেশি এবং হাড়ের জোড়াকে কাজ করতে হয়, ফলে এগুলোর

যথাযথ বিকাশ ঘটে। মায়ের দুধ পান করা শিশুর মৃত্যুর হারও বহুলাংশে কম।

মেলামাইন আতঙ্কে আমাদের অবস্থান : যদিও দুধে মেলামাইনের বিষয়টি প্রথমে চীনে ধরা পড়ে। বাংলাদেশেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে প্রচলিত গুঁড়োদুধের নমুনা সংগ্রহ করে দেশের তিনটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে ৮টি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধে বিষাক্ত মেলামাইনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। সেগুলো হচ্ছে- ডিপ্লোমা, রেডকাউ, ডানো, নিডো, ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২, সইট বেবি-২ ও অ্যানলিন। এ বিষয়ে প্রথমদিকে সরকারের পক্ষ থেকে কিছুটা উদাসীনতা প্রকাশ পেলেও দেশের জনগণ ও প্রচার মাধ্যমগুলো শুরুতেই বিষয়টির প্রতি খুবই সোচ্চার ছিল। অবশ্য আদালতের আদেশ পেয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করে। যার ফলে উল্লিখিত ৮টি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধ পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়। সেখানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে ৮টির স্থলে ৩টি ব্র্যান্ডের (ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২ ও সুইট বেবি) গুঁড়োদুধে মেলামাইনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। উক্ত ৩টি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধের বাজারজাত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করলেও এ নিয়ে জনমনে নানা সংশয় বিরাজ করছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক সরকারকে ৩ সপ্তাহ সময় দিয়ে বাজারের সকল ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধ পুনরায় পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

বর্তমানে আমাদের করণীয় : বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ পান করানো। স্মর্তব্য যে, মায়ের দুধই আল্লাহ বাচ্চাদের জন্য সঠিক উপাদান দিয়ে সঠিক মাত্রায় তৈরি করেছেন। কোন খাদ্যই মায়ের দুধের বিকল্প হ'তে পারে না। জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধের ওপরই একটি শিশু বেঁচে থাকতে পারে। ছয় মাস পর থেকে আয়রণের ঘাটতি মেটানো এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য অতিরিক্ত সম্পূরক খাবার দেওয়া হয়। বাচ্চা প্রসবের পরপরই মায়ের স্তন থেকে যে ঘন হলুদ বর্ণের দুধ বের হয় তাকে বলা হয় কলস্ট্রাম বা শালদুধ। এটি নবজাতকের জন্য টিকা হিসাবে কাজ করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গ্লোবুইলিন, যা রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে থাকে। জন্মের পর যে যত তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে কলস্ট্রাম খেতে দেবেন তার বাচ্চা ততবেশী রোগ প্রতিরোধের অধিকারী হবে। তাছাড়া মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণ লাইসোজাইম এনজাইন রয়েছে, যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করতে সহায়তা করে। তাই শিশুকে বেশী বেশী মায়ের দুধ খাওয়াতে উৎসাহিত করতে হবে। মায়ের দুধের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসাবে গরুর দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশের ডেইরী শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দুধের বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে চীন, জাপান, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সয়াবিন থেকে তৈরি সয়াদুধের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সয়াদুধের উপাদান গরু কিংবা মায়ের দুধের উপাদানের প্রায় কাছাকাছি। অতঃপর বাজারে প্রচলিত দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার গুঁড়োদুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের মান সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর তা বাজারজাত করার অনুমতি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে পোল্ট্রি শিল্প কারখানায় তৈরি খাদ্যের ব্যবহার ব্যাপক। সেক্ষেত্রে খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত দেখানোর মানসে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী দুধের পাশাপাশি পশু-পাখির খাদ্যেও মেলামাইন মেশাচ্ছে। যার ফলে সম্প্রতি চীনে অতিমাত্রায় মেলামাইন মিশ্রিত খাদ্য খাওয়া মুরগীর ডিমেও মেলামাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বাহারী বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনতিবিলম্বে স্বাধীন খাদ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতীত কোন খাদ্য বাজার জাত করা যাবে না।

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটাঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে উহা করলে উহাই আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[২]

(২) কুরবানীর পশুঃ উহা তিন প্রকারঃ উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায়না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৩] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[৪] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথাঃ স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[৫]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানীঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৭]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৮] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশুঃ

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন.... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন,

بِسْمِ اللهِ أَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ–

'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৯]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَ عَتِيْرَةً...

'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১০] উল্লেখ্য যে, ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১১] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেনঃ এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১২]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতিঃ (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকুম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[১৩] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।
২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; হাকেম (বৈরুতঃ তাবি), ৪/২২৩।
৩. আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।
৪. কিতাবুল উম্ম (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।
৫. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।
৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।
৮. মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১০. তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' (ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ), সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরুতঃ ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।
১১. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লীঃ ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।
১২. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
১৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।

Contents

যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[14]

(৭) যবহকালীন দো'আঃ (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ মহান) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[15] (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে)।[16] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[17] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।[18]

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[19]

(৯) গোশত বন্টনঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও একভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[20]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[21]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[22] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[23]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[24] তিনি কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন।[25]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[26]

(১৬) কুরবানীর বিবিধ মাসায়েলঃ

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্র রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[27]

---

১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।
১৫. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪০৪ হিঃ), ২৬/৩০৮ পৃঃ।
১৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
১৮. বায়হাক্বী ৯/২৮৭; আবু ইয়া'লা, মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
২০. হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
২২. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
২৩. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
২৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৫ পৃঃ।
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
২৭. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওবামার বিজয় : একটি পর্যালোচনা

*ড.এ.এস.এম আযীযুল্লাহ**

কেনিয়ার একজন কৃষ্ণাঙ্গ দরিদ্র মুসলিম পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী বারাক হোসাইন ওবামা (৪৭), যিনি বর্তমানে খৃষ্টান, আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম আফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসাবে জয়লাভ করলেন গত ৪ঠা নভেম্বর '০৮ এর নির্বাচনে। ১৮৬১ সালের ২১শে জুলাই অর্থাৎ আজ থেকে ১৪৭ বছর পূর্বে আমেরিকায় যে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যার নির্মম শিকার হ'তে হয়েছিল উদারপন্থী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (১৮৬১-১৮৬৫), মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-৬৮), জন এফ কেনেডী (১৯৬১-১৯৬৩) প্রমুখ ব্যক্তিদের, কৃষ্ণাঙ্গ ওবামার বিজয় সেই গৃহযুদ্ধের একটি সফল অধ্যায়ের প্রতীক হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হবে। বিশ্লেষকগণ এর কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন- (১) শতাব্দীর সেরা অর্থনৈতিক সংকট। কেননা প্রেসিডেন্ট বুশের অপশাসনে মার্কিন বাজেটের ঘাটতি এখন তিন ট্রিলিয়ন ডলার। সেদেশের আনুমানিক সাত কোটি মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত আমেরিকার সেরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফোর্ড ও জেনারেল মটরস কোম্পানী এবং ব্যাংক সমূহ এখন দেউলিয়া হবার পথে। পশ্চিমী ধনতন্ত্র এখন রয়েছে চরম সংকটে। (২) বর্ণ বিদ্বেষে নিস্পিষ্ট মার্কিন সমাজের কৃষ্ণাঙ্গ ভোটাররা এবার দলে দলে ওবামাকে ভোট দিয়েছে। যাদের অধিকাংশ ইতিপূর্বে কখনো ভোট দিত না (৩) ইরাক ও আফগানিস্তানে অন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে সর্বত্র মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালিয়ে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার প্রতিবাদে মার্কিন শ্বেতাঙ্গ ভোটাররাও এবার ব্যাপক হারে বুশ বিরোধী কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ কোটি জনগণের আশা-আকাংখার সাথে মিল রেখে সেদেশের এলিট ভোটের অধিকাংশ (৩৪৯) পড়েছে এবার ওবামার পক্ষে। কেননা সেদেশের ৫৩৮টি এলিট ভোটের মধ্যে ২৭০ জনের সমর্থনের উপরেই নির্ভর করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। পপুলার অর্থাৎ সাধারণ জনগণের ভোট কারু পক্ষে বেশী বা কম হৌক তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। যেমন গতবার আল-গোরের চেয়ে পাঁচ লাখ ৪৪ হাযার ভোট কম পেয়েও ৫টি ইলেক্টোরাল ভোট বেশী পেয়ে অর্থাৎ ২৬৬-২৭১ এলিট ভোটে বুশ জয়ী হন। শত কোটি ডলার ব্যয়ে প্রায় দু'বছর ব্যাপী অক্লান্ত প্রচারণা শেষে ৫২% ভোট পেয়ে ডেমোক্রাট (গাধা মার্কা ও নীল রং) প্রার্থী ওবামা প্রেসিডেন্ট হ'লেন। তাঁর বিরোধী রিপাবলিকান (হাতি মার্কা ও লাল রং) প্রার্থী ম্যাককেইন পেয়েছেন ৪৬% ভোট। এতে বুঝা যায় যে, দেশের বিরাট সংখ্যক জনতা ওবামার বিপক্ষে রয়ে গেছে, যারা হ'ল মূলত শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী এবং সমাজের সর্বত্র যাদের রয়েছে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা শক্ত ভিত। এরা পদে পদে ওবামাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে। সম্ভবতঃ গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্রের এই নোংরা দিকটির দিকে ইঙ্গিত করেই নির্বাচন পরবর্তী প্রথম ভাষণে ওবামা বলেছেন, 'চলুন আমরা সেই পুরানো দলবাজি, ক্ষুদ্র চিন্তা ও অপরিপক্কতার ধারা প্রতিহত করি। যা আমাদের রাজনীতিকে বরাবরই কলুষিত করেছে'।

কঠোর বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ ও দলীয় সংকীর্ণতায় দুষ্ট মার্কিন সমাজে গত দু'শো বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এলেন কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ উভয়েই সমর্থন নিয়ে। এটা ছিল কঠোর বাস্তবতার ফল। যার প্রত্যক্ষ কারণ ছিলেন মূলতঃ জর্জ বুশ ও তাঁর সৃষ্ট গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট। উক্ত সংকট কেটে গেলেই মার্কিন সমাজ পুনরায় তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে কি-না সন্দেহ। কেননা তাদের সামনে শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। যা তারা সকলে অনুসরণ করে চলতে পারে। ইতিমধ্যেই সিনেটর ওবামার ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইস্রাঈলের প্রতি অন্ধ সমর্থন দেখে এবং বিশ্ব শাষণকারী অর্থপ্রতিষ্ঠান আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউ টিও প্রভৃতির বিষয়ে কোনরূপ উচ্ছবাচ্য না দেখে, প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রতি উচ্চাশায় অনেকের মধ্যে চিড় ধরতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সম্প্রতি আফগানিস্তানে ২০ হাযার বাড়তি সৈন্য পাঠানোর ঘোষণা শান্তিবাদী বিশ্বকে হতাশ করেছে। তাছাড়া ওবামার বিজয়ে গত ৪ নভেম্বর হ'তে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিনে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের দুই শতাধিক হামলা হওয়ায় সেদেশে বর্ণবাদ কিভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে সহজে অনুমান করা যায়। তাই প্রেসিডেন্টের চেয়ার পরিবর্তনে সেদেশের নীতি পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায় না।

চৌদ্দশো বছর পূর্বেকার বিশ্ব সমাজ যখন অনুরূপ বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল, তখন বিশ্বের নাভিস্থল মক্কা নগরীতে আল্লাহ পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। তিনি প্রথমেই মানবীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সবাইকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহ্‌র দাসত্বের অধীনে ভাই ভাই হয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। সাদা-কালো, ধনী-গরীব সবাই তাঁকে স্বাগত জানালো। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজনেতারা তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'ল। মক্কায় তিনি থাকতে পারলেন না। ফলে মদীনায় ভিত রচিত হ'ল ইসলামী সমাজ ও খেলাফতের। কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন, 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। মানুষের জান-মালের স্থায়ী নিরাপত্তার এই অনন্য ঘোষণা দানের পর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেলেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একজন। নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা একজন। মনে রেখ কোন আরবীর জন্য আজমীর (অনারবের) উপরে কোন প্রাধান্য নেই। কোন আজমীর জন্য আরবীর উপরে কোন প্রাধান্য নেই। লালের জন্য কালোর উপরে এবং কালোর জন্য লালের উপরে কোন প্রাধান্য নেই 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। ... অতএব তোমাদের উপস্থিতগণ অনুপস্থিত গণের নিকটে একথাগুলি পৌঁছে দাও' *(বায়হাক্বী, ছহীহ লিগায়রিহী)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে মূর্খতা যুগের অংশ ও বংশীয় অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মনে রেখ, মানুষ সবাই আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' *(বায়হাক্বী, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ হাসান)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মনে রেখ, যে ব্যক্তি কর্মে পিছিয়ে পড়েছে, বংশ তার কোন কাজ দিবে না' *(মুসলিম, ছহীহ তারগীব হা/২৯৬৪-৬৫)*। মুমিনগণ সাথে সাথে রাসূলের এ বাণী সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং ইহকাল ও পরকালে সুখী হয়েছিল। আজকের আমেরিকা ও বিশ্ব সমাজ রাসূলের এ শাশ্বত আহ্বান কবুল করবে কি? তাহ'লেই আমেরিকা ও পাশ্চাত্য বিশ্ব অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে পৌঁছতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দিন- আমীন!!

** বালিয়াডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ, সাতক্ষীরা।*

নবীনদের পাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ

*আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশের সাড়ে ১৪ কোটি মানুষের অধিকাংশই ধর্মপ্রিয়। এ দেশের ৮৮% মানুষ ধর্মের প্রতি আঘাতকে নিজের প্রতি আঘাত বলে মনে করে। এটা কারোই অজানা নয় যে, এদেশের মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলামকে বাংলার বুকে সমুন্নত রাখার মহান দায়িত্ব মাদরাসার ছাত্ররাই পালন করে আসছে। তাই মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি এদেশের মানুষের প্রগাঢ় ভালবাসা। অথচ আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতে নির্দিষ্ট ৭টি বিষয়ে মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এর কারণ কি? মাদরাসার ছাত্রদের অপরাধ কি? মাদরাসার ছাত্ররা কি অযোগ্য? উক্ত নীতি সার্বিক দিক থেকে মানবতা বিরোধী।

সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত : 'বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯ (১) ধারায় সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন'। অপরদিকে সকল নাগরিকের প্রতি বৈষম্য নিরোধকল্পে সংবিধানের ২৮ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কেবল, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না'।

এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অনুচ্ছেদ (৬) এ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্মুক্ত রাখার ব্যাপারে বলা হয়েছে "University shall be open to all persons of either sex and of whatever religion, race, creed, class or colour. *(Articele-6, university order 1973)*. 'তথা বিশ্ববিদ্যালয় সকল ব্যক্তির জন্য খুলা থাকবে, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক এবং যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা রংয়েরই হোক না কেন'। এখানে এই উন্মুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি shall be শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত শুধু সংবিধান বা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের বিরোধীই নয়; বরং মানবধিকার সনদেরও বিরোধী। মানবধিকার সনদ ২৬ (১)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'উচ্চ শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে' অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মাদরাসার ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেধার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার রয়েছে। কোন প্রকার শর্তারোপের মাধ্যমে এই অধিকার হরণের চেষ্টা করা হ'লে তা একাধারে মানবধিকার সনদ, সংবিধান ও বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের বিরোধী হবে।

আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত : আজকের ছাত্র সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে জাতিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত, দুর্নীতির কালিমা ও ষড়যন্ত্রকারীদের ছোবল থেকে রক্ষা করবে। তারাই জাতিকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করাবে। তারাই জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। এই ছাত্র সমাজের বিশাল একটি অংশ মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। যদি আমরা এই দেশকে অধঃপতন থেকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চাই তাহ'লে মাদরাসা শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষা এই দুই ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজকে সমানভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ যদি কোন অংশকে অবজ্ঞা বা অবহেলার চোখে দেখা হয় সর্বোপরি উচ্চ শিক্ষা লাভের পথকে বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে এ দেশের উন্নতির আশা করা আকাশ কুসুম কল্পনার শামিল। কিন্তু বিচিত্র এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির কল্যাণে (!) দেশের জন্মলগ্ন থেকেই দুই ধারার শিক্ষাকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি এখন মাদরাসা ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথকে বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে জাতির উন্নতির পথকে রূদ্ধ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। কেননা স্বাধীনতা ও মুসলিম চেতনায় উজ্জীবীত এবং সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে উঠা মাদরাসার ছাত্রদের জন্য যদি উচ্চ শিক্ষা লাভের পথকে বন্ধ করে দেয়া হয় তাহ'লে জাতির উন্নতি তো দূরের কথা বরং আরো অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাবে। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ছাড়া শুধু বাংলাদেশ কেন সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। যা একজন বিধর্মী সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ' এর উক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে, I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of modern world, he

** আলিম ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।*

would succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness. 'আমি মনে করি যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে, তাহলে সে এই বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে'।

অতএব এ কথা নিঃসেন্দেহে বলা যায়, যদি আমরা এই জাতিকে, এই দেশকে একটি উন্নত দেশ ও আদর্শ জাতি হিসাবে গঠন করতে চাই এবং মানবরূপী সন্ত্রাসীদের দাবানলে পিষ্ট এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ শুধু মাদরাসার ছাত্ররাই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সুতরাং মাদরাসার ছাত্রদের অংকুরেই বিনাশ করার চেষ্টা নিঃসেন্দেহে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অন্যভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, যদি মাদরাসার ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের জীবন গঠনের সুযোগ না দেয়া হয়, তাহ'লে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, 'যারা আসলে মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তির বিরোধিতা করছেন তারা মাদরাসার ছাত্রদের মূল ধারায় আসার বিরোধিতা করছেন। আর মাদরাসার ছাত্রদের মূল ধারায় আসার সুযোগ না দিলে তারা জঙ্গীবাদের পথে যেতে উৎসাহী হবে' *(ইনকিলাব, ২৭ অক্টোবর'০৮, পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২)*। আর এই সমস্ত ছাত্ররা যদি সন্ত্রাসী কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে আর্ন্তজাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের মান ক্ষুণ্ন হবে এবং তা হবে দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি। আর এর জন্য ছাত্ররা দায়ী হবে না, দায়ী হবে ছাত্রদের ধ্বংসের ক্রীড়নক ষড়যন্ত্রকারী মহল।

অন্যায় সিদ্ধান্ত : সুধী পাঠক! একজন স্কুল ছাত্র ইংরেজী পরীক্ষায় সি গ্রেডে পাশ করে অপরপক্ষে একজন মাদরাসার ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করে। এখন এদের মধ্যে এই মাদরাসার ছাত্রটি অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রনয়ণকারীগণ একজন অযোগ্যকে যোগ্য বলছেন এবং যোগ্যকে জোর করে অযোগ্য বানাচ্ছেন। এমনকি ভর্তি ফরম তোলার প্রতিও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হচ্ছে। এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হ'তে পারে। একজন ছাত্র যোগ্য কি অযোগ্য তা নির্ভর করে তার প্রাপ্ত গ্রেডের উপর। পূর্ণ নম্বরের উপর নয়; পূর্ণ নম্বর ১০০ বা ২০০ হোক তাতে যায় আসে না। সে কোন গ্রেডে পাশ করেছে এটাই তার যোগ্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। কিন্তু এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মতে সে জিপিএ-৫ পেল, কি সি গ্রেড পেল সেটা দেখার বিষয় নয়। পূর্ণমান কত সেটা দেখার বিষয়। যদি তাই হয় তাহ'লে গ্রেডিং পদ্ধতি রাখার দরকার কি?

অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত : বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের মধ্যেই আলিমকে এইচএসসির সমমান দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সরকারীভাবে আলিম ও এইচএসসিকে সমমান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণ মানের প্রতি খেয়াল রেখেই সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাদেশে এমনটি করা হয়েছে। এরপরও পূর্ণমানের মত খোড়া অজুহাত দিয়ে মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন 'উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য ও বাংলাদেশের উন্নয়ন' শীর্ষক গোল টেবিলে জাতীয় শিক্ষা কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাবির সাবেক ভিসি ডঃ মনীরুয্যামান মিঞা বলেন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের মধ্যেই আলিম ও এইচএসসিকে সমমান দেওয়া হয়েছে। অতএব মাদরাসার ছাত্রদের জন্য ঢাবির যেকোন বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। তিনি বলেন মাদরাসার ছাত্রদের বাদ দেয়ার যে পাঁয়তারা চলছে তা এক ধরনের ষড়যন্ত্র' *(ইনকিলাব, ২৭ অক্টোবর'০৮, পৃঃ ১)*। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা যাচাই করে ভর্তি নেওয়া হয়। মানবাধিকার সনদ ২৬ (১) ধারা অনুযায়ী মাদরাসার ছাত্রদেরও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেধার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের এই অধিকার হরণের চেষ্টা সর্ম্পূণ অযৌক্তিক ও চরম অন্যায়। অন্যভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মাদরাসার সকল বিষয়ের সর্বমোট ১০০০ নম্বর। তেমনিভাবে স্কুলেরও সর্বমোট ১০০০ নম্বর। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মাদরাসার ছাত্ররা স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে একটি ভাষা (আরবী) বেশী শিখে। এছাড়াও তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী শিখে। এই জন্য তাদের বিষয়ের সংখ্যা বেশী এবং তাই সকল বিষয়ের নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ইংরেজী ও বাংলাতে পূর্ণমান ১০০ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মাদরাসার ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণমান

যতই হোক না কেন ছাত্ররা শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। তারা পাশ্চাত্য বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য ইংরেজী তো শিখছেই সাথে সাথে আরব বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আরবীও শিখছে। সুতরাং মাদরাসার ছাত্রদের ছোট করে দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না।

মাদরাসার ছাত্রদের যোগ্যতা : উক্ত মহল বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, মাদরাসার ছাত্ররা অযোগ্য। অসলে কি তাই? ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে মাদরাসার ছাত্রদের সফল পদচারণা। ঢাবিতে বিভিন্ন বিভাগে ১৫০ জন শিক্ষক রয়েছে যারা মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মাদরাসার ছাত্ররা বিভিন্ন বিভাগ থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারের মাধ্যমে সফলতার সাথে অনার্স, মাস্টার্স পাস করছে। নিম্নে তার একটি উদাহরণ দেয়া হ'ল- 'ঢাবি ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তলিকায় ৫ম স্থান অধিকার করে মাদরাসা থেকে আলিম পাশ করে আসা আলাউদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল ইচ্ছা তার কিন্তু বিধি বাম! ঢাবিতে মদরাসা থেকে পাশ করা কোন ছাত্রের এ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ নেই। কিন্তু আলাউদ্দীন নাছোড় বান্দা, ভাইভা বোর্ডের শিক্ষকরা তাকে বাংলায় ভর্তির অনুমতি না দিলে সে বোর্ডকে চ্যালেঞ্জ করে। পরে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলাদা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভাইভা নিয়ে তাকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিভাগের সেরা ছাত্র হিসাবে অনার্স শেষ করে *(ইনকিলাব, ২২ অক্টোবর'০৮, পৃঃ ১)* মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্বের এরকম হাযারো উদাহরণ রয়েছে। এছাড়াও মাদরাসার ছাত্ররা আগামী বিশ্ব শাসনেরও যোগ্যতা রাখে। মাদরাসার ছাত্ররা আজ যোগ্যতার সাথে অন্যদেরকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাদরাসার ছাত্রদের যোগ্যতা ও কর্মজীবনের ধারাবাহিক সাফল্য আজ তাদের পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বিরোধীদের মুখে চুনকালি দিয়ে নিজেদের যোগ্যতার নযীর স্থাপনই আজ তাদের বড় অযোগ্যতা !

ইসলামহীন দেশ গড়ার নীল নকশা: কোন জাতির উন্নতির একমাত্র সোপান সুশিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। ষড়যন্ত্রকারী মহল খুব ভালো করেই জানে কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো করতে হবে। তাই তারা বাংলাদেশকে একটি ইসলামহীন দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আঘাত হেনেছে। কেননা মাদরাসার ছাত্ররাই এদেশে ইসলামের ধারক ও বাহক। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলার মুসলিমরা হতাশা ও বেদনায় জর্জরিত হয়। অপরপক্ষে হিন্দুরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। সেইদিনের হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি সভায় বলা হয়েছিল, `We do not forget that the creation of the University was largely due to the demand of the Muslim community of eastern to greater facilities of higher education'. 'আমরা একথা ভুলতে পারি না যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দাবী হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়'। সেইদিনের যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের উন্নতির জন্য, মুসলিম স্বার্থ রক্ষাই ছিল যার উদ্দেশ্য, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তথা মাদরাসার ছাত্রদের জন্য বন্ধ করে দেয়ার চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র আর কি হ'তে পারে? সেই দিনের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যারা মক্কা বিশবিদ্যালয় বলে ঠাট্টা করত তারাই আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্তি নিকেতন বানানোর চেষ্টা করছে। পাঠক! আজকে বাংলাদেশের একটি কুচক্রী মহল এদেশকে ইসলামহীন দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। তাই তারা একদিকে প্রাথমিক শিক্ষার চাবিকাঠি সুদখোর মহাজন ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে ব্রিটিশ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে মাদরাসার ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথকে বন্ধ করে দিয়ে জাতির নৈতিক ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিতে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এরাই মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের মত ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। এরাই মসজিদের শহরকে মূর্তির শহরে পরিণত করতে চায়। ধিক! এদেরকে শত ধিক! পরিশেষে পাঠক ও সচেতন নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং সরকার ও ভিসির নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা সকল হিংসাত্মক ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসুন, এবং যরূরী সিন্ডিকেট সভা ডেকে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করার সুযোগ দিন।

Contents

চিকিৎসা জগত

প্রসঙ্গঃ কিডনী রোগ

কিডনী মানবদেহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিডনীর কাজ রক্তকে পরিশোধন করে দূষিত পদার্থ প্রস্রাবে নির্গত করা, রক্তে জলীয় অংশ ও রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, লোহিত কণিকা তৈরীতে সহায়তা করা, হাড়ের গঠন মযবূত করা ইত্যাদি। কিডনী বিকল হ'লে এসব কর্ম ব্যাহত হয় এবং মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিভিন্ন কারণে কিডনী রোগ হ'তে পারে। তন্মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ অন্যতম। তাছাড়া নানামাত্রিক ঔষধ সেবনের মাধ্যমেও কিডনী বিকল হ'তে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

(ক) উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনী রোগঃ

কিডনী বিকলের অন্যতম তিনটি কারণ হ'ল ডায়াবেটিস, নেফ্রাইটিস ও উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ থেকে যেমন কিডনী বিকল হয়, তেমনি কিডনী বিকলের কারণে উচ্চ রক্তচাপও হয়। যতগুলো কারণে কিডনীর কার্যকারিতা দ্রুত নষ্ট হয়, উচ্চ রক্তচাপ তার মধ্যে অন্যতম।

উচ্চ রক্তচাপ যেভাবে কিডনীর ক্ষতি করেঃ

উচ্চ রক্তচাপ হৃৎপিণ্ড ও সারা দেহের রক্তনালীর ক্ষতি সাধন করে। এতে কিডনীর রক্তনালী নষ্ট হয় এবং রক্তনালী দ্বারা তৈরী কিডনীর ২৪ লাখ ছাঁকনিও নষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে কিডনী বিকল হয়ে যায়।

উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত কি-না বোঝার উপায় ঃ

উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী বিকল এরা দুই সহোদর এবং নীরব ঘাতক। কেননা একদম মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সাধারণত কোন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায় না। তাই নিয়মিত রক্তচাপ মেপে দেখতে হবে উচ্চ রক্তচাপ আক্রমণ করছে কি-না।

উচ্চ রক্তচাপে কিডনী বিকল হচ্ছে কি-না বোঝার উপায় ঃ

কিডনী বিকল নীরব ঘাতক। কাজেই অঙ্কুরেই কিডনী রোগ রোধ করতে হ'লে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। উচ্চ রক্তচাপ কিডনীর রক্তনালীর ক্ষতি করলে রক্তের আমিষ বা প্রোটিন প্রস্রাবে নির্গত হয়। ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। এমনকি একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় যখন অতি সামান্য এলবুমিন বা মাইক্রোএলবুমিন যেতে থাকে, প্রস্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব এবং এ পর্যায়ে চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনী রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়।

যখন কিডনী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন রক্তে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে, এর মধ্যে ক্রিয়েটিনিন একটি। রক্তে এই ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নির্ণয় করে কিডনী শতকরা কতভাগ কাজ করছে তা নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। একে বলা হয় ইজিএফআর (EGFR)।

উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনী রক্ষা করার উপায়ঃ

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, দৈনন্দিন লাইফ স্টাইল পরিবর্তন ও ওষুধের মাধ্যমে রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর নিচে রাখতে হবে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করণীয় ঃ

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, লাইফ স্টাইলের পাঁচটি পরিবর্তন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক:

১. ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা। বেশী করে সবজি, ফল এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া।

২. লবণ কম খাওয়া। দুই গ্রাম অথবা এর কম খাওয়া। মনে রাখতে হবে, সব খাদ্যের মধ্যেই লবণ থাকে, কাজেই তরকারিতে লবণ কম, এমনকি পান্তা ভাতও লবণ ছাড়া খাওয়া উচিত। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তারা পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তালিকা তৈরী করে নিতে পারেন।

৩. নিয়মিত ব্যায়াম। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট জোরে হাঁটা।

৪. ধূমপান না করা। কেননা ধূমপান রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে, রক্তচাপ বাড়ায়। কিডনীর রক্তনালীর সঙ্কোচনের মাধ্যমে কিডনী বিকলে সহায়তা করে। ধূমপানের সীমাহীন বিষক্রিয়া থেকে কিডনীও নিস্তার পায় না।

৫. চা, কফি যথাসম্ভব পান না করা। পান করলেও অতি সীমিত পরিমাণে পান করা।

(খ) ওষুধের কারণে কিডনী রোগ

গবেষণায় দেখা গেছে, ওষুধের কারণে শতকরা ৭-১০ ভাগ কিডনী তাৎক্ষণিকভাবে এবং শতকরা ৫-৭ ভাগ কিডনী ধীরগতিতে বিকল হয়ে যেতে পারে। এর কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ ওষুধই কিডনী দ্বারা বের হয়ে যায়। আর সেজন্যই কিডনী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। ওষুধের জন্য বমি হয়ে রক্তচাপ কমে গিয়েও কিডনীর ক্ষতি হ'তে পারে।

এছাড়াও কিছু কিছু ওষুধের কারণে (Nephrotoxic Drugs) বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি, কিডনীর রক্ত প্রবাহ কমিয়ে, এমনকি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে বা সরাসরি কিডনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন- Diclofenac বা NSAID গ্রুপের ওষুধ, যা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ ব্যথা উপশমের জন্য ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় প্রস্রাব বেশী করার জন্য Frusemide বা Diuretics অথবা পায়খানা করার জন্য Laxative জাতীয় ওষুধ খেয়ে শরীরের পানি, লবণ, পটাশিয়াম ও ক্ষারের তারতম্য করে আকস্মিক কিডনী ফেইলুর করতে পারে। এসব ওষুধের সঙ্গে যখন ব্যথা উপশমের ওষুধ দেয়া হয় তখন কিডনীর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

সচরাচর জীবাণুজনিত ইনফেকশনের জন্য যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, এমনকি ব্যথার জন্য ব্যবহৃত এসপিরিন, প্যারাসিটামল, ডাইক্লোফেনাক, আইবুপ্রুফেন, নেপ্রোক্সেন ইত্যাদি জাতীয় ওষুধ কিডনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আর কিডনীর ছাঁকনিকে নষ্ট করে নেফ্রাইটিস করতে পারে যেমন- পেনিসিলামাইন, লেড, গোল্ড, মারকারি এবং আর্সেনিক মিশ্রিত ওষুধগুলো। জেন্টামাইসিন, কেনামাইসিন, সেফালোসপিরিন, রিফামপিসিন, এলুপিরিনল জাতীয় ওষুধও কোন কোন ক্ষেত্রে কিডনীকে অকেজো করে ফেলতে পারে। আবার দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ফেনাসিটিন, ক্যাফিন জাতীয় ওষুধ একনাগাড়ে খেলে অথবা ১০-১৫ বছরে এক থেকে দুই কেজি এনালজেসিক সেবন করলে Analgesic Nephropathy হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বে ১০-৩০ ভাগ ক্ষেত্রে ধীরগতিতে কিডনী অকেজো হওয়ার এটা একটা অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অতএব ঔষধ সেবনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একান্ত যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত অথবা সামান্যতেই ইচ্ছামত ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহই প্রকৃত হেফাযতকারী।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

শীতের সবজি ফুলকপি চাষ

সুস্বাদু পুষ্টিকর সবজি ফুলকপি চাষের উপযুক্ত সময় হচ্ছে শীতকাল। ফুলকপি চাষের জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা বেলে দোঁআশ মাটি খুবই ভাল। বন্যার পলিপড়া জমিতেও এর চাষ ভাল হয়। ফুলকপির তিন ধরনের জাত পাওয়া যায়। যেমন অগ্রিম, মধ্যম বা মূল এবং দেরীতে করা জাত। ফুলকপি চাষের জন্য সাধারণত শীতকাল উপযুক্ত সময়। কিন্তু অগ্রিম ও দেরীতে করা জাত কিছুটা তাপ সহ্য করতে পারে। চাষীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জাতের কিছু নাম উল্লেখ করা হ'ল। পুষা কেটকী, পুসা দিপালী, আলী কুয়ারী, সিলেকটিভ আলি অন, আলি চাইনিজ প্রিন্স, জবাহর, মতি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে মূল জাত ইম্প্রেজ জাপানী, পুসা স্নবল, পুসা সিনথেটিক, ইন্ডিয়ান স্নবল, মেইন গ্রুপ পাটনা এবং বিলম্বে করা জাত স্নবল ১৬, পুসা স্নবল, কে-১, হিয়ার-১ ইত্যাদি।

অগ্রিম বা দেরীতে ফুলকপির চাষ করতে বিঘাপ্রতি ৮০ গ্রাম এবং মূল মৌসুমে করা জাতের জন্য বিঘাপ্রতি ৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। ফুলকপির চারা তৈরীর জন্য উঁচু উর্বর এবং রৌদ্রের তাপ পাওয়া যায় এরূপ জায়গা নির্বাচন করতে হবে। জমিতে ভালভাবে পচনসার মিশিয়ে চাষ দিতে হয়। এরপর ১ মিটার প্রস্থের ২০-২৫ সেন্টিমিটার উচ্চতার এবং চাষীদের সুবিধামত দৈর্ঘ্যের বেড তৈরী করতে হয়। বীজ বুনার আগে বেডগুলো কেপটান বা ফাইটলান ওষুধের মিশ্রণ (১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে) দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। ওষুধ মাটির ১০-১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভিজিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এরপর বেডটা দু'দিনের জন্য পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। দু'দিন পর পলিথিন সরিয়ে দিয়ে আবার কোদাল মেরে ৩-৪ দিনের জন্য রেখে দিতে হয়। এসময় আর পলিথিন দিয়ে ঢাকতে হবে না। বর্ষার সময়ে ও পরে চালির ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ বুনার আগে বীজগুলো ভালভাবে শোধন করে নিতে হবে। অন্যথা পরে চারাগুলো গোড়াপচা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। বীজ শোধনের জন্য সামান্য কেপটান বা বেভিষ্টান ওষুধের সাথে (কেজি প্রতি ৩ গ্রাম ওষুধ) বীজগুলো মিশিয়ে দিয়ে বুনতে হয়। বীজ বুনার আগে ৫ শতাংশ শক্তির মেলথিয়ন পাউডার জমিতে মিশিয়ে দিলে বেডগুলো পোকার উপদ্রব থেকে মুক্ত থাকবে।

চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হ'লে চারাগুলো মূল জমিতে রোপন করা যেতে পারে। চারা তোলার ১ সপ্তাহ আগে থেকেই বীজতলায় পানি দেওয়া কমিয়ে দিতে হবে। এতে চারাগুলো শক্ত হবে এবং মূল জমিতে রোপণ করলে সহজে নষ্ট হবে না। অবশ্য চারা তোলার সময় পানি প্রয়োগ করে তারপরই চারা তুলতে হয়। চারা সতেজ রাখার জন্য ১৫-২০ দিনের চারা তুলে আবার নার্সারীতে রোপণ করাও যায়। পরে এ চারা থেকে ২-৩টা পাতা বের হ'লে মূল জমিতে রোপণ করা যায়।

মূল জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে পচন সার, গোবরসার ইত্যাদি মিশিয়ে দিতে হয়। ভার্মি কম্পোষ্ট প্রয়োগ করলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। জমিতে চাষ দেওয়ার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। অগ্রিম ও দেরীতে করা জাতের জন্য লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার দূরত্বও হবে ৪৫ সেন্টিমিটার। মূলজাত বা মৌসুমের মূল সময়ে করা জাতের জন্য লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার। জমিতে সার প্রয়োগের ৪/৫ দিন পরে চারা রোপণ করতে হবে।

ভাল উৎপাদন পেতে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। ফুলকপির উচ্চফলনশীল অনুমোদিত জাতগুলোর জন্য বিঘাপ্রতি ১২ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১১ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার শেষ চাষের সময়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। এরপর চারা রোপণের ১ মাস পর আবার বিঘাপ্রতি ১২ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা সার চারার গোড়া বা লাইনের মধ্যে দিতে হবে। বিঘাপ্রতি ১ কেজি বরাক্স প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এ সার মাটিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য সারগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ করার পরে নিয়মিতভাবে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে প্রয়োজন অনুসারে ১৫-২০ দিন অন্তর একবার জমিতে পানি সেচ দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার প্রয়োগের পর চারার গোড়ায় মাটি চাপা দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর ২-৩ দিন পানি দিতে হয়। প্রয়োজনমত আগাছা দমন করতে হয়। রোগ-পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কৃষি বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়।

আমাদের দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ফুলকপি চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। শীত মৌসুমে এখানে ফুলকপির প্রচুর ফলন হয়। চাহিদাও প্রচুর। এ মৌসুমে ফুলকপি চাষ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

[সংকলিত]

কবিতা

আমাদের বিপ্লব চলবেই

- আব্দুল জাব্বার
কুলবাড়িয়া, মেহেরপুর।

আমাদের বিপ্লব চলবেই
কুরআনের বিপ্লব চলবেই
ইসলামী বিপ্লব চলবেই
মুক্তির বিপ্লব চলবেই
সত্যের পদাঘাতে মোদের সমাজ হ'তে
মিথ্যার পাহাড় একদিন টলবেই
আমাদের বিপ্লব চলবেই।
মানুষের মতবাদ চলবে না আর
বাতিল সমাজ ভেঙ্গে হবে ছারখার
এদেশের আকাশে মুক্ত বাতাসে
কালেমার পতাকা একদিন দুলবেই
আমাদের বিপ্লব চলবেই।
সন্ত্রাস-রাহাজানী খুন আর ধর্ষণ
এ সমাজ একদিন করবেই বর্জন
এ সমাজের বিফলতা থাকবে না কুফলতা
সফলতার প্রদীপ শিখা একদিন জ্বলবেই
আমাদের বিপ্লব চলবেই।
চলবে না সূদ-ঘুষ যেনা-ব্যভিচার
থাকবে না দুর্নীতি কোন অনাচার
শিরক-বিদ'আত কাজ ভুলে যাবে এ সমাজ
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ধরে চলবেই
আমাদের বিপ্লব চলবেই।
সৎলোক পরবেই বাদশাহী তাজ
এ সমাজে চালু হবে কুরআনের রাজ
বিজাতীয় মতবাদ হয়ে যাবে উৎখাত
অহী-র বিধান একদিন চলবেই
আমাদের বিপ্লব চলবেই।
***

আত-তাহরীক খোল

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীক সঙ্গে রেখে
জ্ঞানের রেণু অংগে মেখে
সম্মুখ পানে চলো
কুরআন-হাদীছ জানতে হ'লে
সঠিকভাবে মানতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
আত-তাহরীক জ্ঞানের মশাল
বাতিলের বিরুদ্ধে শক্ত এ ঢাল
আঁধার রাতের আলো
কুরআন-হাদীছ জানতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
আত-তাহরীক জ্ঞানীর জীবন
সজিব করে মৃত জীবন
বাংলাদেশের সব ঘরে ভাই
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো
হক্ব আর বাতিল চিনতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
আত-তাহরীক আমরা পড়ি
জ্ঞানের 'জিয়ন' সদাই নাড়ি
দেই না তাকে একটু ছাড়ি
আঁধার রাতের আলো
জ্ঞান-গরীমায় গড়তে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
***

গরীবের ঈদ

- আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ঈদের খুশীর বান ডেকেছে
গরীবের ছোট্ট কুটিরে,
সবার মুখে মধুর হাসি
কবে পাব ফিরে॥
ঈদের এ আনন্দের দিনে
কেউ হয় সুখী,
কেউবা দু'নয়নের জল ফেলে
থাকে সারাক্ষণ অসুখী॥
পিতৃহারা ছোট্ট শিশু
মায়ের কোলে কাঁদে
নতুন জামা-প্যান্ট ছাড়া
যাবে না সে ঈদে॥
খুশির ঈদে খোকা-খুকু
ধরে অনেক বায়না,
কিনে দিতে হবেই হবে
চুড়ি-চিরনী-আয়না॥
বুঝল না অবুঝ শিশু
কেমন দুঃখী তার মা
কি করে সে কিনে দেবে
ঈদে নতুন জামা॥
ফুটপাতেতে অসহায় হয়ে
পড়ে আছে যারা
ছেঁড়া একটা জামা পরে
ঈদটা কাটায় তারা॥
এমনি করেই গরীবেরা
ঈদকে করে জয়,
এটা হ'ল সব গরীবের
আসল পরিচয়॥
***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সুন্নাত ও বিদ'আত)-এর সঠিক উত্তর

১। সূরা হাশরের ৭ নং আয়াত দ্বারা।
২। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পদ্ধতি।
৩। ইসলামী শরী'আতে নতুন সৃষ্টি।
৪। প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।
৫। ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ৩টি। লাল, সবুজ ও নীল।
২। প্রিজমের কাজ করে।
৩। ৭টি। যথা- বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।
৪। বেগুনি।
৫। লাল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শব্দ বিষয়ক)

১। 'ইসলাম' শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে ও এর অর্থ কি?
২। 'ঈমান' শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এর অর্থ কি?
৩। 'জিহাদ' শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে ও এর অর্থ কি?
৪। 'মুহাজির' শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে ও এর অর্থ কি?
৫। 'কুফর' শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এর অর্থ কি?

** সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান*
পাকুড়িয়া, ভেণ্ডাবাড়ী
পীরগঞ্জ, রংপুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)

১। সৌরজগৎ কি?
২। সৌরজগতে মোট গ্রহ কয়টি?
৩। সৌরজগতে মোট উপগ্রহ কয়টি?
৪। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ কোনটি?
৫। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও দ্রুততম গ্রহ কোনটি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বাটিকামারী, চারঘাট, রাজশাহী ১৯ অক্টোবর রবিবার: অদ্য বাদ মাগরিব বাটিকামারী পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বাকী বিল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আল-আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোহানুল ইসলাম।

যোথরঘু, চারঘাট, রাজশাহী ২০ অক্টোবর সোমবার: অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় যোথরঘু ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ মুমতায আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিমা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সালমা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশরাফুল ইসলাম।

পুটিমারী, চারঘাট, রাজশাহী ২০ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য দুপুর ১২-টায় পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুরসালীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শ্রাবণী খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ সোহানুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা শাহনাজ আখতার।

বাটিকামারী, চারঘাট, রাজশাহী ২০ অক্টোবর সোমবার: অদ্য বাদ যোহর বাটিকামারী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মাহতাব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি এ্যানী খাতুন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আমীর হামযাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোহানুল ইসলাম।

বাটিকামারী, চারঘাট, রাজশাহী ২০ অক্টোবর সোমবার: অদ্য বাদ মাগরিব বাটিকামারী পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব যিল্লুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ইফতেখার মাহমূদ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সানারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোহানুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ নভেম্বর শুক্রবার: অদ্য সকাল ৬-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনের দ্বিতীয় তলার হল রুমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সোনামণিদেরকে ছালাত, তাওহীদ, শিরক, বিদ'আত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। আগামী দিনে তারাই জাতির নেতৃত্ব দিবে। তাই তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। এ সময় নওদাপাড়া মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, রাজশাহী মহানগরী ও নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সোনামণি পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুলায়মান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি মারকায শাখার সহ-পরিচালক রবীউল আউয়াল।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সোনামণি সংগঠনের সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত 'কুরআন ও হাদীছ প্রতিযোগিতা' আগামী ২৩ জানুয়ারী যেলা পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩০ জানুয়ারী এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। ১ম গ্রুপে (১৫ বছর পর্যন্ত) অংশগ্রহণ করার জন্য সকল সোনামণিদেরকে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সোনামণি যেলা পরিচালকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। বিস্তারিত ৫৬ পৃঃ দ্রঃ।

-পরিচালক, সোনামণি

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে নাটক প্রদর্শন

গত ৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৫-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবলীস চত্বরে ধুমকেতু নাট্য সংসদের পরিচালনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচী' পরিবেশিত 'মান্দার' নাটকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। উক্ত নাটকে একটি ব্যঙ্গ চরিত্রের নাম রাখা হয় 'মো. রসুল মিয়া'। নাটকের মধ্যে মো. রসুল মিয়ার চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে একাধিক দৃশ্যে অশ্লীল-অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। যেমন নাটকের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'চৌধুরীঃ রসুল মিয়া... আসন পাতেন.... রসুলঃ জ্বী। চৌধুরীঃ এ কুত্তার বাচ্চা... কতদিন না কইছি... কইবি জ্বী জনাব। এতে মান বাড়ে। চৌধুরীঃ মো. রসুল মিয়া অহন কওতো- ঐ মান্দার গাছ কেলা লাগাইছিন?' অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, 'রসুলঃ তার মানে আপনে মরেও কি চম্পা গাছে আর পাতা থাকবো না। চৌধুরীঃ ঐ কুত্তার বাচ্চা... তুই এনো কিতার লাইগ্যা আইছছ?' এভাবে নাটকটির একাধিক জায়গায় মো. রসুল চরিত্রকে গালি-গালাজ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে।

'মান্দার' নাটকটি পরিচালনা করে উদীচীর রাবি শাখার সেক্রেটারী ও ছাত্র ইউনিয়ন রাবির সভাপতি আবু সায়েম। নাটকটি রচনা করে 'প্রাচ্যনাট' দলের সদস্য রাহুল আনন্দ।

নাটকটি প্রদর্শনের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং এর সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জন্য রাবি ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে জোর দাবী জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'ও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে এবং এর সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবী করে। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নয় গোটা দেশের তাওহীদী জনতা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। তারা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং সরকারের কাছে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে।

মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের পাঁয়তারা

ঢাকার কতিপয় বুদ্ধিজীবী(?) মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। তাদের আবেদনে এই প্রকল্প মৌলবাদ এবং ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প এবং মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে এবং মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি দেশের দরিদ্র, শিক্ষা ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ করে আসছে। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের তিনটি পর্যায় সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় চলছে, যা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮-এ সমাপ্ত হবে। ১৯৯৩-২০০৭ সাল পর্যন্ত ২৫ লাখ শিশুকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার মূল স্রোত সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে। অথচ প্রকল্পের বিরোধিতাকারীরা শুধুমাত্র মসজিদভিত্তিক প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষার ব্যাপারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত তারা করেননি। এখেকেই তাদের গোমর ফাঁস হয়ে গেছে।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ সম্প্রসারণে সঊদী আরবের ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকার অনুদান প্রদান

সঊদী আরব জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকারও বেশী অনুদান দিয়েছে। সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকাস্থ সঊদী দূতাবাস ১৩ অক্টোবর এই অর্থের চেক হস্তান্তর করেছে। রাষ্ট্রদূত ডঃ আব্দুল্লাহ বিন নাসের আল-বুসাইরী দূতাবাস অফিসে জিবিবি লিমিটেড এবং ছিদ্দীকী এ্যান্ড পাটনাসের প্রতিনিধির কাছে এই চেক প্রদান করেন।

ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বশেষ প্রযুক্তি এখন বাংলাদেশে

ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বশেষ প্রযুক্তি জাইরোনাইফ ডিজিটাল-৬০ এখন বাংলাদেশে। এই প্রযুক্তিতে শরীরের যে কোন অঙ্গের

ক্যান্সার নির্মূলে রেডিওথেরাপির মাধ্যমে অতি উচ্চমাত্রায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টিগত মাত্রায় রেডিয়েশন প্রয়োগ করা হবে। এতে করে সম্পূর্ণভাবে ক্যান্সার নির্মূল করা যাবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শরীরের সুস্থ অংশ অত্যন্ত কম রেডিয়েশনের মাত্রা পেয়ে থাকে, কিন্তু ক্যান্সার আক্রান্ত অংশকে বেশী মাত্রার রেডিয়েশন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, যা কি-না বর্তমান লিলিয়ার এক্সেলেটর প্রযুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ৫, ১৫, ২৫ ও ৫০ মিলিমিটার/কলিমিটারের সাহায্যে বিভিন্ন পরিধির ক্যান্সারের চিকিৎসা প্রদান সম্ভব। গত ৮ নভেম্বর স্থানীয় একটি হোটেলে ক্যান্সার চিকিৎসায় আধুনিকতম সংযোজন 'জাইরোনাইফ মেশিনের প্রয়োগ : রেডিওথেরাপি চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক একটি সিম্পোজিয়ামে বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। 'জাইরোনাইফ ডিজিটাল কোবাল্ট-৬০' প্রযুক্তিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত চিকিৎসা দেবে বেসরকারী হাসপাতাল জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল। ইতিমধ্যে এখানে এই প্রযুক্তির ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

মাত্র ৭শ' টাকার জন্য খুন!

মাত্র পাওনা ৭শ' টাকা না দেওয়ায় গত ৭ নভেম্বর সকালে পাওনাদারের হাতে খুন হয়েছে রংপুরের পীরগাছা উপযেলার সদর থানার সামিউল নামের এক হতদরিদ্র। জানা গেছে, উপযেলার সদর ইউনিয়নের তালুকইশাদ গ্রামের তমরুদ্দীনের পুত্র সামিউল একই এলাকার মুদি ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীরের মুদির দোকান থেকে বাকীতে ৭শ' টাকার মালামাল কিনে। কয়েকদিনেও টাকা পরিশোধ না করায় ঐদিন সকাল ৮-টায় জাহাঙ্গীর তার স্ত্রীসহ সামিউলের কাছে এসে তার পাওনা ৭শ' টাকা দাবী করে। সামিউল বিকেলে টাকা দেয়ার কথা বললে জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সামিউলের বুকে একটি ঘুসি মারলে ঘটনাস্থলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা যায়।

ব্যাংক ঋণ ও আমানতের সূদের হারে বাংলাদেশের স্থান দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের ঋণ ও আমানতের সূদের হারের ব্যবধান অর্থাৎ স্প্রেড বেশী। স্প্রেড হার বাড়ার দিক দিয়ে বাংলাদেশের হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। স্প্রেড হচ্ছে মূলতঃ ঋণ ও জমার ক্ষেত্রে গড় হার। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এ হার ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ, যা ভারতে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৪ শতাংশ। গড় হিসাব করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশী স্প্রেড হচ্ছে শ্রীলংকায়। সেখানে এই হার ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।

গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে প্রায় ৪ হাযার মানুষ

পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেছেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা আশঙ্কাজনকহারে বেড়েছে। গত বছর সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ হাযার ৭৪৯ জন মারা গেছে। মামলা হয়েছে ৩ হাযার ৪৪৮টি। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে মৃতের সংখ্যা আরো বেশী হবে। এসব দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ হাযার কোটি টাকা ধরা হচ্ছে, যা জিডিপির শতকরা ১ দশমিক ৫ ভাগ। গত বছর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এ্যান্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন হাসপাতালে (পঙ্গু হাসপাতাল) অপারেশন হয়েছে ৪১ হাযার ৮১৭টি। এই অপারেশনের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল রোড এক্সিডেন্ট।

তিন জাতের উচ্চফলনশীল ধান উদ্ভাবন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল আরো তিনটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এগুলো হচ্ছে রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ব্রি-৪৮, রোপা আমনের জন্য ব্রি-৪৯ এবং বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি হাইব্রিড ধান-২। এই জাতগুলোকে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। এ নিয়ে সংস্থার বিজ্ঞানীরা মোট ৫০টি জাতের ধান উদ্ভাবন করলেন। ব্রি-৪৮ প্রতি হেক্টরে পাঁচ টন এবং ১১৫ দিনে ফলন সম্ভব। চাল মাঝারি আকৃতির এবং ভাত ঝরঝরে। এই জাত পাতাপোড়া রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে। ব্রি-৪৯ জাতটিও পাঁচ টন ফলন দেবে। কাছাকাছি জাতের ধান বিআর-১১ থেকে আধা টন এবং ৩২ থেকে এক টন বেশী ফলন দেয়। এই ধানের চালের আকৃতি ও ভাতের স্বাদ নাজিরশাইলের মত। এই জাতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হবে। রোদ-বৃষ্টিতেও হেলে পড়বে না। একই জাতের অন্যান্য ধানের চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে। ব্রি হাইব্রিড ধান-২ এর ফলন হেক্টর প্রতি সাড়ে আট মন। ১৪৫ দিনে এই ধান কাটা সম্ভব হয়। চাল মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে।

Contents

ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বারাক ওবামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দেশটির ৪৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ৪ দশক আগে মার্টিন লুথার কিংয়ের স্বপ্নকে যেন বাস্তবে মেলে ধরলেন। পরিবর্তনের শ্লোগানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়লেন ওবামা। জনপ্রিয় (পপুলার) এবং ইলেক্টোরাল উভয় ভোটেই ওবামা তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইনকে পরাজিত করেছেন। মোট ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের মধ্যে ওবামা পেয়েছেন ৩৪৯টি এবং ম্যাককেইন পেয়েছেন ১৬২টি। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। সিনেটের ১০০ আসনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছেন ৫৬ এবং রিপাবলিকানদের দখলে গেছে ৪০টি আসন। অন্যদিকে প্রতিনিধি পরিষদের মোট ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছেন ২৫১টি এবং রিপাবলিকানরা ১৭৩টি। পপুলার ভোটের শতকরা ৫২ ভাগ ওবামা, ৪৬ ভাগ ম্যাককেইন এবং ১ ভাগ পেয়েছেন রালফ নাদের। প্রদত্ত ভোটের মোট ৬ কোটি ২৪ লাখ ৪৩ হাযার ২১৮ ভোট পেয়েছেন ওবামা। আর ম্যাককেইন পেয়েছেন ৫ কোটি ৫৩ লাখ ৮৬ হাযার ৩১০ ভোট।

ওবামা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'পরিবর্তন এসেছে আমেরিকায়, সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যের চেতনায় আপনারা অটুট থাকুন'। বিজয়ের পরপর শিকাগোতে লক্ষাধিক লোকের এক সমাবেশে বারাক ওবামা আরো বলেন, লাল-নীলের বিভেদ ভুলে যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

ওবামা প্রেসিডেন্ট হয়ে অনেকগুলো নতুন ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। প্রথমটি প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে প্রেসিডেন্ট হওয়া, দ্বিতীয়টি একজন কংগ্রেসম্যান থেকে ধাপে ধাপে প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং শেষটি হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের পর শিকাগো থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া। সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন সেটি হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্বেতাঙ্গ আমেরিকায় সংখ্যালঘিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইরাক যুদ্ধের কারণেই হেরে গেলেন ম্যাককেইন। মানুষ যখন অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত, তখন প্রতি মাসে ইরাক যুদ্ধের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার পাঠাতে হয় বাগদাদে। ভোটাররা বুশের এই আত্মবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের ক্ষোভ ঝেড়েছেন ম্যাককেইনের উপর। তাছাড়া ওবামার নির্বাচিত হওয়ার পেছনে প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছে প্রথমবারের মত ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া ৯০ লাখ ভোটার ও দেশের তরুণ সমাজ। ৫২ শতাংশ নারীরাও তাকেই ভোট দিয়েছেন। আর কৃষ্ণাঙ্গরা তো একচেটিয়াভাবে তাকে ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনী ব্যয় : বিশ্বের ইতিহাসের সর্বকালের ব্যয়বহুল নির্বাচন ছিল এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এবার সেদেশের নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে এক হাযার ২২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৪ সালের নির্বাচনের ব্যয় ছিল ৯৮৭ মিলিয়ন ডলার ২০০০ সালে ব্যয় হয়েছিল ৬৫০ মিলিয়ন ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি :

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্বের অন্য সকল গণতান্ত্রিক দেশের চেয়ে ভিন্ন। সেখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না; বরং তাদের পপুলার (জনপ্রিয়) ভোটে ইলেক্টোরাল কলেজ বা নির্বাচক সংস্থা নির্বাচিত হয়। যিনি ইলেক্টোরাল কলেজের বেশী প্রতিনিধির সমর্থন পান, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যে অঙ্গরাজ্যে যে দল অধিকাংশ ভোট পাবে সে রাজ্যের সব ক'টি ইলেক্টোরাল প্রতিনিধি সে দলের হবে। মাত্র ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েও তা হতে পারে আবার তা ৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে হ'তে পারে। যেমন- ক্যালিফোর্নিয়ার ইলেক্টোরাল প্রতিনিধির সংখ্যা ৫৫। ধরুন, জয়ী পার্টি পেল ৫১ শতাংশ ও বিজিত পার্টি পেল ৪৯ শতাংশ ভোট। এক্ষেত্রে ৫৫ জন প্রতিনিধি হবে বিজয়ী দলের। সুতরাং পপুলার ভোট কম পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'তে পারেন। এ পদ্ধতির কারণে জনগণের কম ভোট পেয়েও আমেরিকার ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়ার নযীর আছে তিনটি। ১৮৭৬ সালে রদারফোর্ড হায়েস, ১৮৮৮ সালে বেনজামিন হ্যারিসন ও ২০০০ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশ। বুশ ২৭১টি ইলেক্টোরাল ভোট পান আর প্রতিদ্বন্দ্বী আলগোর পেয়েছিলেন ২৬৬টি। কিন্তু জনগণের ভোটে বুশের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন গোর। বুশ পেয়েছিলেন পাঁচ কোটি চার লাখ ৫৬ হাযার দুই ভোট। গোর পেয়েছিলেন পাঁচ কোটি নয় লাখ ৯৯ হাযার ৮৯৭ ভোট।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে মোট ইলেক্টোরাল ভোট ৫৩৮টি। কোন প্রার্থী ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোট লাভে ব্যর্থ হলে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুসারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার দায়িত্ব আসবে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের হাতে। তখন প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের হাউস সদস্যরা যৌথভাবে একটি ভোট দিবেন কোন একজন প্রার্থীর পক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্য যে প্রার্থীর দিকে ভোট দেবে তিনিই হবেন প্রেসিডেন্ট। ১৮০১ সালে থমাস জেফারসন আর ১৮২৫ সালে জন কুইন্সি অ্যাডামস হাউসের ভোটে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

একেকটি স্টেটের জন্য কয়জন ইলেকটর থাকবেন তা স্থির করার ক্ষেত্রে নির্ভর করা হয় নির্দিষ্ট স্টেটের কতজন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসে আছেন তার উপর। কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ অর্থাৎ সিনেট ও হাউসে স্টেটের যে কয়জন সদস্য থাকবেন, ঠিক ততগুলো ইলেক্টোরাল ভোট নির্ধারিত থাকবে স্টেটটির জন্য। অঙ্গরাজ্যগুলোর বাইরে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার জন্য তিনজন ইলেক্টরেট বরাদ্দ দেয়া আছে।

ওবামার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ১৯৬১ সালের ৪ আগষ্ট মার্কিন দ্বীপ হাওয়াইটের রাজধানী হনলুলুতে জন্মগ্রহণ করেন। কেনিয়ান বাবা বারাক হোসেন ওবামা সিনিয়র ও মার্কিন মাতা এন ডানহামের গর্ভে বারাক ওবামার জন্ম। তিনি ইন্দোনেশিয়ার একটি খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে স্নাতক পাশ করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তিনি ইলিনয়ের সিনেটর ছিলেন। ২০০৪ সালেই তিনি পুনরায় ঐ রাজ্যের সিনেটর নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান মিশেলকে ওবামা বিয়ে করেন। বর্তমানে তার দুই কন্যা রয়েছে।

জন ম্যাককেইনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

জন সিডনি ম্যাককেইন ১৯৩৬ সালের ২৯ আগষ্ট পানামার মার্কিন ঘাঁটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও পিতামহ উভয়েই

মার্কিন নৌ-বাহিনীর এ্যাডমিরাল ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মার্কিন নেভাল একাডেমী থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে পাঁচ বছর যুদ্ধবন্দী হিসাবে কাটান। ১৯৮২-৮৬ পর্যন্ত তিনি প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি অ্যারিজোনার সিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

উচ্চ খাদ্যমূল্যে কষ্টে আছে বিশ্বের ১শ' কোটি মানুষ

বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধার মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বের সব দেশে এর বিরূপ প্রভাব পড়লেও দরিদ্র দেশগুলোতে এর প্রভাব প্রকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও তিন কোটি মানুষ খাদ্য রেশনিং বাবদ ফুড স্ট্যাম্প নিতে বাধ্য হয়েছে। দাতাসংস্থা অক্সফামের এক হিসাবে দেখা গেছে, খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের প্রায় ১শ' কোটি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে। চাল, গম ইত্যাদি মৌলিক খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে চলতি বছরেই অতিরিক্ত প্রায় ১২ কোটি মানুষ ক্ষুধার কবলে পড়েছে। ইথিওপিয়া, সোমালিয়া সহ আশপাশের অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উন্নয়নশীল দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের স্বাভাবিক খাবার গ্রহণের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়। পুষ্টিকর খাবারের দাম বেশী হওয়ায় কোন মতে পেটে দেয়ার মত অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে বেশী করুণ অবস্থা দেখা যায় ফিলিপাইন এবং মানামায়। এখানকার প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষই স্বীকার করেছে তারা নিজেদের খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। এভাবে বিশ্বের ২৬টি দেশে ৪৩ শতাংশ জনগণ স্বীকার করেছে, তারা খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণে নিজেদের খাদ্য বাজেট কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মত শিল্পোন্নত দেশের জনগণও তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলেছে। অস্ট্রেলিয়ার ২৭ শতাংশ, ব্রিটেনের ২৫ শতাংশ ও জার্মানির ১০ শতাংশ জনগণ স্বীকার করেছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তারা স্বাভাবিক খাবারের মেন্যু অনেক কমিয়ে ফেলেছে।

দেনার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ সেকেণ্ডে একটি করে বাড়ী নিলামে উঠছে

এ বছর প্রতি ১০ সেকেণ্ডে একটি করে বাড়ী নিলামে উঠেছে আমেরিকায়। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতি মাসে দেনার দায়ে নিলামে উঠেছে আড়াই লাখ বাড়ী। নিলামে ওঠা বাড়ির মালিকের অধিকাংশেরই রয়েছে স্কুল-কলেজগামী সন্তান। ফলে বসতবাড়ী হারিয়ে এক অবর্ণনীয় পরিবেশে দিনাতিপাত করছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের প্রায় সবাই।

চীন-তাইওয়ান ঐতিহাসিক চুক্তি

তাইওয়ান ও চীনের মধ্যে প্রতিদিন সরাসরি বিমান চলাচল, মালামাল পরিবহন রুট ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ৪ নভেম্বর ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছয় দশকের বৈরী সম্পর্কের অবসান ঘটাতে দেশ দু'টির মাঝে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর কয়েকশ' কোটি ডলারের চারটি চুক্তি হয়। তাইওয়ানের প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) বিরোধিতা সত্ত্বেও বেইজিংয়ের সঙ্গে এ চুক্তি করল তাইপে। চীনা আলোচক চেন ইয়ুনলিন ও তাইওয়ানের পিকে চিয়াং এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে বিমান যাত্রীর সংখ্যা তিনগুণ করা হবে ও কার্গো শিপমেন্ট চালু হবে। তাছাড়া দেশ দু'টি পোস্টাল সার্ভিস ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের ব্যাপারেও সম্মত হয়। এর পূর্বে সার্বভৌমত্ব ও ক্রুদের জাতীয়তা এবং বিমানে বহন করা পতাকার কারণে চীন-তাইওয়ান সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ ছিল এবং বিমানগুলোকে তৃতীয় কোন দেশে মালামাল খালাস করতে হ'ত।

ভারতের মনুষ্যবিহীন চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ

ভারত গত ২২ অক্টোবর সাফল্যের সঙ্গে তাদের প্রথম মনুষ্যবিহীন চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ করেছে। এই চন্দ্রযান উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ভারত চন্দ্র অভিযানে অন্যান্য মহাকাশচারী দেশের কাতারে শামিল হ'ল। চন্দ্রযান-১ নামে এই বাহনটি চাঁদের চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় দু'বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে এবং চাঁদের বুকে যন্ত্র স্থাপন করে পানি ও হিলিয়াম গ্যাস আছে কি-না পরীক্ষা করবে। ঐদিন অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলে শ্রীহরিকোটা দ্বীপের সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে চার স্তরের ৩০০ টন ওযনের পিএসএলভি-সি ১১ রকেটের মাধ্যমে স্থানীয় সময় সকাল ৬-টা ২০ মিনিটে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১ নামের ভারতের প্রথম মনুষ্যবিহীন চন্দ্রযান। ১১টি পে-লোড সহ ১৩৮০ কেজি ওযনের চন্দ্রযান-১ কে প্রায় ১৯ মিনিট পর নির্দিষ্ট ট্রান্সফার অরবিট বা কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। চন্দ্রযানটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে জাতীয় পতাকা স্থাপন ছাড়াও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি একটি গবেষণা প্রোব নামাবে চাঁদের বুকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদে পানি, হিলিয়াম, আইসোটোপ, টিটালিয়াম ইত্যাদি উপাদান কি পরিমাণ আছে তা পরীক্ষা করবে। উল্লেখ্য, চন্দ্রযান-১ কর্মসূচীতে ভারতের খরচ পড়বে ৮ কোটি ডলার।

ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

ব্রিটেনে বেকারের হার গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগষ্ট পর্যন্ত গত তিন মাসে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৭ শতাংশে। সরকারী উপাত্ত থেকে একথা জানা গেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাব মতে, মে পর্যন্ত গত তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ব্রিটেনে ২০০০ সালের পর ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেকারত্বের এই হার সর্বোচ্চ।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাজা জিগমে খেসার

সারাবিশ্ব যখন অর্থনৈতিক সংকটে প্রায় বিপর্যস্ত তখন ভুটানের নতুন রাজার অভিষেকে বিপুল অর্থ ব্যয় সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। গত ৬ নভেম্বর ভুটানের নতুন রাজা হিসাবে জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুককে (২৮) মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়। রাজধানী থিম্পুর রাজপ্রাসাদে সাবেক রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ রীতিতে অক্সফোর্ড পড়ুয়া ছেলের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। নামগিয়েল এখন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ শাসক ও ভুটানের ৫ম রাজা।

২০০৬ সালে রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ঘোষণা করলে তার ছেলে জিগমে খেসার নামগিয়েল বিশ্বের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান মনোনীত হন। গত মার্চ মাসে ভুটানের নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং লিয়োনছেন জিগমে ওয়াই থিনলে প্রধানমন্ত্রী হন।

Contents

মুসলিম জাহান

হাদীছ শাস্ত্রে অবদানের জন্য সঊদী আরবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন

ইলমে হাদীছে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, হাদীছ সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার জন্য বিশ্বের গবেষকদের উৎসাহিত করা, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ এবং ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশের নিমিত্তে সঊদী আরবে 'জায়েযাতু নায়েফ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ লিস-সুন্নাহ আন-নাবুবিইয়াহ ওয়াদ-দিরাসাত আল-মু'আসিরাহ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হবে সেগুলি হ'ল- ১. হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ তাহক্বীক্ব ও পর্যালোচনা ২. হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়ন ৩. হাদীছ শাস্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান ও ৪. হাদীছ শাস্ত্রের খিদমতের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অবদান রাখা।

গত ২২ সেপ্টেম্বর (২১শে রামাযান) মদীনা মুনাওয়ারায় হাদীছ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সঊদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমীর নায়েফ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ বলেন, এ পুরস্কার ইসলামের প্রতি বিশেষত হাদীছের প্রতি সঊদী আরবের সীমাহীন গুরুত্ব প্রদানের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরস্কার সম্পর্কে মসজিদে নববীর ইমাম ও খত্বীব ডঃ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস বলেন, মুসলিম উম্মাহ্‌র এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে ইসলাম ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে ভালবাসা এবং উদারতা ও সহজতার সাথে সঠিকভাবে তা আঁকড়ে ধরা অতীব যরূরী। এর মাধ্যমে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ কুরআন-সুন্নাহ্‌র মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে সক্ষম হবে।

পুরস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিটঃ www. naifprize.org.sa

মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট আন্নি নাশিদ

এশিয়ার সবচেয়ে বেশী সময় ধরে ক্ষমতাসীন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামূন আব্দুল কাইয়ূম ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সেদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন কাইয়ূম সরকারের আমলে ২৭ বার কারাভোগকারী মুহাম্মাদ আন্নি নাশিদ (৪১)। নির্বাচনে তিনি ৫৪ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। কাইয়ূম পেয়েছেন ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট। এর আগে গত ৯ ও ১০ অক্টোবর মালদ্বীপের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বহু দলের অংশগ্রহণে প্রথম দফা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে কোন প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় ২৮ অক্টোবর দ্বিতীয় দফায় এ ভোট হয়। মামূন আব্দুল কাইয়ূম (৭১) ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩ লাখ সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, আন্নি নাশিদ গত ১১ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

দারফুরে সহিংসতায় চলতি বছর বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাযার মানুষ

সূদানের গোলযোগপূর্ণ দারফুর প্রদেশে সহিংসতার কারণে চলতি বছর প্রায় ২ লাখ ৩০ হাযার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন একথা জানিয়েছেন। জাতিসংঘ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দারফুরে ২০০৩ সাল থেকে শুরু হওয়া সংঘাতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখ মানুষ নিহত ও ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

৬০ বছর পর সিরিয়া-লেবানন কূটনৈতিক সম্পর্ক

সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যে গত ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার ৬০ বছর পর এই প্রথম দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ১৪ অক্টোবর লেবাননের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে এক আদেশ জারী করার পর এ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গত কয়েক মাসে ফ্রান্সের উদ্যোগে আলাপ-আলোচনার ফল হিসাবে লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে এ ঐতিহাসিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল।

সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালীদ মু'আল্লিম এবং লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাওজি সালোনখ এক যৌথ বিবৃতিতে সই করে সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরুর ঘোষণা দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপর তাদের সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠবে।

পাকিস্তানে সাইবার সন্ত্রাসের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

সাইবার সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠতে পারে এমন কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের জন্য সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান করে একটি আইন করেছে পাকিস্তান। দেশটির প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এক ফরমান জারির মাধ্যমে ঐ বিধান করেন। প্রেসিডেন্ট জারদারির ৬ নভেম্বর জারী করা ঐ অধ্যাদেশটিতে বলা হয়, কম্পিউটার কিংবা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত যেকোন ব্যক্তির জন্য 'ইলেক্ট্রনিক অপরাধ প্রতিরোধ' নামের ঐ আইনটি প্রযোজ্য হবে। আইনটি পাকিস্তানে কিংবা পাকিস্তানের বাইরে বসবাসরত যে কোন পাকিস্তানী কিংবা বিদেশী নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আইনটিতে বলা হয়, জেনেশুনে কোন সন্ত্রাসবাদী কাজের উদ্দেশ্যে কেউ কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কিংবা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে ঢুকলে সেটিকে 'সাইবার সন্ত্রাস' হিসাবে গণ্য করা হবে। 'সন্ত্রাসবাদী কাজ' হিসাবে অনেক কিছুকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আইনটিতে। এর মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র কিংবা পরমাণু অস্ত্র বানানোর জন্য প্রয়োজন হয় এমন কোন গোপনীয় তথ্য বা নথিপত্র চুরি করা, কপি করা কিংবা চুরি করার চেষ্টা চালানো।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গপাগপ পেট পুরে খেলে স্থূলতা বাড়ে

যেসব লোক গোগ্রাসে পেট পুরে খায়, তাদের মোটা হওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ও কম খাওয়া লোকদের তুলনায় তিন গুণ বেশী। একজন জাপানী গবেষক সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছেন। এ গবেষণায় স্থূলতা বা মোটা হয়ে যাওয়ার জন্য ফাস্টফুডকে দায়ী করা হয়। ওসাকা ইউনিভার্সিটির হিরোয়াসু ইসো ও তার সহকর্মীরা এ গবেষণা চালান। ৩০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ১ হাযার ১২২ জন পুরুষ ও ২ হাযার ১৬৫ জন নারীকে তারা খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের ওযন পর্যবেক্ষণ করতে বলেন। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পুরুষ ও অর্ধেকের সামান্য বেশী সংখ্যক নারী জানিয়েছে, তারা সব সময় পেট পুরে খায়। অর্ধেকের কিছুটা কম সংখ্যক পুরুষ ও প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নারী জানায়, তারা দ্রুত খায়। যেসব নারী-পুরুষ পেট পুরে খায়নি তাদের তুলনায় পেট পুরে খাওয়া নারী-পুরুষের ওযন দ্বিগুণ বলে জানা গেছে। যারা দ্রুত পেট পুরে খেয়েছেন তাদের ওযন তিনগুণ বেশী বলে জানা গেছে।

২০ মিনিটে ডেঙ্গু শনাক্ত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ডেঙ্গু টেস্ট করা যাবে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিটে। এমনই এক কিট দেশে এসেছে। যার নাম অ্যাশিওর ডেঙ্গু আইজিএ র‍্যাপিড টেস্ট। ডেঙ্গুরোগ শনাক্ত করতে এই কিটটি আবিষ্কার করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডঃ বিজন কুমার শীল। গত ২৮ অক্টোবর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি ডেঙ্গু আইজিএ র‍্যাপিড টেস্ট কিটের বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা ও তুলনামূলক সফলতার উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ডঃ শীল বলেন, জীবাণু বিস্তারের মাত্রা ও আক্রান্ত হওয়ার সময়ের উপর নির্ভর করে ডেঙ্গুরোগ নির্ণয়ে কয়েক ধরনের পরীক্ষা রয়েছে। এর মধ্যে আইজিএ নির্ভর ডেঙ্গু পরীক্ষা বিশ্বে সর্বাধুনিক হিসাবে বিবেচিত। আইজিএ কিট প্রথম ও দ্বিতীয়বার আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীদের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬ ভাগ সফল বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এটি ব্যবহার করে সহজেই ডেঙ্গুরোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এক ফোঁটা রক্ত দিয়েই এ টেস্ট করা যাবে।

ফ্লাইং কার!

ফ্লাইং কার শিগগিরই সায়েন্স ফিকশনের জগত থেকে বাস্তবে চলে আসতে পারে। লন্ডনের সোলার ইন্টারন্যাশনালের একটি টিম একটি ফ্লাইং কারের (উড়ন্ত গাড়ি) ডিজাইন করছেন। তারা এ গাড়ির নাম দিয়েছেন অটোভোলানটর। দুই লাখ পাউন্ডের ফেরারি ৫৯৯ জিটিবি মডেলের আদলে এ গাড়ির ডিজাইন করা হচ্ছে। টিমটি দাবী করছে, দুই বছরের মধ্যে এ গাড়িটি বাজারে আসতে পারে। টিমের সদস্যদের মতে, এ গাড়িটি হেলিকপ্টারের মত খাড়াভাবে উড়তে সক্ষম হবে। গাড়িতে আটটি থ্রাস্টার থাকবে, যা বাতাসকে নীচের দিকে চাপ দিয়ে এটাকে উপরে ওঠাতে সহায়তা করবে। থ্রাস্টারের ছিদ্রের ধাক্কায় গাড়িটি সামনের দিকে অগ্রসর হবে। এ গাড়িটি রাস্তায় ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতিতে এবং উড়ন্ত অবস্থায় ১৫০ মাইল গতিতে চলতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গাড়িটির দাম পাঁচ লাখ পাউন্ড হ'তে পারে।

মায়ের দুধে ফুসফুস শক্তিশালী হয়

মায়ের দুধ খেলে ছোটবেলা থেকে শিশুদের ফুসফুস শক্তিশালী হয়। সম্প্রতি এক নতুন রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা ১০ বছরের এক গবেষণায় এ তথ্য পেয়েছেন। গবেষকরা জানান, যে শিশুরা মায়ের দুধ কমপক্ষে চার মাস খায় তাদের ফুসফুসের কার্যকারিতা অন্যদের তুলনায় অনেক ভাল। নতুন এ গবেষণা রিপোর্টটি থোরাক্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। দুধ টানার সময় শিশুদের ফুসফুসের উপর প্রভাব পড়ে যাতে এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ের দুধ শৈশবে শিশুদের শ্বাসকষ্ট রোধে সহায়তা করে।

হাঁটতে অপারগ ব্যক্তিদের জন্য হাঁটার যন্ত্র উদ্ভাবন

টোকিওতে গত ৭ নভেম্বর হোন্ডা মোটর কোম্পানী হাঁটতে অপারগ ব্যক্তিদের জন্য প্রথমবারের মত হাঁটার সহায়ক যন্ত্র (ওয়াকিং এসিস্ট ডিভাইস) প্রদর্শন করেছে। এটি পরিধানকারীর শরীরের পুরো ভার বহন করে চলতে সক্ষম। দুই পায়ে দু'টি বিশেষ জুতার সঙ্গে দু'টি যান্ত্রিক কাঠামো সংযুক্ত করে কাঠামো দু'টির মাথায় বাইসাইকেলের একটি সিট লাগানো থাকবে। এ অবস্থায় হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তি জুতা পায়ে সিটের উপর বসলে যান্ত্রিক কাঠামোটি তাকে হাঁটতে সহায়তা করবে। সিটে বসে যান্ত্রিক কাঠামোটির উপর দেহের ভর রাখায় পরিধানকারীর হাঁটুতে চাপ কম পড়বে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের জন্যও এটি যথেষ্ট উপকারী হবে। যন্ত্রটি বাইসাইকেলের মত খুবই সহজ ব্যবহারযোগ্য। এই ওয়াকিং এসিস্ট ডিভাইসটিতে একটি কম্পিউটার, মোটর, গিয়ার, ব্যাটারি এবং কয়েকটি সেন্সর যুক্ত আছে।

মোটা কোমরওয়ালাদের জন্য দুঃসংবাদ

কোমর ও পেটে চর্বি জমলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। নয়টি ইউরোপীয় দেশের ৩ লাখ ৩৬ হাযার লোকের উপর জরিপ চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা। কোমরের স্বাভাবিক পুরত্ব থেকে মাত্র ১৩ থেকে ১৭ শতাংশ মেদ বৃদ্ধিই বাড়িয়ে দিতে পারে এ ঝুঁকি। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিকেলে প্রকাশিত এ জরিপের ফলাফলে তাই নিয়মিতভাবে কোমরের বৃদ্ধি চেক করে দেখার সুপারিশ করা হয়েছে। লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের প্রফেসর এলিও রিবোলি বলেন, 'কোমরের ওযন বৃদ্ধির এ রকম ফলাফল দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। এটি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর দারুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মানুষ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মারা যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় অস্বাভাবিক হারে। মানুষের কোমরের স্বাভাবিক ওযন হওয়া উচিত ১৮.৫ থেকে ২৪.৯ কেজি। ২৫ থেকে ২৯.৯৯ কেজি হ'লে তাকে অতিরিক্ত হিসাবে ধরা হয়। এর বেশী হ'লে সেটা হয়ে যায় অস্বাভাবিক। প্রফেসর এলিও রিবোলি বলেন, কোমরে মেদ বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। তবে ধূমপান ও মদ্যপান থেকে এ প্রবণতা বেড়ে যায় বলে জরিপে দেখা গেছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সপরিবারে স্বীয় জন্মভূমি সাতক্ষীরা গমন করেন। সাতক্ষীরা পৌঁছার পর সেখানে তাঁকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাদর অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি নিজ গ্রাম সদর থানার বুলারাটি স্বীয় বড় বোনের বাড়ীতে ওঠেন।

বাঁকালে ইফতার, ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর আমীরে জামা'আত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া বাঁকালে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন এবং ইয়াতীমদের সাথে ইফতার করেন। অতঃপর মাদরাসার ছাত্র ও ইয়াতীমদের উদ্দেশ্যে মাগরিবের ছালাতের পর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এ সময়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থ ব্যক্তিদের শয্যা পাশে আমীরে জামা'আত

১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর মাদরাসা জীবনের সহপাঠি কালিগঞ্জ কলেজের সাবেক অধ্যাপক দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ জনাব আব্দুল ওয়াহেদকে দেখতে তাঁর বাঁকালস্থ বাসভবনে গমন করেন এবং তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে আল্লাহ্র নিকটে তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় সেখানে উপস্থিত আরেক সহপাঠি বর্তমানে বাঁশদহা শহীদ স্মৃতি কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব ওবায়দুল্লাহ গযনফরের সাথেও আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎ ঘটে এবং পারস্পরিক কুশল বিনিময় হয়।

অতঃপর বেলা ১১-টায় আমীরে জামা'আত দীর্ঘদিন যাবত শয্যাশায়ী সাতক্ষীরা বার-এর প্রবীণ এডভোকেট জনাব শামসুল হক-২ কে দেখার জন্য তাঁর বাসভবনে যান এবং কিছু সময় সেখানে কাটান। আমীরে জামা'আত তাঁর রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন।

সেখান থেকে দুপুর ১২-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাতক্ষীরা পিএন স্কুল এণ্ড কলেজের সাবেক শিক্ষক জনাব মৌলভী ছাখাউদ্দীনকে দেখার জন্য যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে গমন করেন। একটি পা যখম হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবত তিনি বিছানায় দারুণ কষ্ট ভোগ করছেন। আমীরে জামা'আত তাঁর চিকিৎসা ও পারিবারিক খোঁজ-খবর নেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করেন।

অতঃপর বেলা আড়াইটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ঝাউডাঙ্গা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ জামালুদ্দীনকে দেখার জন্য পাথরঘাটায় তার বাড়ীতে গমন করেন। আমীরে জামা'আত তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাল্যস্মৃতি বিজড়িত পাথরঘাটা জামে মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং এখানে বসেই তাঁর পিতার নিকটে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর মসজিদের পাশেই কবরস্থানে শায়িত তাঁর পিতার ও তাঁর অতীব শুভাকাংখী নানাজী আলহাজ্জ ইবরাহীম গাইন, আব্দুল আযীয গাইন ও অন্যদের কবর যিয়ারত করেন ও তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। অতঃপর তাঁদের একমাত্র জীবিত ভাই নাছীর নানার বাড়ীতে গমন করেন এবং অসুস্থ নানা-নানীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাদের আশু রোগমুক্তি কামনা করে দো'আ করেন। এই সময় পাথরঘাটা গ্রামের বিশিষ্ট সুধী জনাব আফসার আলী সরদার ও অন্যান্যগণ আমীরে জামা'আতের সার্বক্ষনিক সাথী ছিলেন।

সমাবেশ

(১) ঝাউডাঙ্গা, ১ অক্টোবর বুধবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে যেলার সদর থানাধীন ঐতিহ্যবাহী ঝাউডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বাদ যোহর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এ সময় তিনি অত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁর মরহুম পিতা মাওলানা আহমাদ আলী ও অন্যান্যদের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের আগমনের সংবাদে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী মসজিদে সমবেত হন।

(২) আলীপুর, ১ অক্টোবর বুধবারঃ বিকাল সাড়ে চারটায় আমীরে জামা'আত তাঁর স্কুল জীবনের স্মৃতি বিজড়িত বৃটিশ আমলে 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর নেতা মাওলানা আব্বাস আলী খান নির্মিত আলীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। আমীরে জামা'আতের উপস্থিতির সংবাদে এলাকার বিপুল সংখ্যক মুছল্লী মসজিদে সমবেত হন। সেখানে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বক্তব্য পেশ করেন। মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকে বক্তব্য শুনেন। অতঃপর তিনি রাতে বুলারাটি ফিরে আসেন।

(৩) মাহমূদপুর ৩ অক্টোবর শুক্রবারঃ এলাকাবাসীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঐতিহ্যবাহী মাহমূদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ জুম'আ মুছল্লীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। দীর্ঘ গ্রেফতারকালীন সময়ে এলাকাবাসীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

(৪) কামালনগর ৪ অক্টোবর শনিবারঃ শহরের কামালনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুছল্লীগণের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফর সঙ্গীদের নিয়ে এখানে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারকালীন সময়ে 'আন্দোলনে'র জন্য নিবেদিতপ্রাণ উক্ত মসজিদের সাত জন মুছল্লী ইন্তেকাল করেন। তারা হচ্ছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল বারী, সেক্রেটারী জনাব নূরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, সুধী জনাব ডাঃ এনায়েত করীম, শাহাবুদ্দীন সরদার, শামসুর রহমান ও ঠিকাদার

আব্দুল হামীদ। আমীরে জামা'আত তাদের সকলের জন্য খাছ করে দো'আ করেন।

(৫) তালবাড়িয়া ৫ অক্টোবর রবিবারঃ এলাকাবাসীর আমন্ত্রণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখানে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন কারা নির্যাতিত অপর দুই নেতা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব ছদরুল আনাম। তাঁরা বলেন, দ্বীনে হক্ব-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে কারা নির্যাতন ভোগ করাটা ছিল আমাদের জন্য ঈমানী পরীক্ষা। এই কঠিন পরীক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদের মনোনীত করেছেন, সেজন্য আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তারা সকলকে এ মহান দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের মহতী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সকল সফরে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল বৃন্দ আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গী ছিলেন।

শোকাহত পরিবারের পাশে আমীরে জামা'আত

১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে তিনটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের রসূলপুরস্থ বাসভবনে গমন করেন এবং সদ্য মৃত্যুবরণকারী তার পিতা 'আন্দোলন'-এর অন্যতম সুধী ও মুখলেছ হিতাকাংখী জনাব ডাঃ রায়হানুদ্দীনের কবর যিয়ারত করেন। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে ডাঃ রায়হানের অনুপ্রেরণা ও অবদানকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

৩ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সন্ধ্যা ৭-টায় আমীরে জামা'আত সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী আত্মীয় সাতক্ষীরার সাবেক সিভিল সার্জন ও বাঁকাল মাদরাসার অন্যতম স্থায়ী দাতা সদস্য জনাব ডাঃ এনায়েত করীমের বাস ভবনে গমন করেন এবং তার শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

ঈদের ছালাত

বুলারাটি, ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর কারানির্যাতন শেষে মুক্তি লাভের পর অদ্য নিজ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ছাদেকের আমতলা ঈদগাহ ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঈদের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ছালাত শেষে সমবেত বুলারাটি, মাহমুদপুর ও তালবাড়িয়া তিন গ্রামের বিশাল জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঈদের খুৎবায় বলেন, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে চিরন্তন। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। ঐ মহাসত্যের কাছে মাথা নত করার জন্য মানুষকে যারা আহ্বান জানান, মিথ্যার পূজারীরা সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আমাদের সাথীরা যখন কথা, কলম ও সংগঠন তথা বর্তমান যুগে জিহাদের এ ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সুশৃংখলভাবে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তখনই দলবাজ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি আমাদের উপরে পড়ে এবং আমাদের নিরপরাধ নেতা-কর্মীগণ জেল-যুলুমের শিকার হন। জেলের বাইরে আপনারা যারা ছিলেন, তারাও ছিলেন অনেকে বাড়ীছাড়া ও প্রায় সকলেই ছিলেন সর্বদা আতংকগ্রস্ত। মযলূম মানবতার কান্না আল্লাহ দ্রুত শুনেছেন এবং নির্যাতনকারী যালেমরা আজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও নির্যাতিত হচ্ছে। নিকট অতীতে পৃথিবীর কোন দেশে যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র গযব এত দ্রুত নেমে আসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবু কারু প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ নেই। সবকিছুই হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে এবং নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে। যা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বাইরে। তিনি দুঃখ করে বলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত কখনো ঈদের জামা'আতে যোগ দিতে পারিনি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু জেলখানায় আমাকে গত বছর ঈদুল ফিতরের জামা'আত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে দুঃখ আমি কখনোই ভুলতে পারব না। মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করুন। রাসূলের সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরুন। জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হউন।

খুৎবার শেষাংশে তিনি বিগত সাড়ে তিন বছরে মৃত্যুবরণকারী আত্মীয়-স্বজন ও মুছল্লীবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেন এবং রোগ পীড়িত মুছল্লীদের আশু আরোগ্য কামনা করে দো'আ করেন।

একই দিন বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত স্থানীয় বুলারাটি জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন।

ছাত্র সমাবেশ

বাঁকাল, ৪ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে যেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সমন্বয়ে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক আকবার হোসাইন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাকীব, ঢাকা কলেজ শাখা যুবসংঘের সভাপতি এহসানুর রাকীব, ঢাকা টিটি কলেজ শাখার ছাত্র রজব আলী, 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি আব্দুল গাফফার, সিটি কলেজ শাখার সেক্রেটারী শাহেদ আলম, কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসার সভাপতি ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, আহসানিয়া মিশন আলিম মাদরাসা শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

দায়িত্বশীল বৈঠক

বাঁকাল, ৪ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর আমীরে জামা'আত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া বাঁকালে

Contents

'আন্দোলন'-এর অফিস কক্ষে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল এবং বিভিন্ন এলাকা কর্মপরিষদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত দায়িত্বশীলগণকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াত সর্বস্তরের মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষ হক্ব জানার ও মানার জন্য প্রস্তুত আছে। প্রয়োজন শুধু তাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া। তিনি পিছনের কথা ভুলে সকলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং নিরন্তরভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মী সম্মেলন ২০০৮

মিথ্যাচার অবদমিত হউক এবং সর্বত্র সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হউক

কর্মী সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যেই দেশ ও জাতির জন্য সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে। তিনি বলেন, মানব রচিত আইন পরিবর্তনশীল, কিন্তু আল্লাহর আইন সর্বযুগেই অপরিবর্তনীয়। সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য এটি এক অনন্য কল্যাণ বিধান। তিনি নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাধিক তাক্বওয়া অর্জন ও আল্লাহর উপর ভরসা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাময়িক দুনিয়াবী বিপদ-মুছীবত দেখে মুষড়ে না পড়ে এবং আদর্শচ্যুত না হয়ে বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী সর্বস্তরের মানুষের নিকটে পৌঁছে দেয়াই আমাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বানুভূতির কারণেই আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্লাটফরমে সমবেত হয়েছি। তিনি বলেন, চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা যুগে যুগে ইসলামের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। হক্বপন্থীরা চিরকাল এদের প্রধান টার্গেট ছিল। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর ডাহা মিথ্যা অভিযোগ ও দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের যুলুম-নির্যাতনই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি কর্মীদেরকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে হক-এর পতাকা নিয়ে দাওয়াতী ময়দানে নিরন্তরভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সাধারণ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ হায়দার আলী, গাযীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন, নওগাঁ যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন, ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, ঝিনাইদহ যেলার সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব, দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, নাটোর যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলী, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, পিরোজপুর যেলা সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হামীদ প্রমুখ।

প্রথম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে পর দিন বাদ জুম'আ সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, তেলাওয়াতকৃত আয়াতের বঙ্গানুবাদ করেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনঃ ২৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের দ্বিতীয় তলার হল রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সহ মজলিসে আমেলা সদস্যবৃন্দ।

আল-খাফজী, সঊদী আরব ১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আল-খাফজী শাখার উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আল-খাফজী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন জনাব মুহাম্মাদ শাহজাহান, মুহাম্মাদ মুস্তাকীম, আল-খাফজী এলাকার অর্থ সম্পাদক তোফাযযল হোসাইন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ রকীবুল ইসলাম। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দাম্মাম যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আইয়ূব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুস্তাকীম, জনাব শামসুদ্দীন, জা'ফর আখতার, শাহজাহান, আব্দুস সাত্তার, আব্দুছ ছবূর, ইবরাহীম, ফখরুদ্দীন, যিয়াউর রহমান, মুবারক হোসাইন, শহীদুল ইসলাম, আল-আমীন, এমদাদুল হক্ব,

ফারূক আব্দুল্লাহ, শামসুল হক্ব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সবাইকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর আলোচনা সরাসরি শুনানো হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয হারূনুর রশীদ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন জা'ফর আখতার।

রামাযানের অবশিষ্ট রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদকের সফর ৪-১৬ সেপ্টেম্বরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন যেলা-এলাকায় পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আবদুল লতীফ ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শাহারপুকুর, রাজশাহী, ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কাশিমপুর রাজশাহী, ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার ঢেঙ্গারগড়, জামালপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সফর করেন। তিনি রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং কর্মীদেরকে আন্দোলনের দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজশাহী ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

আন্ধারিয়াপাড়া, নওগাঁ ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার যৌথ উদ্যোগে আন্ধারিয়াপাড়া জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আনীসুর রহমান মাস্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুলাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আবদুর রহমান প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে শহরের পিটিআই মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুলাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি তাছাদ্দুক হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

নাটোর ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার যৌথ উদ্যোগে শুকোলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুযযাম্মেল হক্ব, উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুল আখের, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী প্রমুখ।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সাথে পরামর্শ ক্রমে 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কমিটির মেয়াদ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী '০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ সংগঠনের স্তম্ভ সদৃশ, নব্য জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় তাদেরকে সচেতনভাবে কাজ করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য নেছার ইবনে আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। পরিশেষে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ মহিলারা দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে কি?

-শাহরীমা খাতুন
নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন। আল্লাহ স্বীয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, 'আপনি বলুন, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। 'অনুসারীগণ' বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ সবাইকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলের ছাহাবীগণের উপর কোন হাদীছ দুর্বোধ্য মনে হ'লে আমরা সে বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাছিল করতাম' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ হা/৬১৮৫)*। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা'আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন *(বুখারী ও মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন এবং অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, হীরা (ইরাক) থেকে একজন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৫৭, 'নবুঅতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ যুগেও যেখানে নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে, সেখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে।

অতঃপর দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু'টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) জন্য ফরয' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, তিনি আরও বলেন, 'তোমরা একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ হ'তে অন্যকে পৌছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

দ্বিতীয়ত: সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়ের উপরে ন্যস্ত করেছেন *(তওবা ৯/৭১)*। পক্ষান্তরে যেসব পুরুষ ও নারী অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎ কাজে নিষেধ করে, আল্লাহ তাদের 'মুনাফিক' বলেছেন *(তওবা ৯/৬৭)*। মুসলিম উম্মাহ্র উপরে এটি 'ফরযে কিফায়াহ' *(আলে ইমরান ১০৪; তওবা ১২২)*। অর্থাৎ একদল এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের উপরে তা ফরয থাকে না। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলে গোনাহগার হয়। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার প্রধান বিষয় হ'ল 'দাওয়াত'। আর দাওয়াত দানকারীর জন্য প্রধান বিষয় হ'ল 'সক্ষমতা' *(কুরতুবী; আলে ইমরান ২১ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ তাকে দ্বীনী তা'লীমে যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে এবং এজন্য তাকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার দ্বারা একজনও যদি হেদায়াত পায়, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উট কুরবানীর চেয়েও উত্তম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০ 'আলীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মঙ্গলের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান নেকী পায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*। এ নেকী মুমিন নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সমান। আল্লাহ বলেন, 'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে এবং বলে যে আমি (আল্লাহ্র) আজ্ঞাবহদের একজন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত মর্মের আয়াত সমূহ পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে' *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৩২৫ পৃঃ)*। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইয়ামনে ও অন্যান্য বহু গোত্রে দাঈদের প্রেরণ করতেন এবং এতে কোন বাধা ছিল না যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে যেতেন' *(ঐ, ৯/২৯৫ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ'ল তার ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

অতএব মূল পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন।

Contents

আর দ্বীন শিক্ষা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ প্রশ্নঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

- হারুনুর রশীদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মৌলিকভাবে দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা সিদ্ধ। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مـشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০; নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مـضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপর জন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত সংস্থার প্রকাশিত The index file, The concept এবং Sales & marketing plan বই সমূহ এবং অন্যান্য উপাত্ত সমূহ পর্যালোচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগের এবং সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণের যে লিখিত মতামত আমরা পেয়েছি, তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'লঃ

(১) বিধিসম্মত ব্যবসা বলতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কোন বৈধ পণ্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা MLM) ব্যবসায় শুধু লাভের প্রলোভনই দেখানো হয়েছে। কোথাও লোকসানের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই। তাই এটা ব্যবসা নাকি লাভের এজেন্সী সে বিষয়ে স্পষ্টতা পাওয়া কঠিন ও জটিল। (২) এ ব্যবসায় সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি করা না হ'লেও সম্পৃক্ততার বিষয়টি নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। (৩) এতে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (৪) সাধারণ কমিশন ব্যবসায়ীরা পণ্য যতটুকু বিক্রি হয়, তার উপরে কমিশন পায় এবং অবিক্রিত পণ্য ফেরৎযোগ্য। কিন্তু ডেসটিনির (তথা এম,এল,এম) ব্যবসায়ে এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। (৫) ইনডেক্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য মতে কোন প্রলোভন না দেখিয়ে নবাগতদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হ'লেও প্রতিটি বক্তব্যের সাথেই প্রলোভনমূলক উপস্থাপনা লক্ষণীয়'। (৬) এখানে জুয়ার উপস্থিতি রয়েছে। এটা এমন একটি খেলা যেখানে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে পণ্যকে আশ্রয় করে সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের বাইরে গ্রাহককে সহজে অর্থ (Easy money) লাভের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এইসব (এমএলএম) কোম্পানীর পরিবেশিত পণ্যের বাজার মূল্য ধার্যকৃত মূল্যের অর্ধেকেরও কম হবে। এগুলি মানসম্পন্ন হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন ৭৫০০/= টাকার প্যাকেজে (১ম গ্রুপে) তাদের দেওয়া তথ্যমতে পণ্যের মূল্য ৩৫০০/= সার্ভিস চার্জ ১০০০/= সিকিউরিটি ১৫০০/= ডিস্ট্রিবিউশন ১৫০০/= মোট ৭৫০০/=। অর্থাৎ (৩৫০০/= টাকার পণ্যে) ৪০০০/= টাকা বিভিন্ন নাম দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে। যার একটা অংশ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হচ্ছে।

মার্চ ২০০৮-এ 'ডেসটিনি' প্রকাশিত সেলস্ এন্ড মার্কেটিং প্ল্যানে (পৃঃ ৭) বলা হয়েছে যে, তাদের মোট বিপণন লভ্যাংশ বণ্টন পরিমাণ প্রায় ৮৮ শতাংশ। অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১২টি ধাপের পর্যায় অর্জিত হবার পর প্রথম ক্রেতা পরিবেশককে যদি পরবর্তীকালে কোম্পানী থেকে প্রতিটি ভোক্তার ক্রয়কৃত পণ্য-সামগ্রীর উপর (ধরা যাক মাসিক ক্রয় ১০০ টাকা) লভ্যাংশ স্বরূপ বা সাপ্তাহিক কমিশন বাবদ শতকরা ৫ ভাগ হারেও দেয়া যায়, তাহ'লেও সপ্তাহে ন্যূনতম তাকে ৮,০০০ টাকা কমিশন দিতে হবে'। এইভাবে বিরাট লাভের অংক দেখিয়ে এরা মানুষকে টেনে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় 'গারার' বা প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)।*

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফাতাওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পাবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের 'ব্যবসা' হারাম তা নিম্নরূপঃ

(১) সূদঃ এই ব্যবসায় দুই প্রকার সূদই মওজুদ রয়েছে। একটি হ'ল সমজাতীয় বস্তুতে অতিরিক্ত নেওয়ার সূদ। অপরটি হ'ল একই বস্তুতে বাকীতে বেশী নেওয়ার সূদ। কোম্পানী যে পণ্য বিক্রয় করে ভোক্তার কাছে তা একটি ছল মাত্র। অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যও সেটা থাকে না।

(২) প্রতারণা (আল-গারার)ঃ গ্রাহক প্রত্যাশিত ভোক্তা সৃষ্টি করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে সে অনিশ্চিত থাকে। এই পিরামিড নেটওয়ার্ক যত লম্বাই হোক না কোন এক সময় তা শেষ হতেই হবে। এমতাবস্থায় গ্রাহক এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে যে সে নেটওয়ার্কের উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে লাভবান হবে না কি নিম্ন অবস্থানে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখা যায়

যে, উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় গ্রাহক ব্যতীত অধিকাংশ পিরামিড সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা প্রতারণার শামিল। শরী'আতে যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(মুসলিম)*।

(৩) বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণঃ এর মাধ্যমে কোম্পানী ও সংশ্লিষ্ট ক্রেতা-পরিবেশকগণ অন্যদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*।

(৪) ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতাঃ এই ব্যবসায় মানুষকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়, যেন ব্যবসাই মূল উদ্দেশ্য। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। আবার বিরাট লাভের টোপ দেয়া হয়, অথচ অধিকাংশ সময় তা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

কেউ কেউ এ কারবারকে এজেন্সি বা ব্রোকারিজ চুক্তির ন্যায় দাবী করে। এটা ভুল। কেননা একজন ব্রোকার সরাসরি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে কমিশন লাভ করে। অন্যদিকে এমএলএম কোম্পানী পণ্যের উপর নয়, বরং বাজারজাতকরণের উপর কমিশন দেয়। ব্রোকারের উদ্দেশ্য থাকে কেবল পণ্য বিক্রয়, আর এমএলএম কোম্পানীর উদ্দেশ্য পণ্য নয়, বরং মেম্বারশীপ বিক্রয় তথা ক্রেতা-পরিবেশক দল বৃদ্ধি করা। ব্রোকার কমিশন লাভ করে কোম্পানীর নিকট থেকে, আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-য়ে কমিশন গ্রহণ করা হয় ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অনেকে আবার এই কমিশনকে উপহার আখ্যা দেন যা সঠিক নয়। কেননা সকল উপহার শরী'আতে সিদ্ধ নয়। যেমন ঋণদাতাকে উপহার দেয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত *(বুঃ মুঃ; দ্রঃ লাজনা দায়িমা, ফৎওয়া নং- ২২৯৩৫। তাং-১৪/০৩/১৪২৫ হিঃ)*।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসা অসম মূল্য নির্ধারণ ও অতিরঞ্জিত আয়ের প্রলোভন দেখানোর কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন (FTC) ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রস্তাবিত ব্যবসায় সুযোগ সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে এমএলএম কোম্পানীগুলোর নাম বাদ দিয়েছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করার এই রীতি (এমএলএম) বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পিরামিড স্কীম পদ্ধতির ন্যায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্রঃ Multi-level marketing-উইকিপিডিয়া)*।

তত্ত্বগতভাবেও এ ধরনের মার্কেটিং বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে। কেননা এ মার্কেটিং-কে বলা হয়েছে, 'MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full-throttle towards a terminal.' অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক' (দ্রঃ www.vandruff.com/mlm.html)।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ 'ব্যবসা' সমর্থন করা যায় না। কেননা একজন গ্রাহককে তার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বশীভূত করে পণ্য বিক্রয় করতে বলা হয়। ফলে গ্রাহক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থের কেন্দ্রে পরিণত করে। এ সম্পর্ক তখন হয়ে যায় যান্ত্রিক। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের স্থলে তখন সন্দেহ আর সংকীর্ণতাবোধ স্থান করে নেয়। নিজ গৃহ পরিণত হয় মার্কেট প্লেসে। যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক এ কাজে ঘৃণাবোধ করবে।

এদেশের অনেক লোক সম্মানজনক চাকুরী ছেড়ে কাঁচা পয়সার নেশায় এ ধরনের তথাকথিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এদের শিকারে পরিণত হয়েছেন আলেমদের একটি অংশ। অনেকেই তাতে ফুলে ফেঁপে উঠছেন এবং সেই সাথে চলে যাচ্ছে তাঁদের আখেরাত মুখী ঈমানী জাযবা। আর সে স্থান দখল করছে নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা। অথচ ইসলামী দর্শন হ'ল পুঁজি ব্যয় করা। বিপরীতে বস্তুবাদী দর্শন হ'ল পুঁজি সঞ্চয় করা। যা মানুষকে রক্তচোষা ক্বারূণের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

অতএব আমাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশ্নে উল্লেখিত নামে বা অন্য নামে প্রচলিত এম.এল.এম ব্যবসা সমূহ শরী'আত সম্মত হবে না। জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে (*বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধ 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ প্রবাস থেকে মোবাইলে এস.এম.এস-এর মাধ্যমে আমার স্বামী আমাকে এক তালাক প্রদান করেন। এর দুই মাস পর রাগের মাথায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আরেকটি তালাক প্রদান করেন এবং বলেন যে, তোমার উপর তিন তালাক হয়ে গেল। তিন তালাক কিভাবে হ'ল জানতে চাইলে বলেন, দেশে থাকতে এক বছর পূর্বেই এফিডেভিটের মাধ্যমে একটি তালাক লেখা হয়েছিল, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি। এক্ষণে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘর-সংসার করতে চাই। তাহলীল ব্যতীত এটা সম্ভব কি?

-মমতাজ মহল
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী এফিডেভিটের তালাকটি স্ত্রী না জানার কারণে সেটা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। তাই পরবর্তীতে দুই মাসে দুই তালাক দেওয়ায় দুই তালাক সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে

Contents

পারবে। দ্বিতীয় তালাকের পর তিন মাস ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হবে না। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে কেবল নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে *(বুখারী, তরজমাতুল বাব, 'তালাক' অধ্যায় হা/৫২৫৯, হা/৫২৬৪)*। উল্লেখ্য যে, 'তাহলীল' বা হিল্লা একটি জাহেলী প্রথা। এর সাথে ইসলামী শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারী পুরুষ ও নারী উভয়কে লা'নত করেছেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*। ধর্মের নামে প্রচলিত এই নোংরা প্রথা থেকে প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে তালাকের বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাগের মাথায় হাতের মুঠোয় পাওয়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তালাকনামা পাঠানোর প্রবণতা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তালাক ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়' *(ছহীহ আবু দাউদ হা/১৯১৯, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। আবু দাউদ বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে ব্যুৎপন্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*। অতএব তালাক দাতাগণ সাবধান হউন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছগীরা গোনাহ করতে থাকলে তা মাফ হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মানুষ গোনাহ কিভাবে করে সেটা দেখার বিষয় নয়; বরং ক্ষমা কিভাবে চাচ্ছে সেটাই লক্ষণীয়। কোন মানুষ তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কোন দিন আর সেই পাপ করবে না বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে ক্ষমা চাইলে আশা করা যায় তার পাপ ক্ষমা হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মানুষ যখন গোনাহ করে অতঃপর বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি গোনাহ করেছি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন প্রতিপালক বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার প্রতিপালক আছেন, যিনি ক্ষমা করতে পারেন, যিনি শাস্তি দিতে পারেন? এভাবে জেনেশুনে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। সে যতবারই এমন গোনাহ করুক না কেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩, 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হ'লে কোন বান্দা একই পাপ বারবার করতে পারে না। উল্লেখ্য, কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। আর ছগীরা গোনাহ ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার করলে তা কবীরা হয়ে যায়, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না *(মুসলিম শরহে নববী ১/৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ মসজিদ কমিটির সদস্যদের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত?

-শওকত
জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যারা আল্লাহ্র ইবাদত করেন এবং নিজেদের দাসত্বকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করেন তারাই কেবল মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও সদস্য হ'তে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র মসজিদের আবাদ (তত্ত্বাবধান ও খেদমত) তো তারাই করতে পারে যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' *(তওবাহ ৯/১৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মসজিদ কমিটির সদস্যদের জন্য পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। (১) আল্লাহকে বিশ্বাস (২) পরকালে বিশ্বাস (৩) নিয়মিত ছালাত আদায় করা (৪) যাকাত প্রদান করা এবং (৫) প্রতি কাজে আল্লাহকে ভয় করা। মসজিদ, মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কমিটির সদস্য বাছাইয়ের সময় উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। নইলে আল্লাহ্র এই বিধান লংঘন করা হবে।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর না পড়লে পাপ হবে কি? অত্র সূরা দু'টি মুখস্থ না থাকলে করণীয় কী?

-মাওলানা রুস্তম আলী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) উক্ত সূরা দু'টি জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮)*। জুম'আর দিন অন্য সূরা দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করলে গুনাহগার হবে না। কেননা ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'অতঃপর তুমি পাঠ কর কুরআন থেকে যা তুমি সহজ মনে কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*। সূরা দু'টি মুখস্থ না থাকলে অন্য সূরা দ্বারা ছালাত আদায় করবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, এ বিষয়ে সঠিক কথা এটাই যে, অন্য সূরা দ্বারাও ছালাত জায়েয হবে এমন বিশ্বাস রেখে সর্বদা অত্র সূরা দু'টি দ্বারা জুম'আর দিন ফজরের ছালাত আদায় করা সুন্নাত *(মির'আত হা/৮৪৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী কতজন ছিলেন? তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কেউ জিন জাতির ছিলেন কি? তিনি কি পাখির ভাষা জানতেন?

-আনারুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন ৯০ জন অথবা ৭০ জন *(বুখারী ১/৪৮৭)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ৬০, ৭০, ৯০, ৯৯ ও ১০০ জন ছিলেন মর্মেও ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় *(ফাৎহুল বারী ৬/৫১৪)*। জিন জাতির মধ্য হ'তে তাঁর কোন স্ত্রী ছিল না। তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন *(সূরা আম্বিয়া ৭৯, ৮০, ৮১)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ বাড়ীর ছাদের উপর, গেটের সামনে পানির ট্যাংকিতে, নেমপ্লেটে আরবীতে 'মা শা-আল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এবং 'হাসবুনাল্লাহহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' ইত্যাদি লেখা যাবে কি?

-মুহসিন আখন্দ
জোরবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বাক্যগুলি পবিত্র কুরআনের আয়াত। এসব স্থানে কুরআনের আয়াত লেখা জায়েয নয়। কারণ এতে

Contents

অনেক সময় পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়। নবী করীম (ছাঃ) কুরআন নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯৭)*। আর এ নিষেধের কারণ হচ্ছে, এতে পবিত্র কুরআনের অবমাননা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ বক্তারা বলে থাকেন, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু তিনি সবার পরে মসজিদে আসতেন এবং সবার আগে যেতেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল, আমি গরীব মানুষ। আমরা স্বামী-স্ত্রী এক কাপড়ে ছালাত আদায় করি। আমার স্ত্রী এখন গর্তে অবস্থান করছেন। আমি যাওয়ার পর আমার কাপড় তাকে দিলে সে ছালাত আদায় করবে। সেদিন তার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়। ফলে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে, দেরী কেন হ'ল? তিনি তার স্ত্রীর সামনে দেরী হওয়ার কারণ বলেন। এতে তার স্ত্রী জানল যে, নবী করীম (ছাঃ) তাদের গোপন বিষয় জেনে গেছেন। এতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং মারা যায়। এ ঘটনা কি সত্য?

-মীযানুর রহমান
ভদ্রখণ্ড, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ঘটনার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ ইমাম মেহরাবের বাহিরে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারবেন কি? ইমামের কতটুকু পিছনে বাকী কাতার হবে?

-আব্দুল্লাহ
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জায়গা থাকলে ইমাম ইচ্ছা করলে মেহরাবের বাইরে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারবেন। নবী করীম (ছাঃ) একদা ছালাত শিক্ষা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। অতঃপর সিজদার সময় মিম্বর থেকে নেমে পিছনে সরে এসে সিজদা করলেন *(বুখারী হা/৯১৭)*। সিজদার জন্য যে পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন, সে পরিমাণ দূরত্বে মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ ডাক্তারদের মুখে শুনা যায়, স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ একই হ'লে সন্তানের প্রতি এর কুপ্রভাব পড়ে। একথা কি ঠিক?

-আশিকুর রহমান
মোল্লাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। মানুষ তার পূর্ব লিখিত তাক্বদীর অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। রক্তের গ্রুপ এক হওয়া না হওয়ার সঙ্গে ভাল বা মন্দ প্রভাবের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ কুরবানীর গোশত বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাও এবং দুস্থ-ফকীরকে খাওয়াও' *(হজ্জ ২৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের তিনদিনের উর্ধ্বে কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে সচ্ছল ব্যক্তিরা অসচ্ছল ব্যক্তিদেরকে বেশী বেশী দিতে পারে। এক্ষণে তোমরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং জমা রাখো' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৯; বুখারী হা/৫৫৬৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজেরা খেতেন, একভাগ যাকে চাইতেন তাকে খাওয়াতেন এবং একভাগ ফকীর-মিসকীনকে দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কুরবানীর গোশত বণ্টন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একভাগ নিজের পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ গরীব প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ সায়েল-ফকীরদের দিতেন। হাফেয আবু মূসা বলেন, হাদীছটি 'হাসান'। তবে আলবানী বলেন, আমি এটির সনদ জানতে পারিনি। জানি না তিনি অর্থের দিক দিয়ে 'হাসান' বলেছেন, না সনদের দিক দিয়ে *(ইরওয়া হা/১১৬০; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মির'আত হা/১৪৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/১২০ পৃঃ)*। ছাহেবে সুবুল বলেন, বহু বিদ্বান কুরবানীর গোশত তিনভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮ পৃঃ)*।

উক্ত বিবরণের আলোকে কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা ভাল। একভাগ নিজেরা ও একভাগ প্রতিবেশীদের যারা কুরবানী করেনি এবং এক ভাগ ফকীর-মিসকীনকে। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত হাদীছটি নাকি ক্বিয়াসের পক্ষে বড় দলীল। তাই অনেক আলেম এই হাদীছটিকে ক্বিয়াসের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-সিরাজুল ইসলাম
কড়ইতলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটির ব্যাপক আলোচনা শেষে হাদীছটিকে মওযূ বা জাল বলেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮১)*। মু'আয (রাঃ) নিজ রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দিবেন বলে আবুদাঊদ ও তিরমিযীতে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি যঈফ। তবে বুখারী ও মুসলিমে যে হাদীছ রয়েছে তাতে ইজতিহাদ সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই *(বুলূগুল মারাম হা/৫৫৪; বুখারী ১৩৩১; মুসলিম ১/৩৬-৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে ইফতারীর দাওয়াত দিলে সেই দাওয়াত কবুল করা যাবে কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে অর্থ দান করা যায়। জনৈক ব্যক্তি মায়ের জন্য দান করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দান করার অনুমতি দেন এবং বলেন এ দানের নেকী তোমার মা পাবেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। মৃত ব্যক্তির নামে যা দান করা হয় তা ছাদাক্বা।

আর ছাদাক্বা সবাই খেতে পারে না। কাজেই মৃত ব্যক্তির নামে ইফতারী দেয়া হ'লে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। বরং ছাদাক্বার হক্বদারেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ অনেকে বলেন, আহলেহাদীছরা শুধু নবীর সুন্নাত মানে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মানে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতও মানতে বলেছেন। প্রশ্ন হ'ল-খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত নবীর সুন্নাতের বিপরীত হ'লে কোনটি আমলযোগ্য?

-সিরাজুল ইসলাম
মেহেরচণ্ডি, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুবহু অনুসরণের ব্যাপারে ছাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠ। আর ছাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন সর্বাধিক একনিষ্ঠ। কাজেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপরীত আমল করবেন এ ধারণা অজ্ঞতা মাত্র। চার খলীফার কোন আমল যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপরীত হয় তাহ'লে জানতে হবে যে, এটা ছিল তাদের ইজতিহাদ, যা সকল মুসলিমের জন্য সর্বযুগে মান্য করা আবশ্যক নয়। যেমন এক বৈঠকে তিন তালাক হবে বলে ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ। এজন্য তিনি পরবর্তীতে লজ্জিত হয়েছিলেন *(ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬)*। জুম'আর দিনের ডাক আযান ছিল ওছমানের ইজতিহাদ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪)*। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তারা এগুলো করেছিলেন। উল্লেখ্য, বিশ রাক'আত তারাবীহ ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ নয়, এটা তার উপর চাপানো মিথ্যা অপবাদ মাত্র। কারণ তিনি বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে ১১ রাক'আত চালু করেছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ দ্বীনে হানীফ কী? ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের নাম কী ছিল? উম্মী বলে কাদের বুঝানো হয়েছে?

-তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ 'হানীফ' অর্থ 'একনিষ্ঠ'। ইবরাহীম (আঃ) হানীফ ছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*। ইহুদী-নাছারারা যখন নিজ নিজ ধর্মের দিকে আহ্বান করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতিবাদ করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২৩)*। ইবরাহীমের দ্বীনের নাম ছিল হানীফ। তাতে ছিল সরলতা ও একনিষ্ঠতা। 'উম্মী' অর্থ নিরক্ষর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উম্মী বলতে আরবদের বুঝানো হয়েছে, তারা লিখতে জানুক বা না জানুক। কেননা তারা আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাছারা) ছিল না *(কুরতুবী, সূরা জুম'আ)*। আমাদের রাসূলকে কুরআনে 'উম্মী নবী' বলা হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৫৭, ১৫৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে। তাহ'লে তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন?

-আব্দুল্লাহ
দশমাইল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অত্র আয়াতে নূর অর্থ কুরআন অথবা ইসলাম বা আল্লাহ্‌র হেদায়াতের নূর, আলো, সঠিক পথ *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/২৩ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। আলোচ্য আয়াতে 'নূর' শব্দ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বলা হয়েছে এমন তাফসীর কোন মুফাসসির করেননি। বরং আল্লাহ বলেন, হে নবী তুমি বল যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ *(কাহফ ১১০)*। আর মানুষ হ'ল- মাটির তৈরী *(আ'রাফ ১২; ছোয়াদ ৭৬ ও অন্যান্য)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে তাঁকে 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলা হয়েছে *(আহযাব ৪৬)*। তাই বলে তিনি নূরের তৈরী নন।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ সমাজে প্রচলিত আছে- পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা কর। কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য।

-আবু সাঈদ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ বাক্যটি সমাজে প্রচলিত একটি কথা মাত্র। মূলতঃ পাপ ও পাপীকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যেমন ফুল ও তার সুগন্ধিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। এজন্য পাপের ফল পাপীই ভোগ করে এবং পুণ্যের ফল পুণ্যবান ভোগ করে *(হামীম সাজদাহ ৩৩, ৪৬; মুমিন ৪০)*। তবে পাপের কারণে পাপীকে ঘৃণ্য মনে করা ঠিক নয়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, একবার এক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তিদানের পর একজন তাকে লা'নত করল। এতে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাকে লা'নত করোনা, আল্লাহর শপথ আমি জানি যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৫ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'বিধিবদ্ধ শাস্তিপ্রাপ্তদের মন্দ না বলা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ অপর হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা এভাবে লা'নত করো না। আর শয়তানকে তার উপরে সাহায্য করো না' (অর্থাৎ এতে শয়তান তাকে পাপের ব্যাপারে আরো প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে)। বরং বলো اللهم اغفر له اللهم ارحمه। 'আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর' *(বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬২১, ৩৬২৬)*। পাপীকে ঘৃণা করলে পাপের প্রতি তার যিদ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তার তওবা করার মানসিকতা হারিয়ে যেতে পারে। অতএব ঘৃণা না করে সর্বদা তার জন্য হেদায়াতের দো'আ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ ত্বক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ও সেন্ট ব্যবহার করতে পারে কি?

-সাঈদ মোল্লা
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মানুষের ত্বক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং প্রকৃতিগত বিষয়, যা ফর্সা বা কালো করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বিষয়ে যেসব প্রচারণা চালানো হয় সেগুলো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। এগুলো করতে গিয়ে অনেকে ত্বকের নানা রোগের শিকার হয়। তবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও গর্ব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌র জামা'আতে মুক্তাদী যদি ৮ রাক'আত পড়তে চায় তাহ'লে তার করণীয় কী? মক্কায় বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয় কেন?

-মূসা
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় আট রাক'আত পড়ার পর চলে যেতে হবে। কারণ বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌র প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০)*। আর ওমর (রাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার আদেশ দিয়েছেন এ দাবী তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ। কেননা তিনি ১১ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(সনদ ছহীহ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। মক্কায় একই মর্মে একটানা বিশ রাক'আত তারাবীহ হয় না। বরং দশ রাক'আত হ'লে ইমাম ছাহেব চলে যান। অন্য ইমাম এসে বাকী ১০ রাক'আত পড়ান বলে জানা যায়। তাছাড়া মক্কা-মদীনা মূলত শরী'আতের দলীল নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল দলীল।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ জনৈক মহিলার মুখভর্তি দাড়ি গজিয়েছে। লোকেরা তাকে দাড়ি কাটতে বললে বলে, অমুক মৌলভী দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন। এক্ষণে মহিলাদের দাড়ি হ'লে করণীয় কী?

- জাফর ইকরাম
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

উত্তরঃ মহিলাদের দাড়ি হ'লে দাড়ি কাটতে পারে। কেননা গোঁফ ও দাড়ির বিধান পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। বরং মহিলা দাড়ি রাখলে তা হবে পুরুষের সাদৃশ্য। নবী করীম (ছাঃ) নারী ও পুরুষের পরস্পরের সাদৃশ্য হ'তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের উপর এবং নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীল ও পাপ কাজ হ'তে বিরত রাখে' (আনকাবূত ৭৫)। তবুও কেন আমরা বিভিন্ন অন্যায় ও পাপ কাজ করে থাকি?

-আকরাম
বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ আসলে তিনটি গুণ বিশিষ্ট ইবাদতের নাম ছালাত। (১) একনিষ্ঠভাবে ছালাত আদায় করা (২) ভীতি ও বিনয়ের সাথে আদায় করা এবং (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে আদায় করা। একনিষ্ঠতা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করে, ভয়ভীতি মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করলে কল্যাণ আসে আর অকল্যাণ চলে যায়। আমাদের ছালাত যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে হয় না। তবুও কল্যাণের আশা রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায় করে আর সকালে চুরি করে। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ অচিরেই তার ছালাত তাকে এ অন্যায় হ'তে বিরত রাখবে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৩৭; ইবনে কাছীর, আনকাবূত ৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে তবুও কেন মানুষ পাপ কাজ করে?

-হুসাইন
বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে, রহমতের দরজা খোলা থাকে, জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এগুলো বলে আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও দয়াকে বুঝানো হয়েছে এবং রামাযান মাসের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৪/১৪৩, হা/১৮৯৯)*। রামাযানে মানুষ পাপ করবে না একথা নবী করীম (ছাঃ) বলেনি। তাই মানুষের উচিত হবে এ মাসে পাপ হতে বিরত থেকে রহমত অর্জন করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া জানাযার ছালাত হবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। এটা সুন্নাত। ত্বালহা ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন আমি তার হাত ধরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি সরবে পড়েছি এজন্য যে, তোমরা জানতে পার সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত *(বুখারী ১/১৭৮ পৃঃ দিল্লী ছাপা)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এর সাথে আরেকটি সূরা পড়বে *(আবুদাউদ হা/৩১৯৮; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮; তিরমিযী হা/১০২৬-১০৭৭, দারাকুতনী ১৯১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ ছালাতের মধ্যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে? হাতের উপর হাত না কব্জির উপর কব্জি?

-জাফর
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে *(বুখারী ১/১০২ পৃঃ দিল্লী ছাপা; ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৭৮; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/৪৭৯; বিস্তারিত দেখুন ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ৪৮)*। ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপরও রাখা যায় *(ছহীহ আবু দাউদ হা/৭১৭, ছহীহ নাসাঈ হা/৮৮৯)*। উল্লেখ্য যে, নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছগুলো নিতান্তই যঈফ *(আবুদাউদ হা/৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪)*। আরও উল্লেখ্য যে, দিল্লী ও দেউবন্দ ছাপা আবুদাউদে বুকের উপর হাত বাঁধার ছহীহ হাদীছটি নেই *(পৃঃ ১১০)*। তবে বিশুদ্ধতম ছাপা ইবনুল আ'রাবীতে হাদীছটি রয়েছে *(রিয়ায ছাপা হা/৭৫৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ যেসব মুসলমান মানুষের উপর অত্যাচার করে, সম্পদশালী হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং দায়িত্বশীল হওয়ার পর সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা কি মুসলিম?

-শহীদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এদেরকে অমুসলিম বলা যাবে না। তবে তারা মহা পাপী। অত্যাচারীর পরকাল অন্ধকার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*। নিরুপায় অবস্থায় ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করা ঠিক নয়। ঋণ ছাড়া সব পাপ ক্ষমা হ'তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬)*। অপরের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৪০৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মহিলারা একাকী নিজ বাড়ীতে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-শহীদুল্লাহ
বাড়ীগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়া যরূরী *(বুখারী হা/৯৭৪)*। কারণ বশতঃ যেতে না পারলে তারা বাড়ীতে একাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮ঃ হালাল রূযী ছাড়া কোন প্রকার ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয় না। একথাটি কি ঠিক?

-আমজাদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল রূযী ছাড়া কোন ইবাদত কবুল হয় না এ কথা সঠিক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এক লোক দীর্ঘ সফরে উস্কু-খুস্কু অবস্থায় হাত তুলে প্রার্থনা করে, হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং জীবিকা হারাম, তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে শরীর অবৈধ জীবিকা দ্বারা গঠিত হয় তার জন্য জাহান্নাম *(আহমাদ হা/১৪৪৮১, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৭৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম জীবিকায় গঠিত হয়েছে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ মৃত ব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে? কেউ বলেন, বুকের উপরে, আবার কেউ বলেন, দু'পার্শ্বে।

- ডাঃ ইদরীস
বানেশ্বর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে এ মর্মে কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দু'পার্শ্বে রাখা ভাল। কারণ এটা হাতের স্বাভাবিক অবস্থা। আর বুকের উপর হাত রাখলে মানুষ মনে করে সে যে মুছল্লী ছিল, এটা তার প্রমাণ।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের খুব ইচ্ছা। কিন্তু বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়। ফলে প্রতি রাতে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এভাবে ছালাত আদায় করলে নেকী হবে কি?

-আব্দুল মতীন
রাঘবিন্দ্রপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাতের ছালাত নিয়মিত পড়াই উচিত। আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪২)*। তবে উক্ত অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী নিয়মিত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না' প্রচলিত একথাটি ঠিক নয়। তবে নিয়মিতভাবে আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ অনেক বক্তাকে দেখা যায়, বক্তৃতার সময় চা পান করেন, পানি পান করেন। এত মানুষের সামনে এভাবে পান করা কি জায়েয?

-আব্দুস সালাম
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বক্তৃতার সময় মানুষের সামনে খাদ্য গ্রহণ করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) আরাফার মাঠে মানুষের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এ সময় তাঁর নিকট দুধ পাঠানো হ'ল, তিনি লোকদের সামনেই তা পান করলেন *(বুখারী ও মুসলিম; আবুদাঊদ হা/২৪৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ শুনেছি তাবীয ব্যবহার করা হারাম। তাবীযের পরিবর্তে ঔষধি গাছের শিকড়, ডাল বেঁধে দেয়া যাবে কি?

-আবু সাঈদ
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ ঔষধ হিসাবে কোন কিছু ঝুলানো বা বাঁধা যাবে না। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক করা, কোন কিছু ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা গড়ানোর যেকোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। শিশু বা নারী-পুরুষের গলায়, হাতে ও কোমরে যেকোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যা কিছু ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাকে তা'বীয বলে। তবে কুরআন ও হাদীছের দো'আ ও শিরক মুক্ত কথার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২৬, ৪৫২৯, ৪৫৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ বিতর ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেলে কোন নিয়মে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে? পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি? অনেকেই বলেন, এক রাক'আত পড়ে বিতরকে জোড় করে নিতে হবে। অতঃপর আবার বিতর পড়তে হবে।

-শামীম
গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়লে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। এক রাক'আত পড়ে জোড়াও করা লাগবে না। কারণ বিতর পড়ার পরেও নফল ছালাত আদায় করা যায়। সাথে সাথে এক রাতে দু'বার বিতর পড়াও নিষেধ। নবী করীম (ছাঃ) এক রাতে দু'বার বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৩৯)*। তিনি বিতর ছালাত আদায় করার পর আরো দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ হা/১২৯৩; তিরমিযী হা/৪৭১; ইবনু মাজাহ হা/১১৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ বিতর ছালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করতে হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম

Contents

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিতর ছালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি বিতর রেখে ঘুমিয়ে গেলে অথবা বিতর ভুলে গেলে, যখন সকাল হবে অথবা যখন স্মরণ হবে তখন সে যেন পড়ে নেয়' *(ছহীহ আবু দাউদ হা/১২৬৮; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১০৭৭ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হ'লে তার বিধান কি?

-রুহুল্লাহ সাঈদী
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হ'লে এর জন্য স্পষ্ট কোন শারঈ দণ্ডবিধান নেই। কারণ এদের মধ্যে কর্তা ও কৃত ব্যক্তি নেই। তবে যেসব পাপের নির্ধারিত কোন দণ্ড নেই তার জন্য শারঈ বিধান হচ্ছে তা'যীর তথা সতর্ককারী শাস্তি। আর তা হ'ল ১০টি বেত্রাঘাত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩০; 'তা'যীর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে গোসলের পরে সন্দেহ হয় যেন ভিতরে জমে থাকা বীর্য কিছুটা পরে বের হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বি-ব্লক, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বীর্যের কারণে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ গোসলের ব্যাপারটি এই বীর্যের কারণে নয়; বরং শরীর থেকে আসক্তির সাথে বের হওয়া বীর্যের কারণে গোসল করতে হয় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০)*। সম্ভব হ'লে উক্ত বীর্য ধৌত করে ছালাত আদায় করবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাপড়ে কখনো বীর্য শুকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) তা নখ দিয়ে খুঁটিয়ে ফেলে দিতেন। অতঃপর উক্ত কাপড়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ মোরগের ডাক হ'ল তার ছালাত, দু'পাখার ঝাড়া হ'ল তার রুকূ ও সিজদা। এটা কি হাদীছ?

-আহমাদ
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যাঈফা হা/৩৭৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-সুহাইল
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত টাকা খরচ করার ব্যাপারে মালিকের স্বাধীনতা থাকলে যাকাত দিতে হবে। আর স্বাধীনতা না থাকলে যখন পাবে তখন সব টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত বের করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- সম্পদের উপর মালিকের স্বাধীনতা থাকা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? এই ছালাত আদায়ের জন্য ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে কি?

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই তা আদায় করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাত ভুলে গেলে অথবা ছালাত রেখে ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হচ্ছে- যখনই তার স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই ছালাত আদায় করে নেওয়া। ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করা ছাড়া বিকল্প কোন কাফফারা নেই *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩)*। তাবে ক্বাযা ছালাত ধারাবাহিক ভাবেই আদায় করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৮৭)*। উল্লেখ্য যে, ওমরী ক্বাযা নামে শারী'আতে কোন ছালাত নেই। বিগত জীবনে ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ আমার পিতা সব সময় অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতেন। আমি উপদেশ দিলে আমার কথা মানতেন না। এ বিষয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি আমাকে হাঁসিয়া নিয়া কোপাতে আসেন ও আমাকে হাঁসিয়া দিয়ে কোপ মারেন, আমিও কোপ মারি। আমার কোপে পিতা মারা যান। এখন ক্ষমা চাইলে আমার ক্ষমা হবে কি?

-সাগর
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মানুষ হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*। তাছাড়া পিতা-মাতাকে হত্যা করা আরো বড় পাপ। বর্ণিত অবস্থায় ছেলের সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। পাল্টা মারতে যাওয়াটা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে। এক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে পিতার জন্য এবং নিজের জন্য ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার ঐসব বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৫৩)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর জুম'আর খুৎবাসহ বিভিন্ন বক্তব্যের জন্য নিম্নোক্ত ওয়েব এ্যাড্রেসে লগ ইন করুন-

www.4shared.com/account/dir/10565990/7a9c04e8